NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtub.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ চারণ কবি মুকুন্দ দাস ও বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন

বাম-কংগ্রেস জোট ও নির্দল প্রার্থীর নামে মিল, আশঙ্কা ৬

কলকাতা ২৬ এপ্রিল ২০২৪ ১৩ বৈশাখ ১৪৩১ শুক্রবার সপ্তদশ বর্ষ ৩১৪ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 26.4.2024, Vol.17, Issue No. 314, 8 Pages, Price 3.00

এক নজরে

দুই জেলায় জারি লাল সতর্কতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: দাবদাহে জ্বলছে বাংলা। বইছে লু, ধরছে শরীরে জ্বালা। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর বলছে, বৃহস্পতিবার ৪১ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছুঁতে পারে কলকাতার তাপমাত্রা। সকাল সাড়ে ১১টাতেই আলিপুরের তাপমাত্রা ৩৯.৮ ডিগ্রি। সকাল সাড়ে ১১টায় বাঁকুড়ার তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি। সকাল সাড়ে ১১টায় দমদমের তাপমাত্রা ৩৯ ডিগ্রি। আগামী ৪ দিনই জারি তাপপ্রবাহের সতর্কতা। আজ ভোটের দিন উত্তর দিনাজপুরে লাল সতর্কতা। ভোটের দিন দক্ষিণ দিনাজপুরে কমলা সতর্কতা। মালদহ, দুই দিনাজপুরে তীব্র তাপপ্রবাহের আশঙ্কা। উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়া জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ারেও। অন্তত সোমবার পর্যন্ত ১৮ জেলায় তাপপ্রবাহের সতর্কতা। আগামী ৫ দিনে বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই।

বিস্তারিত শহরের পাতায়

মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিকের রেজাল্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন: মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হবে মে মাসেই। রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু জানিয়েছেন, আগামী ২ মে মাধ্যমিকের ফলপ্রকাশ করবে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। উচ্চ মাধ্যমিকের ফল জানা যাবে আরও কিছু দিন পর। ৮ মে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ ফল প্রকাশ করবে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী। এ বছর মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হয়েছিল ২ ফেব্রুয়ারি। শেষ হয়েছিল ১২ফেব্রুয়ারি। পাশাপাশি, উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা ২৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলেছে। উভয় ক্ষেত্রেই নিয়ম হল, পরীক্ষা শেষ হওয়ার তিন মাসের মধ্যে ফল প্রকাশ করা। ৯০ দিনের আগেই দু'টি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হচ্ছে।

বিস্তারিত শহরের পাতায়

উপনির্বাচনে লড়বেন হেমন্তের স্ত্রী কল্পনা

রাঁচি, ২৫ এপ্রিল: ঝাড়খণ্ডে উপনির্বাচনে লড়বেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা জমি দুর্নীতি মামলায় ধৃত হেমন্ত সোরেনের স্ত্রী কল্পনা সোরেন। বৃহস্পতিবার সে কথা জানিয়েছে রাজ্যের শাসকদল ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা (জেএমএম)। কল্পনাকে গিরিডির গাণ্ডেয় বিধানসভা কেন্দ্র থেকে টিকিট দেওয়া হয়েছে। লোকসভা ভোটের সঙ্গেই ওই কেন্দ্রে উপনির্বাচন হবে। গাণ্ডেয় বর্তমানে বিধায়কহীন। ওই কেন্দ্রের জেএমএম বিধায়ক সরফরাজ আহমেদ পদত্যাগ করার পর থেকেই আসনটি খালি পড়ে রয়েছে। উপনির্বাচনে সেখানে প্রার্থী হচ্ছেন কল্পনা। গাণ্ডেয়তে আগামী ২০ মে লোকসভা নির্বাচনের পঞ্চম দফার সঙ্গেই উপনির্বাচনের ভোটগ্রহণ হবে।

মোদি-রাহুলকে নোটিস কমিশনের

নয়াদিল্লি, ২৫ এপ্রিল: লোকসভা ভোটের যত দফা এগোচ্ছে, ততই পারদ চড়ছে রাজনীতির। নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে শাসক-বিরোধী দলগুলি একে অপরকে আক্রমণ করছেন। সম্প্রতিই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধিও একে অপরকে আক্রমণ শানিয়েছিলেন। এই নিয়ে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগও করেছে বিজেপি-কংগ্রেস। এবার সেই অভিযোগের প্রেক্ষিতেই নোটিস পাঠাল কমিশন। লোকসভার নির্বাচনী প্রচারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধি একে অপরকে যে আক্রমণ করেছেন, তা নিয়ে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানিয়েছে কংগ্রেস ও বিজেপি। ঘৃণামূলক মন্তব্য ও বিভাজনের রাজনীতি করার অভিযোগ আনা হয়েছে।

বিস্তারিত দেশের পাতায়

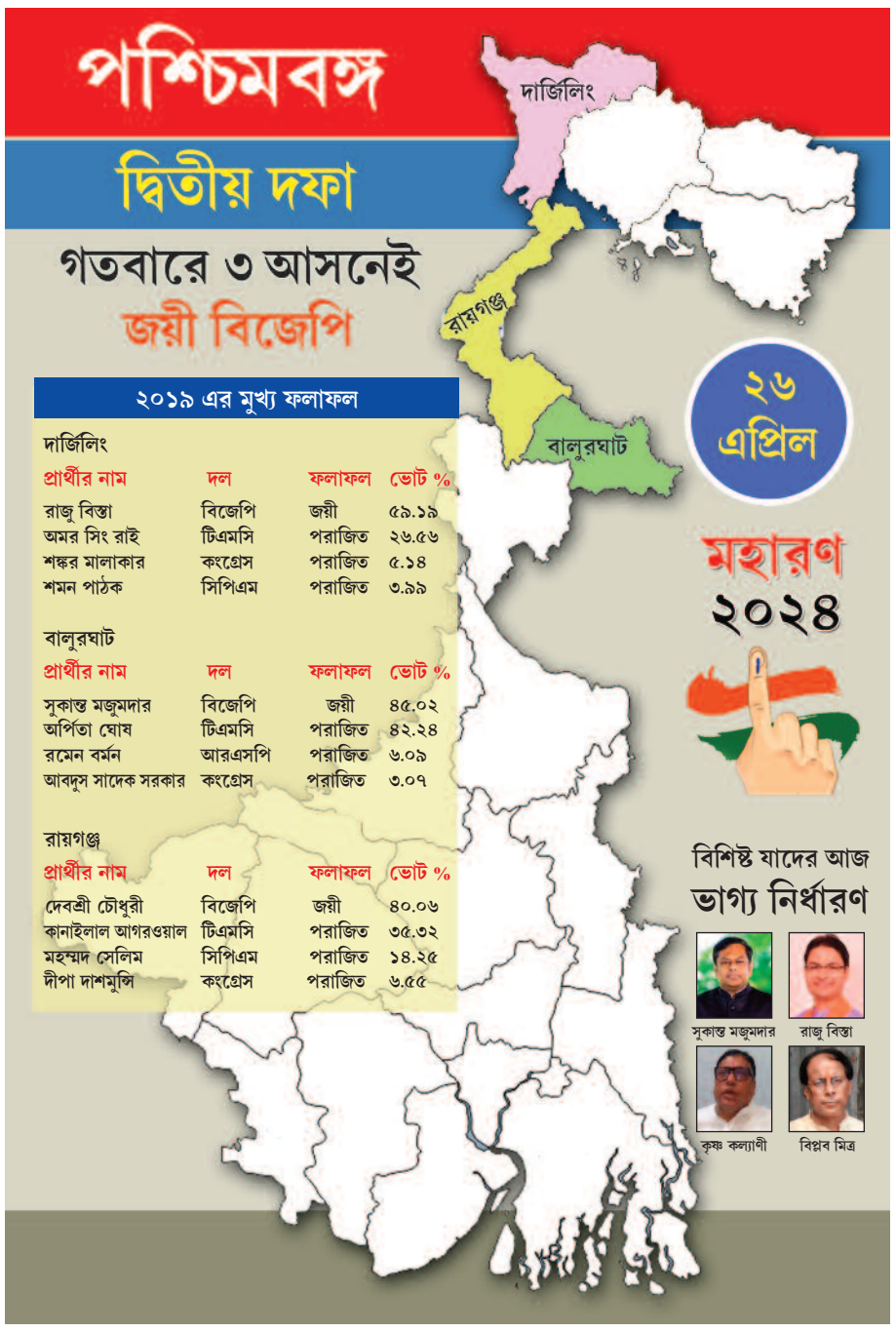

আজ দ্বিতীয় দফায় ৮৮ আসনে ভোট, ভাগ্য পরীক্ষা উত্তরবঙ্গের তিন আসনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: আজ দেশের ১৩ রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ৮৮ আসনে ভোটগ্রহণ। এই পর্বেই ভোট এরাজ্যের তিন কেন্দ্র দার্জিলিং, বালুরঘাট, রায়গঞ্জে। বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র উৎসবের দ্বিতীয় পর্ব। এই পর্বেই ভোট এরাজ্যের তিন কেন্দ্র দার্জিলিং, বালুরঘাট, রায়গঞ্জে। তিনটি কেন্দ্রই ২০১৯-এ বিজেপির দখলে ছিল। নিজেদের গড় ধরে রাখার লড়াই বিজেপির সামনে। দ্বিতীয় দফার ভোটে ভাগ্য পরীক্ষা উত্তরবঙ্গের তিনটি লোকসভা আসনে। রায়গঞ্জ বালুরঘাটের সঙ্গে ভোটের লড়াইয়ে সামিল দার্জিলিংও। যেখানে মূল লড়াই বিজেপির রাজু বিস্তার সঙ্গে তৃণমূলের গোপাল লামা এবং কংগ্রেসের মুনিশ তামাং- এর। এছাড়াও বালুরঘাটে হেভিওয়েট বিজেপির সুকান্ত মজুমদারকে লড়তে হবে তৃণমূলের বিপ্লব মিত্রের সঙ্গে। অন্যদিকে, রায়গঞ্জে ত্রিমুখী, লড়াইয়ে মুখোমুখি হচ্ছেন তৃণমূলের কৃষ্ণকুমার কল্যাণীর , কংগ্রেসের আলি ইমরান রামজ ও বিজেপির কার্তিকচন্দ্র পাল। তবে এঁরা ছাড়াও প্রচুর প্রার্থী রয়েছেন নিজেদের ভাগ্য যাচাই করতে।

বাংলা ছাড়াও অসম (৫), বিহার (৫), ছত্তিশগড় (৩), কর্নাটক (১৪), কেরল (২০), মধ্যপ্রদেশ (৭), রাজস্থান (১৩), ত্রিপুরা (১), উত্তরপ্রদেশ (৮), জম্মু ও কাশ্মীর (১) ও মহারাষ্ট্রে (৮) ভোট আজ। আগের পর্বে মণিপুরের আউটার মণিপুর কেন্দ্রে ভোট হয়েছিল আংশিকভাবে। ওই আউটার মণিপুরের বাকি অংশেও এই পর্বে ভোটগ্রহণ হবে। নির্বাচন কমিশন জানিয়ে দিয়েছে, এই দফায় সুষ্ঠুভাবে ভোট করাতে সবরকম ব্যবস্থা করা হয়েছে। তবে দ্বিতীয় দফার ভোট কমিশনের জন্য চ্যালেঞ্জিং। কারণ যে রাজ্যগুলিতে ভোট হচ্ছে, তার অধিকাংশেই প্রবল তাপপ্রবাহের সম্ভাবনা রয়েছে।

দ্বিতীয় দফার নির্বাচন
১৩ রাজ্যে ভোট
৮৮ আসনে ভোট
১৬ কোটি ভোটার
১ কোটি ৬৭ লাখ পোলিং স্টেশন

তিন কেন্দ্রের মধ্যে পার্বত্য দার্জিলিংয়ের ভোট বরাবরই নজরকাড়া। এখানকার তিনটি ভোট গ্রহণ কেন্দ্র এতটাই দুর্গম জায়গায় যে, সেখানে সরাসরি গাড়ি পৌঁছয় না। কিছুটা গাড়িতে, আবার কিছুটা পায়ে হেঁটে সেখানে যেতে হয় ভোটকর্মীদের। দার্জিলিং বিধানসভার অধীনে থাকা পুলবাজার ব্লকের তিনটি বুথ মিলিয়ে প্রায় তিন হাজার বাসিন্দা রয়েছেন। ভোটার সংখ্যা ১৪৫৬ জন। এর মধ্যে দারাগাঁও জুনিয়ার হাইস্কুলে ১০৩৪ জন, রাম্মাম ফরেস্ট প্রাইমারি স্কুলে ২০৯ জন এবং আর ৭৫৪৫ ফিট উচ্চতায় অবস্থিত সাবানদেন ফরেস্ট প্রাথমিক স্কুলের বুথে ভোটার সংখ্যা ২১৫ জন । দার্জিলিং সদর থেকে সংশ্লিষ্ট তিনটি বুথের দূরত্ব ১০৬ কিলোমিটার। জঙ্গলে ঘেরা বুথগুলিতে গাড়িতে পৌঁছনো সম্ভব নয়। বুধবার বিকালে দার্জিলিং গভর্মেন্ট কলেজের ডিসিআরসি থেকে ভোটকর্মীরা কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের নিয়ে বুথের উদ্দেশে রওনা হন। রাতে শ্রীখোলা গ্রামে পৌঁছন। এদিন তারা পাহাড়ি চড়াই-উৎরাই পার করে নিজেদের ভোট কেন্দ্রে পৌঁছেছেন।

তাৎপর্যপূর্ণভাবে, এই পর্বে যে যে রাজ্যে ভোট হচ্ছে, তাতে কংগ্রেস, বিজেপি দুই শিবিরেরই নির্বাচন ভাগ্য অনেকাংশে নির্ধারিত হতে পারে। কেরলের সবকটি আসনে ভোট এই পর্বে। এই কেরলে ১৯টি আসনেই আগেরবার জিতেছিল কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন জোট। কর্নাটকের অর্ধেক আসনেও ভোট এদিন। এই কর্নাটকে সদ্যই সরকার গড়েছে কংগ্রেস। সে রাজ্যে আগেরবার ২৮টির মধ্যে ২৬ আসন জিতেছিল বিজেপি জোট। সেই আসন ধরে রাখা বিজেপির জন্য চ্যালেঞ্জ। উত্তরপ্রদেশে এবং বিহারে আগের পর্বে অনেক কম ভোট পড়েছিল, যা চিন্তায় ফেলেছে গেরুয়া শিবিরকে। বিজেপির কাছে চ্যালেঞ্জ এই রাজ্যগুলিতে নিজেদের কোর ভোটারদের বুথমুখী করা। মহারাষ্ট্রে শিবসেনা এবং এনসিপি ভাঙার পর এই প্রথম নির্বাচন। সেরাজ্যেও নজর থাকবে।

এই পর্বে একাধিক হেভিওয়েটের ভাগ্য নির্ধারণ। এর মধ্যে রয়েছেন রাহুল গান্ধি, শশী থারুর, রাজীব চন্দ্রশেখর, অরুণ গোভিল, হেমা মালিনীদের। প্রথম পর্বে ভোটের হার কমেছিল প্রায় ১০ শতাংশ। এই পর্বে কত ভোট পড়ছে, সেদিকে নজর থাকবে সব পক্ষের।

মেদিনীপুরে নির্বাচনী প্রচারে 'গদ্দার'কে নিশানা মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: তীব্র গর উপেক্ষা করেই লোকসভা ভোটের জোরদার প্রচার চালাচ্ছেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা। সমানতালে চলছে নিজেদের রাজনৈতিক দলের সপক্ষে গলা ফাটিয়ে বিরোধীদের তুলোধনা করার কাজ।

বৃহস্পতিবার তমলুক লোকসভা কেন্দ্রের নির্বাচনী জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিজেপি বিরোধিতার সুর একেবারে সপ্তমে তুললেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নাম না করে তৃণমূলকে 'চুরি করা' শেখানোর দায় চাপালেন 'গদ্দার'-এর উপর! মহিষাদলে দলীয় প্রার্থী তৃণমূল প্রার্থী দেবাংশু ভট্টাচার্যের সমর্থনে সভা থেকে মমতার স্পষ্ট অভিযোগ, 'বলে বেড়াচ্ছে তৃণমূল নাকি চোর। আরে তৃণমূলকে চুরি তোর থেকে শিখেছে। তৃণমূল চুরি করতে জানে না, তৃণমূল চুরি করেনি। তোর মতো কয়েকজন অপদার্থ লোক কাজ সেরে বিজেপিতে চলে গিয়েছে বাঁচতে। আর দোষ দিয়ে গিয়েছে তৃণমূলকে।'

এদিন মেদিনীপুরের তৃণমূল প্রার্থী জুন মালিয়ার সমর্থনে দাঁতনে জনসভা করেছেন নেত্রী। এর পর তিনি তমলুকে দেবাংশু ভট্টাচার্যর হয়ে মহিষাদলে নির্বাচনী প্রচার করেন। চব্বিশের লোকসভা ভোটে মেদিনীপুরের মাটিতে দাঁড়িয়ে জোড়া জনসভা থেকে আগাগোড়া নাম না করে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে আক্রমণ করলেন তিনি। বারবার তাঁর বক্তব্যে উঠে এল 'গদ্দার' শব্দবন্ধ। অতীত তুলে ধরে শুভেন্দুর কীর্তিকলাপের কথা শোনালেন তৃণমূল সুপ্রিমো।

তৃণমূল প্রার্থী জুন মালিয়ার প্রচারে মেদিনীপুরের দাঁতনে একটি জনসভায় যোগ দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে গিয়েই তিনি বলেন, 'আপনারা কেন আগের প্রার্থীকে না দিয়ে অন্য একজনকে নিয়ে এলেন? এখান থেকে সাংসদকে সরালেন কেন?' মমতার দাবি, বিদায়ী সাংসদকে আবারও টিকিট দিয়ে দেখা উচিত ছিল, তাঁকে মানুষ গ্রহণ করছেন কি না। নাম না করে দিলীপ ঘোষ প্রসঙ্গে মমতা বলেন, 'তাঁর গুণগান আমি করতে

চাই না, কারণ আমি ব্যক্তিগত আক্রমণ করতে চাই না। নাহলে প্রশ্ন তুলতে পারতাম।'

উল্লেখ্য, জুন মালিয়ার বিরুদ্ধে এবার মেদিনীপুরে প্রার্থী হয়েছেন অগ্নিমিত্রা পল। অন্যদিকে, দিলীপ ঘোষকে প্রার্থী করা হয়েছে বর্ধমান-দুর্গাপুর কেন্দ্রে। মমতা এদিন দাবি করেন, বিধায়ক হিসেবে ইতিমধ্যেই অনেক কাজ করে দিয়েছেন জুন মালিয়া। এবার সাংসদ হলে বাকি কাজ করে দেবেন।

মমতার বক্তব্যে উঠে আসে নন্দীগ্রাম আন্দোলন প্রসঙ্গ। তাঁর কথায়, 'নন্দীগ্রাম আন্দোলনের সময় ১০ দিন ছিল না পিতা-পুত্র, বাইরেই বেরয়নি। আমি আমার বইতে তবু ওঁদের কথা লিখেছিলাম। কারণ, তখন দলের লোক ছিল। তাঁদের প্রতি সম্মান জানিয়ে নাম উল্লেখ করেছিলাম। এখন বই লিখলে অন্যভাবে লিখতাম।' এ প্রসঙ্গে এক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথাও শোনালেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বলেন, 'সেবার বাবা শপথ নিতে গিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পদে। বাংলা থেকে ৫,৬ জন সেবার মন্ত্রী হয়েছিলেন। দেখলাম, বাবার শপথে ছেলে নেই। কেন? খোঁজখবর নিয়ে শুনলাম, বাবা কেন মন্ত্রী হচ্ছে, উনি কেন হচ্ছেন না, তাই গোঁসা হয়েছে। বাবার শপথে যায়নি। আর এখন নিজেকে মনে করছে যেন প্রেসিডেন্ট, ক্ষমতা দেখাচ্ছে। এক পকেটে বোমা, আরেক পকেটে ইডি-সিবিআই। ২৬ হাজার চাকরি খেল। এটা কি গর্বের? আমি বলে রাখছি, এই চাকরিপ্রার্থীদের কারও যদি কিছু হয়, তোমার বাড়ির সামনে তারা আসবে বিচার চাইতে।'

অন্যদিকে, পুরুলিয়ার বলরামপুরের জনসভা থেকে পালটা শুভেন্দু অধিকারীও তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুললেন। কয়লা, বালি, চাকরি সব তৃণমূল চুরি করেছে বলেছে অভিযোগ বিরোধী দলনেতার।

২ মাসের মধ্যে ৮০০ প্রার্থীকে চাকরি দেওয়ার নির্দেশ হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন: সদ্য কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে রাজ্যে প্রায় ২৬০০০ চাকরি বাতিল হয়েছে। বড় ধাক্কা খেয়েছে স্কুল সার্ভিস কমিশন তথা রাজ্য সরকার। সুপ্রিম কোর্টে পৌঁছেছে সেই মামলা। এবার নিয়োগ নিয়ে এল সুখবর। আগামী ২ মাসের মধ্যে চাকরি দিতে হবে বলে অন্য একটি মামলায় নির্দেশ দিল হাইকোর্ট। এর ফলে হাসি ফুটতে চলেছে প্রায় ৮০০ চাকরি প্রার্থীর পরিবারে। প্রাথমিক নিয়োগ সংক্রান্ত একটি মামলায় বৃহস্পতিবার এমনই নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা। দুর্নীতি সংক্রান্ত অভিযোগেই আটকে ছিল নিয়োগ। ২০০৯ সাল থেকে ওই প্রার্থীরা নিয়োগের অপেক্ষায় রয়েছেন। অবশেষে তাঁদের জন্য এল স্বস্তির খবর।

প্রাথমিকের নিয়োগে যে উত্তর ২৪ পরগণায় দুর্নীতি হয়েছে সে কথা স্বীকার করে নিয়েছেন উত্তর ২৪ পরগনার প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ। এ কথা শুনে বিচারপতি প্রশ্ন করেন, 'আপনারা কী চান? তদন্ত হোক? নাকি বোর্ড চাকরি দেবে?' সংসদের তরফে বলা হয়, 'আমরা চাকরি দিতে প্রস্তুত'। ২০০৯ সালের প্রাথমিক নিয়োগ নিয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগনাতেও উঠেছিল অভিযোগ। দীর্ঘদিন ধরে চলে আন্দোলন। পরে হাইকোর্টের নির্দেশে প্রায় ১৫০০ প্রার্থীর নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হয়।

চাকরিহারাদের এপ্রিল মাসের বেতন দেবে রাজ্য সরকার

শ্রম আইনে সিদ্ধান্ত শিক্ষা দপ্তরের

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে যে ২৫ হাজার ৭৫৩ জন শিক্ষক এবং অশিক্ষক কর্মী চাকরি হারিয়েছেন, তাঁদের এপ্রিল মাসের বেতন দেওয়া হবে। শিক্ষা দপ্তর সূত্রে খবর, শ্রম আইন অনুসারে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, যত দিন সুপ্রিম কোর্টে এই মামলা চলবে, তত দিন কারও বেতন বন্ধ করা হবে না।

চাকরি বাতিলের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ইতিমধ্যে সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছে রাজ্য। শিক্ষা দপ্তরের পাশাপাশি স্কুল সার্ভিস কমিশন এবং মধ্যশিক্ষা পর্ষদের তরফেও পৃথক ভাবে মামলা করা হয়েছে। ফলে বিষয়টি বর্তমানে শীর্ষ আদালতে বিচারাধীন।

শিক্ষা দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, যে হেতু মামলাটি বিচারাধীন এবং ওই ২৫,৭৫৩ জন প্রত্যেকেই এপ্রিল মাস জুড়ে কাজ করেছেন, তাই তাঁদের বেতন দেওয়া হবে। শ্রম আইন অনুসারে, কেউ কাজ করলে তার উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিতে হয়। সেই আইন অনুসরণ করেই চাকরিহারাদের এপ্রিলের বেতন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য।

উল্লেখ্য, এসএসসিতে নিয়োগ 'দুর্নীতি' মামলায় সোমবার ২০১৬ সালের নিয়োগপ্রক্রিয়া বাতিল ঘোষণা করেছে কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি দেবাংশু বসাক এবং বিচারপতি মহম্মদ শব্বর রশিদির

ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছে, ২৫, ৭৫৩ জনের চাকরি বাতিল করা হচ্ছে। যাঁরা মেয়াদ-উত্তীর্ণ প্যানেল থেকে চাকরি পেয়েছিলেন, যাঁরা সাদা খাতা জমা দিয়ে চাকরি পেয়েছিলেন, তাঁদের সম্পূর্ণ বেতন ফেরত দিতে হবে। বছরে ১২ শতাংশ হারে সুদ-সহ ওই বেতন ফেরত দিতে হবে। পাশাপাশি এই মামলায় সিবিআইকে তদন্ত চালিয়ে যেতে বলেছে আদালত। প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় সংস্থা সন্দেহভাজনদের হেপাজতে নিয়েও জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবে। এমনকী, রাজ্য মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধেও তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

হাইকোর্টের এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে বুধবার সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেছে রাজ্য সরকার। তাদের যুক্তি, পাঁচ হাজার চাকরিপ্রাপকের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। সে ক্ষেত্রে বাকি ২০ হাজার শিক্ষক এবং অশিক্ষক কর্মী কেন ভুক্তভোগী হবেন? কেনই বা তাঁরা শাস্তি পাবেন? কেন সম্পূর্ণ নিয়োগপ্রক্রিয়া বাতিল করে দেওয়া হবে? যোগ্য চাকরিহারাদের পাশে দাঁড়িয়ে মামলা করা হয়েছে শীর্ষ আদালতে।

তিন দলবদলুর লড়াইয়ের সাক্ষী হতে চলেছে রায়গঞ্জ

শুভাশিস বিশ্বাস

২০২১-এর বিধানসভা ভোটে বিজেপির হয়ে রায়গঞ্জে জেতা কৃষ্ণকল্যাণী ২০২৪-এ তৃণমূলের প্রার্থী। সে বছর ফরওয়ার্ড ব্লকের হয়ে চাকুলিয়ায় লড়ে তৃতীয় হন এবারের বাম সমর্থিত কংগ্রেস প্রার্থী আলি ইমরান রামজ। যিনি অনেক বেশি পরিচিত 'ভিক্টর' নামে। আবার তৃণমূল থেকে ২০২০-তে দলে যোগ দেওয়া কার্তিকচন্দ্র পাল প্রার্থী বিজেপির। ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে দলবদলের কিসসার সাক্ষী রায়গঞ্জ। বিহারের সীমাঞ্চল অঞ্চলের কাছাকাছি অবস্থিত এবং বাংলাদেশের সাথে একটি দীর্ঘ সীমানা ভাগ করে নিয়েছে রায়গঞ্জ। রায়গঞ্জের নাম উঠলেই সামনে আসে আইনশৃঙ্খলার বিষয়। বাংলাদেশ সীমান্ত, দারিদ্রতা, বালি-জমির মাফিয়ারাজ, জলাভূমি বুজিয়ে দেওয়া, একের পর এক খুন, রাজনৈতিক সংঘর্ষ এই জেলায় নিত্যদিনের বিষয়। কিডনি বিক্রির দালাল চক্রও অত্যন্ত সক্রিয়। দুর্বল রেল যোগাযোগ, অপর্যাপ্ত স্বাস্থ্য পরিষেবা, বাংলাদেশ সীমান্তে পাচারের মতো সমস্যায় জর্জরিত রায়গঞ্জ।

১৯৯১ সাল পর্যন্ত রায়গঞ্জকে কংগ্রেসের দুর্ভেদ্য দুর্গ বলেই মনে করা হতো। দিন বদলের সঙ্গে বদলেছে রায়গঞ্জের রাজনৈতিক চরিত্র। রায়গঞ্জে বিশেষত গত পাঁচ বছরেরও বেশি সময় ধরে হিন্দু জনগোষ্ঠীর মধ্যে তৈরি হয়েছে এক মোদি ওয়েভ। এই ওয়েভ তৈরির পিছনে অনুঘটকের কাজ করেছে সীমান্ত শক্তিশালীকরণের মতো ঘটনা। এরসঙ্গে নানা সময়ে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনাকে ঘিরে ভোটারদের মধ্যেও শুরু হয়েছে ধর্মীয় মেরুকরণ। সঙ্গে এবার যোগ হয়েছে রামমন্দির ইস্যুও। প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ যা বলছে, তাতে কালিয়াগঞ্জ, হেমতাবাদ এবং করণদিঘির রাজবংশীরা হিন্দু ভোটের একটি বড় অংশ বিজেপির দিকে ঝুঁকে।

এরপর দুয়ের পাতায়

কেন্দ্রের আবাস প্রকল্পের বঞ্চিতদের মাথায় পাকা ছাদ দেবে রাজ্য সরকারই

নিজস্ব প্রতিবেদন: কেন্দ্রের আবাস প্রকল্পের বঞ্চিতদের মাথায় পাকা ছাদের ব্যবস্থা করে দেবে রাজ্য সরকারই। ভোট মিটলেই যাতে কাজ শুরু করে দিতে পারা যায়, তার জন্য প্রস্তুতি সেরে রাখছে নবান্ন। এজন্য তৈরি হচ্ছে বিশেষ পোর্টাল। 'গৃহশ্রী' নামের এই পোর্টাল আনার কথা বা চালুর কথা পূর্বঘোষিত। ফলে নির্বাচনের সময় প্রস্তুতির কাজ চালাতে কোনও বাধা নেই। এখন পোর্টাল থেকে শুরু করে অন্যান্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো তৈরির কাজ সেরে রাখা হচ্ছে। ২০২২ সালের ডিসেম্বর মাসে কেন্দ্র সরকার ১১ লক্ষ বাড়ি তৈরির প্রশাসনিক সম্মতি দেওয়ায় রাজ্যব্যাপী উপভোক্তাদের যাচাই পর্ব চালায় রাজ্যের পঞ্চায়েত দপ্তর। তখনই তৈরি হয় চূড়ান্ত তালিকা। এদের বাড়ি তৈরির জন্য টাকা দেওয়ার আগে ফের একবার উপভোক্তাদের বর্তমান পরিস্থিতি যাচাই করে নেওয়া হবে।

কারণ, শেষবার যাচাইয়ের পর কেটে গিয়েছে প্রায় দেড় বছর। এই সময়কালে অনেকে টাকাপয়সা জোগাড় করে বাড়ি তৈরি করে ফেলেছেন। অনেকে হয়তো অন্যত্র চলে গিয়েছেন। এসব দিক খতিয়ে দেখে তবেই টাকা ছাড়া হবে, যা যথেষ্ট সময়সাপেক্ষ। সেই কারণে ডিসেম্বর মাসে রাজ্য বাড়ি তৈরির প্রথম কিস্তির টাকা ছাড়বে বলে জানিয়েছেন মমতা। একই সঙ্গে 'বাংলার বাড়ি' ও 'আমার বাড়ি' প্রকল্পে নাম থাকা উপভোক্তাদেরও এই তালিকায় জুড়ে দেওয়া হচ্ছে। বাড়ি পাবেন প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থরাও। সব মিলিয়ে সংখ্যাটা ১৯ লক্ষের আশেপাশে হতে চলেছে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে কথা দেন, সেই কথা তিনি রাখেন অক্ষরে অক্ষরে। কেন্দ্রের ক্ষমতায় থাকা বিজেপি বাংলার মাটিতে একুশের ভোটে হেরে এ রাজ্যের মানুষকে ভাতে মারার ফন্দি নিয়েছে। আর তাই ১০০ দিনের কাজের টাকা, আবাস যোজনার টাকা, রাস্তা তৈরির টাকা, জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের টাকা আটকে দিয়েছে। বাংলার এই ঘোর দুর্দিনে ত্রাতা হয়েছেন একজনই। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রেড রোডের ধর্না থেকেই তিনি জানিয়ে দিয়েছিলেন, কেন্দ্র সরকার ১০০ দিনের টাকা আর আবাস যোজনার টাকা না দিলে সেই টাকা রাজ্য সরকারই দিয়ে দেবে। ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকার বাংলার প্রায় ৫০ লক্ষ মানুষকে মোট ৩৭০০ কোটি টাকার মাধ্যমে তাঁদের বকেয়া ১০০ দিনের কাজের মজুরি মিটিয়ে দিয়েছে। এবার পালা আবাসের। আর তাই মানুষের মাথায় পাকা ছাদ গড়ে দিতে এক নতুন পোর্টাল আনছে রাজ্য সরকার। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, 'গৃহশ্রী' নামের সেই পোর্টালের মাধ্যমেই আবাসের টাকা উপভোক্তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে। প্রায় ১৯ লক্ষ মানুষ তাতে উপকৃত হবেন।

তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে কাউন্সিলর সত্যেন রায়

তৃণমূল তোলাবাজের দল, কটাক্ষ অর্জুনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ফের ভাঙন তৃণমূলে। এবার ঘাসফুল ছেড়ে পদ্ম পতাকা ধরলেন ভাটপাড়া পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সত্যেন রায়। বৃহস্পতিবার জগদ্দলের মজদুর ভবনে বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং ও ব্যারাকপুর জেলার সভাপতি মনোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে সদলবলে বিজেপিতে যোগ দিলেন তৃণমূল কাউন্সিলর সত্যেন রায়। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং এদিন দাবি করলেন, ঘাসফুলের দুর্দিনের সৈনিক ছিলেন সত্যেন রায়। কিন্তু ওই দলে সত্যেনের কোনও সম্মান মেলেনি। দলের কর্মীর হাতেই ওকে মার খেতে হল। তাই তৃণমূল ছেড়ে সত্যেন রায় বিজেপিতে যোগ দিলেন।

তাঁর কটাক্ষ, তৃণমূল এখন চোর-গুন্ডা-তোলাবাজের দল হয়ে উঠেছে। ওই দলে এখন আদি কর্মীদের কোনও সম্মান নেই। দল চলছে তৎকালদের নিয়ে। তাঁর দাবি, আগামীদিনে আরও অনেকেই তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেবেন। খুব শীঘ্রই তৃণমূলে ধস নামবে। তবে কিছু লোক আন্ডার গ্রাউন্ডে থেকেই বিজেপিকে সমর্থন করছেন। তৃণমূল প্রার্থীর ভবিষ্যৎ নিয়ে তাঁর মন্তব্য, পার্থ ভৌমিকের ভবিষ্যৎ ব্যারাকপুরের মানুষই ঠিক করবেন। কালো টাকা সাদা করতে উনি রাজ চক্রবর্তীর সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন। 'হ্যালো স্যারে'র রোল নিয়েছেন। প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার রাতে ১০ নম্বর ওয়ার্ডের দলীয় কার্যালয়ে কাউন্সিলর সত্যেন রায় ও তাঁর পুত্র সানু রায়কে মারধোর করার অভিযোগ উঠেছে ভাটপাড়ার উপ-পুরপ্রধান দেবজ্যোতি ঘনিষ্ঠ দেবরাজ ঘোষের বিরুদ্ধে। শুধু তাই নয়, পরদিন বুধবার বিকেলে কাউন্সিলারের ভাই স্বপন রায়কেও মারধোর করার অভিযোগ উঠেছে সেই দেবরাজের বিরুদ্ধেই। বিজেপিতে যোগ দিয়ে পুরানো দল তৃণমূলকে নিশানা করলেন সত্যেন রায়। তাঁর অভিযোগ, তৃণমূল এখন গুন্ডা মস্তানদের দল। পুলিশ ছাড়া দলে আর কেউ নেই। তিনি আক্ষেপের সুরে বলেন, 'দলের কাউন্সিলর মার খাচ্ছেন। কাউন্সিলরের ছেলে ও ভাইকেও মারা হচ্ছে। অথচ দলের কেউ পাশে দাঁড়াল না।' সত্যেনের কথায়, আপদে বিপদে অর্জুন দা সবসময় পাশে দাঁড়ান। তাছাড়া অর্জুন দার সঙ্গে মানুষ আছেন। ব্যারাকপুরের মানুষ অর্জুন দাকে দু'হাত ভরে আশীর্বাদ করবেন। তাই এবার পার্থ ভৌমিক হেরে ঘরে ঢুকে যাবেন। সত্যেনের অভিযোগ, দলের পাতি কর্মী দেবরাজ ঘোষ তাঁদের মারধোর করেছে। ভাটপাড়ার উপ-পুরপ্রধান দেবজ্যোতি ঘোষের মদতে দেবরাজের এত বাড়বাড়ন্ত। এই ঘটনা নিয়ে ভাটপাড়ার উপ-পুরপ্রধান দেবজ্যোতি ঘোষের দাবি, ওনার সঙ্গে যার মতবিরোধ। সেই ছেলেটি সক্রিয় তৃণমূল কর্মী। ভোটের আগে ভাঙন নিয়ে তাঁর প্রতিক্রিয়া, এতে দলের কোনও ক্ষতি হবে না। ভাবমূর্তির কথা ভেবেই বিবেচনা করে ওনাকে নির্বাচন প্রক্রিয়া থেকে দূরে রাখা হয়েছিল।

দ্বিতীয় দফার জন্য ঢেলে সাজানো হয়েছে ওয়েব কাস্টিং

নিজস্ব প্রতিবেদন: দ্বিতীয় দফার জন্য নতুন করে ঢেলে সাজানো হয়েছে ওয়েব কাস্টিং। একেবারে নতুন সেট লাগানো হয়েছে দার্জিলিং, বালুরঘাট এবং রায়গঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রে। ক্যামেরা থেকে শুরু করে সবকিছুই একেবারে আনকোরা নতুন সেট ব্যবহার করা হচ্ছে দ্বিতীয় দফার নির্বাচনের জন্য। গতকাল রাত থেকেই এই নতুন সেটের টেস্টিং শুরু হয়ে গিয়েছে। একইসঙ্গে, প্রথম দফা নির্বাচনে এআই-এর ব্যবহার করতে গিয়ে যে যে সমস্যাগুলির সম্মুখীন হয়েছিল কমিশন সেগুলির কথা মাথায় রেখে এআই টেকনোলজির জন্য নতুন প্যারামিটার সেট করা হয়েছে। দেখে নেওয়া হচ্ছে এই নতুন প্যারামিটার অনুযায়ী, এআই টেকনোলজির সাহায্যে ওয়েবকাস্টিং কতটা সফলভাবে করা যাবে।

কমিশন সূত্রে খবর, মূলত তিনটি বিষয়ে পরিবর্তন আনা হচ্ছে। এক, স্ম্যুজ মোডের সময় বাড়ানো হচ্ছে। দুই, একটি বুথের মধ্যে সর্বোচ্চ শব্দের পরিমাপ সত্তর ডেসিবেলের থেকে বেশি সেট করা হচ্ছে এবং তিন, একটি বুথে সর্বাধিক কত জন মানুষ থাকতে পারবেন সেই সংখ্যা দশ থেকে বাড়িয়ে ১৫ বা ২০ করা হচ্ছে। অর্থাৎ, সার্বিকভাবে দ্বিতীয়দফা নির্বাচনে প্রত্যেকটি বুথে ওয়েব কাস্টিং যাতে সফলভাবে করা যায় তার জন্য সবরকম প্রস্তুতি সেরে ফেলছে কমিশন। একইসঙ্গে সূত্রের খবর, প্রথম দফা নির্বাচনে ব্যবহৃত সেট আপ আবার ব্যবহার করা হবে তৃতীয় দফা নির্বাচনে নতুন প্যারামিটারের সঙ্গে।

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের 'শুভ অক্ষয় তৃতীয়া' উদযাপন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ৩০ এপ্রিল থেকে ১১ মে ২০২৪ পর্যন্ত শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স উদযাপন করছে শুভ অক্ষয় তৃতীয়া উৎসব।

অক্ষয় তৃতীয়া দিনটিকে হিন্দু ধর্মে অত্যন্ত শুভ দিন হিসেবে মনে করা হয়। 'অক্ষয়-তৃতীয়া', যার অর্থ হলো 'অফুরন্ত সম্পদের তৃতীয় দিন'। এটি একটি অত্যন্ত শুভ উপলক্ষ কারণ এই দিনে অনেকগুলি ঐশ্বরিক ঘটনা ঘটেছিল। প্রতিবছরের মতো এবারও শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া উদ্‌যাপন করছে। যেখানে গ্রাহকরা এই প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে বিশেষ অফার যেমন পাবেন তেমনই সোনা ও হীরের নতুনত্ব ও অভিনব বিশাল সম্ভার থেকে নিজেদের পছন্দসই গয়না কিনতে পারবেন। অফারটি ৩০ এপ্রিল থেকে ১১ মে পর্যন্ত শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স - এর ত্রিপুরার আগরতলা ও উদয়পুর শোরুম এবং কলকাতার (গড়িয়াহাট, বেহালা ও বারাসাত) সবকটি শোরুমে চলবে। এছাড়া শনি ও রবিবার সব শোরুমই পুরো দিন খোলা থাকবে।

ইউপিএসসি-তে সাফল্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: এপিটিআই প্লাস ইনস্টিটিউট, কলকাতার একটি শীর্ষস্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যা সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার প্রস্তুতিতে বিশেষজ্ঞ, সাম্প্রতিক ইউপিএসসি (ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন) সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা ২০২৩-এ তাদের পড়ুয়াদের অসাধারণ সাফল্যে গর্বিত। ১৭ বছরেরও বেশি সময় ধরে, এপিটিআই প্লাস ইনস্টিটিউট সিভিল সার্ভিসের প্রতিযোগিতামূলক ক্ষেত্রে সাফল্যের সঙ্গে কাজ করছে। এ বছর এই প্রতিষ্ঠানের অসংখ্য ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায় সাফল্য পেয়েছে।

আইপিএল খেলার দিনগুলিতে চলবে পূর্ব রেলের বিশেষ ট্রেন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভাবছেন আইপিএল ম্যাচ দেখে এতো রাতে বাড়ি ফিরবেন কীভাবে? কারণ খেলা শেষ হতে তো অনেক রাত হয়ে যাবে। ক্রিকেটপ্রেমীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করল পূর্ব রেল। ২৬ শে এপ্রিল, ২৯ শে এপ্রিল এবং ১১ ই মে খেলা শেষ হবার পর বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ওই দুই দিন রাত ১১৫০ মিনিটে একটি ১২ কোচের ইএমইউ ট্রেন প্রিন্সেপঘাট থেকে ছেড়ে বারাসাত পৌঁছবে রাত ১ টায়। এই ট্রেনটি প্রিন্সেপঘাট থেকে ছেড়ে ইডেন গার্ডেন্স, বিবাদি বাগ, বাগবাজার, কলকাতা, দমদম জংশন, দমদম ক্যান্টনমেন্ট, বিরাটি, মধ্যমগ্রাম হয়ে বারাসাত পৌঁছবে। ঐদিনই অপর একটি ১২ কোচের ইএমইউ ট্রেন মধ্যরাতে ১২০২ মিনিটে বিবাদি বাগ থেকে ছেড়ে বারুইপুর পৌছবে রাত ০১৩২ মিনিটে। ট্রেনটি বিবাদি বাগ থেকে ছেড়ে ইডেন গার্ডেন্স, প্রিন্সেপঘাট, মাঝেরহাট, নিউ আলিপুর, বালিগঞ্জ, সোনারপুর হয়ে বারুইপুর পৌঁছবে।

তিন দলবদলুর লড়াইয়ের সাক্ষী হতে চলেছে রায়গঞ্জ

প্রথম পাতার পর

সঙ্গে একই পথের পথিক তপসিলি জাতি উপজাতি এবং ওবিসি ভোটারদের একটা বড় অংশ। তবে খুব গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে পদ্মের সঙ্গে এবার কোথাও একটা জানান দিচ্ছে তার কাঁটাও। এখানকার সদ্য বিদায়ী সাংসদ দেবশ্রী চৌধুরী মোদি মন্ত্রিসভার রাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন। এরপরও কেন দেবশ্রী চৌধুরীকে সরিয়ে দেওয়া হল তা নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন। কারণ বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে খবর পৌঁছেছিল, নিজের কেন্দ্রেই দেবশ্রী চৌধুরীর জনপ্রিয়তা তলানিতে। রায়গঞ্জের মানুষের জন্য তিনি কী করেছেন সে প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে বসলে হাতে পেন্সিল ছাড়া আর কিছুই থাকছে না। এদিকে বালুরঘাটে প্রার্থী হিসেবে কোনও ভূমিপুত্রকে করার দাবিও ওঠে রায়গঞ্জের পদ্মশিবির থেকে। দেবশ্রী আসলে বালুরঘাটের হলেও থাকেন কলকাতায়। ফলে এই ড্যামেজ কন্ট্রোল করতে নতুন প্রার্থী ছাড়া গতি ছিল না বিজেপির কাছে। এদিকে স্যাফ্রন ব্রিগেড সূত্রেও খবর, দেবশ্রী নাকি নিজেই ওই আসন থেকে লড়তে চাননি। এরপরই টিকিট দেওয়া হয় কার্তিক পালকে যিনি আগে ছিলেন কংগ্রেসে। এরপর জার্সি বদলে তৃণমূলে গিয়ে কালিয়াগঞ্জের চেয়ারম্যানও হন। এরপর বিজেপিতে এসেই একেবারে লোকসভা নির্বাচনে টিকিটের দাবিদার হয়ে উঠতে দেখা গেল তাঁকে। ফলে গেরুয়া শিবিরে তিনি যে খুব পছন্দের মানুষ, তেমনটা কেউ জোর গলায় বলতে পারবেন না।

উল্টোদিকে তৃণমূলের কৃষ্ণ কল্যাণী। বিজেপি থেকে তৃণমূলে এসেছেন। ব্যবসায়ী মানুষ। সাধারণ মানুষের মধ্যে তাঁর জনপ্রিয়তা নজরকাড়া। তবে উন্নাসিক হিসেবে কিছুটা হলেও তাঁর বদনাম রয়েছে সংকগঠনে। দলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক ছাড়া অন্য কাউকে গুরুত্ব দিতেও চান না বলেও অভিযোগ। তবে নির্বাচনের স্বার্থে অনেককেই অনেক কিছু করতে হয়। ঠিক তেমনই এখন কৃষ্ণ কল্যাণীও ভোল বদলে একেবারে মাটির মানুষ। ফলে কৃষ্ণ কল্যাণীকে প্রার্থী করায় তৃণমূলের যে অংশে ক্ষুব্ধ হয়েছিল, তাঁরাও এখন নির্বাচনী প্রচারে কৃষ্ণর সঙ্গে কোমর বেঁধে নেমেছেন রাজনৈতিক ময়দানে। এদিকে আবার তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় খুব স্পষ্ট ভাষায় বার্তা দিয়েছেন, কৃষ্ণ কল্যাণীকে জেতাতে না পারলে কেউ বিধানসভায় টিকিট পাবেন না। ফলে রায়গঞ্জ কেন্দ্রে তৃণমূলের সংগঠন এখন অদৃশ্য এক সুতোয় বাঁধা। তবে একটি কাঁটাতেই বিদ্ধ হতে পারে তৃণমূল, তা হল কংগ্রেস প্রার্থী আলি ইমরান রামজ।

এলাকায় তিনি ভিক্টর নামে পরিচিত। ফরওয়ার্ড ব্লক থেকে কংগ্রেসে এসে প্রার্থী হয়েছেন। আর পুরো সময়টা পড়ে আছেন ইসলামপুরে। এদিকে এই মহকুমা সংখ্যালঘু প্রভাবিত। তিনি চাইছেন, সংখ্যালঘু ভোট যতটা সম্ভব নিজের দিকে টানতে। তাতে কিছুটা হলেও অবশ্য লোকসান তৃণমূলের। কারণ, মেরুকরণের প্রভাবে, প্রতিশ্রুতি বা গ্যারান্টি পূরণ না হলেও একটা বিরাট অংশের ভোট যাবে বিজেপিতে। বাকি ভোটব্যাংক ভাগ হোক তা তৃণমূল চাইবে না। আর সেই কারণেই দিনরাত এক করে ফেলছেন কৃষ্ণ কল্যাণী-কানাইয়ালাল আগরওয়ালরা। তাঁদের আশা, রায়গঞ্জ এবার তাঁরা বের করে নিতে পারবেন। তবে এই আবহে বিজেপি নেতৃত্বের একাংশের আশা, রায়গঞ্জে তৃণমূল এবং কংগ্রেস-বাম জোটের প্রার্থীর মধ্যে সংখ্যালঘু ভোট ভাগ হলে ভিক্ট্রি স্ট্যান্ডে উঠবেন তাঁরাই।

তবে গত লোকসভার নিরিখে এই আসনের চারটি বিধানসভা আসনে এগিয়ে ছিল বিজেপি। এরপর বিধানসভায় জয় পায় দু'টিতে। সেই দুই আসনের বিধায়ক রায়গঞ্জের কৃষ্ণ এবং কালিয়াগঞ্জের সৌমেন রায়ও পরে তৃণমূলে যোগ দেন। তবে ভোটের আগে আগেই সৌমেনের ঘর-ওয়াপসি হয়েছে। সঙ্গে বিজেপি দলে ফিরিয়েছে প্রাক্তন জেলা সভাপতি বিশ্বজিৎ লাহিড়িকেও। একটা সময়ে রায়গঞ্জে বিজেপির 'রাজবংশী নেতা' হিসাবে পরিচিত রূপক রায় এবং দ্বারিকনাথ বর্মণ এবার নির্দল প্রার্থী। এদিকে বিধানসভা ভোটে এই লোকসভা আসনের অন্তর্গত বিধানসভাগুলিতে অনেকটাই এগিয়ে তৃণমূল। তবে রায়গঞ্জের সাম্প্রতিক অতীতের নির্বাচনী ইতিহাস বলছে, লোকসভার সঙ্গে বিধানসভার আসনপ্রাপ্তি মেলে না। ২০২১-এ বিজেপিকেই পরাভূত করে ক্ষমতায় ফেরত এসেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এখন রায়গঞ্জ তার রাজনৈতিক ট্র্যাডিশন বজায় রাখলে জয়ের দাঁড়িপাল্লা ভারী কিন্তু বিজেপির দিকেই!

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ২৩/০৪/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চন্দননগর, কোর্টে ২১৫৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Rabi Shankar Dey (old name) S/o. Krishna Chandra Dey R/o. Duplexpatty 1st Bye Lane, Shitala Mandir Golap Bagan, Halderpara, Chandannagar, Hooghly-712136 W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Rabisankar Dey (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Rabi Shankar Dey, Rabi Sankar Dey & Rabisankar Dey S/o. Krishna Chandra Dey উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৯/০৪/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৩৮ নং এফিডেভিট বলে আমি Sk Rejwan Ali ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Sk Year Ali ও Sk I Ali সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২৫/০৪/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ২৮৬৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Aman Ali Khansama ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Basir Khansama (old name) R/o. Moynapota, Kolachara, Dhaniakhali, Hooghly-712405 W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Basir Ali Khansama (new name) নামে পরিচিত হইয়াছেন। Basir Khansama & Basir Ali Khansama উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২২/০৪/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৫৪৩০ নং এফিডেভিট বলে আমি Suresh Patel ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Nagji Gopal Patel ও N. B. Patel সাং বালিগড়ী, তারকেশ্বর, হুগলী সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২৫/০৪/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৫৯ নং এফিডেভিট বলে Rajib Pramanick S/o. Hemanta Kumar Pramanick ও Rajib Pramanik S/o. H. Kr. Pramanik সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২২/০৪/২৪ নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী কোর্টে ৬৭ নং এফিডেভিট বলে Sk Minhajus Siraj S/o. Sk Bajlur Rahaman ও Seikh Minhajus Siraj S/o. Rahaman Bajiur সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

বিজ্ঞপ্তি

জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর, হলদিয়া সিভিল জজ (জুনিঃ ডিভিঃ) আদালত
৩৩ নং বিমোৎ (অগ্রক্রয়)/২০০৬ সাল

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, শ্রীমতী সন্ধ্যারানী মিদ্যা, স্বামী- শ্রী মনোরঞ্জন মিদ্যা, সাং- চাঁপী, পোঃ- দোরোজয়নগর, থানা- দূর্গাচক, জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর, দরখাস্তকারী হইয়া ১) শ্রী সুশীল চন্দ্র মিদ্যা, পিতা- অতুল চন্দ্র মিদ্যা, সাং- চাঁপী, পোঃ- দোরোজয়নগর, থানা- দূর্গাচক, জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর, ২) শ্রী মৃত্যুঞ্জয় দাস, পিতা- শ্রী সুকুমার দাস, সাং মাধবপুর, পোঃ- দোরোজয়নগর, থানা- দূর্গাচক, জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর এর বিরুদ্ধে পঃবঃ ভূমি সংস্কার আইনের ৮/৯ ধারার বিধান মতে অনুযায়ী অগ্রক্রয় পাওন এর দাবী করিয়া উক্ত নং মোকর্দ্দমা উত্থাপন করিয়াছে। ইহাতে আপনাদের কোনও আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উক্ত আদালতের উক্ত নং মোকর্দ্দমায় উপস্থিত হইয়া আপনারা তাহা দাখিল করিয়া Contest করিবেন। অন্যথায় একতরফা মতে শুনানী হইবে।
অদ্য সন ইং ২০২৪ সালে ১৬/০৪ তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত মতে দেওয়া গেল।

মৌসুমী ভট্টাচার্য্য
সেরেস্তাদার
হলদিয়া সিভিল জজ (জুনিঃ ডিঃভিঃ) আদালত, জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর

নাম-পদবী

আমি Suvash Chandra Biswas, পিতা- সুরেন্দ্র নাথ বিশ্বাস, সাং- বাণীনগর, পোঃ- প্রীতিনগর, থানা- রানাঘাট, জেলা- নদীয়া, আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সে নং WB-0119890250445 নাম Subhash Chandra Biswas হইয়াছে। ৪.৪.২০২৪ তারিখের কৃষ্ণনগর ১ম শ্রেণী জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের এফিডেভিটবলে Suvash Chandra Biswas ও Subhash Chandra Biswas একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

REQUIRED

Full-time Company Secretary required for a Kolkata-based company (PRABHUKRIPA DEALCOM Pvt. Ltd.)

Interested candidates may mail their resumes on ecstacy.onerise@gmail.com

NOTIFICATION

One succession case being number- 09/2023 is now jub-judiced before Ld. 1st Civil Judge (Jr. Div) at Uluberia, Howrah in respect of the schedule below movable assets are mentioned below:
The savings account being no.57200100004992 in the Bank of Baroda, Branch - Baniban, situated at- Uttarpirpur, P.O.- Baniban, P.S- Uluberia, Dist- Howrah, Pin-711316 and in that said account the unliquidated ammount of RS. 81,000/- (Eighty One Thousand only)
LIC POLICY NO. 477955854, SUM Assurence of Rs. 2,00,000/- (Two Lakhs) with normal death claim benefit and along with up to date interest.
Rural Postal Life Insurance policy no. is R-WB-EA-634438 and its sum assured of 25,000/- (Twenty five Thousand only) with normal death claim benefit and along with up to date interest.
Litigation details are given below:
Purnima Paul, W/o- Ramesh Paul, D/O-Lt. Swapan Paul, permanently residing at- Vill-Bahirtafa, P.O.- Jadurberia, P.S- Uluberia, Dist- Howrah, Pin 711316 **....petitioner**
-VS-
a) Kartik Koley, S/o- Lt. Sannashi Koley Of Vill- Kajirchora Muslim para, P.O- Dashbagha, P.S- Bauria, Dist- Howrah.
b) Shamali Bhuniya, W/o- Arun Bhuniya, Vill- Bahirtafa, P.O.- Jadurberia, P.S- Uluberia, Dist- Howrah **....Near Relatives.**
If any one have any kind of objection or issue or any agitation stands in respect of the mentioned above movable assets and its discharge or liquidation in favour of the petitioner then he may raise his objection in respect of the same before the concerned competent court of law.

অনুপ ভৌমিক
সেরেস্তাদার
সিভিল জজ জুনিয়র ডিভিশন
১ম কোর্ট, উলুবেড়িয়া

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জন সাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল শ্রীমতী ভারতী ঘোষ, পিতা- গোপাল চন্দ্র ঘোষ, সাং ও পোঃ- উত্তর চন্দননগর, থানা- চন্দননগর, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২১৩৬ অন্তর্গত উত্তর চন্দননগর মৌজায় অবস্থিত জে. এল. নং- ২১, হাল এল. আর. ৫৬৯২ নম্বর খতিয়ান ভুক্ত আর. এস. ২৯২৮ নং দাগের হাল এল. আর. ৪৮৭৯ নং দাগে বাস্তু, পরিমান ০১ কাঠা ০৪ ছটাক সম্পত্তি আমার মক্কেলের হাল.এল.আর. সেটেলমেন্ট রেকর্ডভুক্ত স্বত্বদখলীয় সম্পত্তি হইতেছে। তিনি এই সম্পত্তিটি বিক্রয় করিবার উদ্দ্যোগী হইয়াছেন। উক্ত সম্পত্তি লইয়া কাহারো কোনরূপ দাবী দাওয়া থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তী প্রকাশের ৭ দিনের মধ্যে আমার মক্কেলের সহিত উপরোক্ত ঠিকানায় প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সহ যোগাযোগ করুন। নচেৎ আমার মক্কেল কাহারও কোনরূপ দাবী দাওয়া নাই এই রূপ উপলদ্ধি করিয়া উক্ত সম্পত্তি রেজিষ্ট্রীকৃত দলিল মারফৎ বিক্রয় করিয়া দিবেন। পরবর্তীকালে কোন রূপ ওজর আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না।

তাপস কুমার মন্ডল
এ্যাডভোকেট
জেলা জজ আদালত,
চুঁচুড়া হুগলী, ২৫/০৪/২০২৪

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
আড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৬ শে এপ্রিল, ১৩ ই বৈশাখ। শুক্রবার। দ্বীতীয়া তিথি, জন্মে বৃশ্চিক রাশি, অষ্টোত্তরী শনি দশা, বিংশোত্তরী শনি র মহাদশা। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : সতর্কতা পরিবারের কোন সদস্য দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি হলেও সতর্ক দৃষ্টি রাখা উচিত। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে সুখবর বৃদ্ধি। কর্মে নতুন আসার পথ দেখা যাচ্ছে। মন্ত্রঃ গণেশ মন্ত্র।

বৃষ রাশি : আনন্দাদি। কর্মে যোগাযোগের দ্বারা নতুন পথে পরিচালিত হওয়া যাবে। বিশেষত যারা NGO তে কাজ করেন তাদের সতর্ক থাকতে হবে। বেতনভুক কর্মের দ্বারা খ্যাতি। লেখক-সাংবাদিকদের সুখবর প্রাপ্তি। বিদ্যার্থীদের জন্যে সুখবর মন্ত্র। ওঁম নমঃ শিবায়।

মিথুন রাশি : অতীব শুভদিন। স্বজন-দ্বারা পরিচালিত, কোনও নিমন্ত্রণে আনন্দাহি। নিজ নামে নয়-এমন কোন সম্পত্তি থেকে অর্থ প্রাপ্তি। কোনও প্রতিবেশীর দ্বারা সমস্যা মুক্তি সম্ভব।

কর্কট রাশি : আজ চিন্তা করতে হবে। আজ সচেতন থাকতে হবে। কর্ম প্রার্থীদের জন্যে অতবী শুভদিন। পরিবারে শান্তির বাতাবরন। বৈবাহীক জীবনে, দাম্পত্য জীবনে সুখ প্রাপ্তি, বিদ্যাযোগে-ধৈয্য রাখতে হবে। মন্ত্রঃ গণেশ মন্ত্র।

সিংহ রাশি : ভ্রমণে বিষযোগ। পরিবারে কোনও নিমন্ত্রিত সদস্যর দ্বারা, বিভ্রান্তি মূলক আচরনে দুঃখপ্রাপ্তি। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে সুখবর। গবেষকদের লক্ষ্য পূরণে সময় প্রয়োজন। মন্ত্রঃ বিষ্ণুদেব মন্ত্র।

কন্যা রাশি : একরাশ কালো মেঘ থাকলেও আনন্দ প্রাপ্তি।বাণিজ্য বৃদ্ধি। জমি-বাড়ি সংক্রান্ত কাজের মধ্যে যারা রয়েছেন, তাদের লাভ প্রাপ্তি। খাদ্য দ্রব্যের কেমিক্যাল দ্রব্যের ব্যাবসায়িদের লাভ প্রাপ্তি। দাম্পত্য শুভ। বৈবাহীক বিষয়ে কথা পাকা হবে। মন্ত্র দূর্গা দেবী।

তুলা রাশি : দাম্পত্য জীবনে স্ত্রীর কর্তব্য হবে স্বামীর সঙ্গে বসে সমস্যা সমাধান করা। প্রবীন নাগরিকদের শারীরিক পীড়া, ধৈয্যচ্যুতি-তে ক্ষতি। ভ্রমনে শান্তি নেই। পারিবারিক কোন কনিষ্ঠ সদস্যর বুদ্ধির দ্বারা সমস্যার সমাধান সম্ভব। মন্ত্রঃ তারা দেবীনীল সরস্বতী।

বৃশ্চিক রাশি : প্রবীন নাগরিকের জন্য সম্মান প্রাপ্তি।ব্যাংক ইন্স্যুরেন্স, সম্বদ্ধিত কর্মে নজর দেওয়া উচিত। বিশ্বাস রাখা ভালো, কিন্তু বিশ্বাসের পাত্রকে একবার পরীক্ষা করা প্রয়োজন। বিজ্ঞান বিষয়ে কর্মে যারা ব্রতী, তাদের উন্নতি নিশ্চিত। মন্ত্রঃ দেব নারায়ণ।

ধনু রাশি : প্রেম শুভ। বৈবাহিক জীবনের বাঁধা কি করে কাটবে ? গোড়ায় গলৎ। মাঙ্গলিক যোগ কি খন্ডন হয়েছিল ? এক প্রতিবেশীর আচরনে দুঃখ প্রাপ্তি। আইনি বিষয়ে সতর্কতা। জমি-বাড়ি-বাস্তু বিষয়ে সতর্কতা। বিদ্যার্থীদের সচেতনা প্রয়োজন। গৃহ-বিবাদের কারেন মনদুঃখ মন্ত্রঃ দেব গণেশ।

মকর রাশি : কোন পুরাতন বান্ধবের অসহযোগিতা আজ দুঃশ্চিন্তার কারন হবে।নৈরাশ্য-হতাশা থাকবে। যন্ত্রাংশ বা লৌহ আকরিক ব্যাবাসয়ীদের জন্যে কিছু সুখবর। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে শুভ। মন্ত্রঃ কালীমন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : গৌর বর্নের কোন বন্ধু বা বান্ধবী দ্বারা নতুন পথে চলতে হবে।সকলকে আপন করতে গিয়ে বিরূপ সমালোচনা হবে। মন্দিরে কেন যাচ্ছেন না? দেববদেবী কৃপালাভে সমস্যা মুক্তির পথ দেখা দেবে। বৈবাহীক জীবনে ভুল বোঝাবুঝি। বিতর্ক বিবাদ। মন্ত্র কালীমন্ত্র।

মীন রাশি : নার্ভের পীড়া। প্রবীন নাগরিকদের পেনশন সংক্রান্ত বিষয়ে দুঃশ্চিন্তা বৃদ্ধি হলেও সমস্যার পথ। বন্ধু বান্ধবের পরামর্শ নেওয়া র আগে একবার অন্তরাত্মাকে একাধিক বার জিজ্ঞেস করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। দেশের বাইরে আছে এমন এক সন্তানের জন্যে দুঃশ্চিন্তা থাকবে। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

একদিন
আমার শহর
কলকাতা ২৬ এপ্রিল ২০২৪ ১৩ বৈশাখ ১৪৩০ শুক্রবার

এসএসসির বিরুদ্ধে ওঠা যাবতীয় অভিযোগের জবাব দিলেন চেয়ারম্যান

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতি মামলার রায়ে কলকাতা হাইকোর্ট ২০১৬ সালের প্যানেল বাতিল করেছে। এই রায়ের জেরে চাকরি হারিয়েছেন ২৫ হাজার ৭৫৩ জন চাকরিপ্রার্থী। পাল্টা সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেছে এসএসসি। এবার এ নিয়ে এসএসসি-র বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের জবাব দিলেন স্কুল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদার। বৃহস্পতিবার এসএসসি-র বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগ নিয়ে তিনি জবাব দেন। কলকাতা আচার্য সদনে সাংবাদিকদের সম্মুখীন হয়ে সিদ্ধার্থ মজুমদার দাবি করেন, এসএসসি আদালতকে যাবতীয় তথ্য সময়ে সময়ে জমা করেছে। ২০২৩ সালের ১৮ ডিসেম্বর নবম ও দশম মিলিয়ে ৭৭৫ জনের অনুমোদন প্রত্যাহার করার কথা হলফনামা দিয়ে আদালতকে জানিয়ে দেওয়া হয়। সিদ্ধার্থ মজুমদার বলেন, 'ফোন আসছে আমার কাছে এসএসসির তরফে নাকি অযোগ্যদের কোনও তথ্য কোর্টে দেওয়া হয়নি। কিন্তু এটা ভুল। ২০২৩ সালের ১৮ ডিসেম্বর হলফনামা দিয়ে বলি নবম ও দশম মিলিয়ে ৭৭৫ জনের অনুমোদন আমরা প্রত্যাহার করি রুল ১৭ প্রয়োগ করে। বাকি ৩৩ জনের ক্ষেত্রে প্রত্যাহার করা হয়নি।'

তিনি জানান, '১০ মার্চ সুপারিশ বাতিল করা হয় আদালতের তরফে। ২০২৪-এর ৫ জানুয়ারি একটি হলফনামা দেওয়া হয়, যেখানে নবম-দশমে ১৮৩ জনের র‍্যাঙ্ক জাম্প হয়েছে বলে জানাই। একাদশ ও দ্বাদশে ৩৯ জনের র‍্যাঙ্ক জাম্প হয়েছে জানাই। ২০২০-তে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে জানাই যে, ১৬ সালের প্যানেলের মেয়াদ শেষ হয়েছে। আদালতের নির্দেশে নবম ও দশম মিলিয়ে ১৩০ জনকে দেখে ইন্টারভিউ করিয়ে চাকরি দিয়েছি। সব মিলিয়ে ৫৩০০ অযোগ্যদের তথ্য ও তালিকা আদালতে দেওয়া হয়েছে।'

আদালত ২৫ হাজার ৭৫৩ জনের চাকরি বাতিল করায় প্রশ্ন উঠছে তাহলে যোগ্য কারা? এই প্রসঙ্গে সিদ্ধার্থ বাবু বলেন, 'যেহেতু ৫৩০০ জন অযোগ্যকে আমরা চিহ্নিত করে আদালতে জানিয়ে দিয়েছিলাম, তা হলে আমরা ধরে নিতে পারি বাকি ১৯০০০ জন যোগ্য।' হাইকোর্টের চাকরি বাতিলের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে বুধবারই সুপ্রিম কোর্টে এসএলপি দাখিল করেছে এসএসসি। উচ্চ আদালতের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে শীর্ষ আদালতে গিয়েছে রাজ্য সরকার। মামলা করেছে রাজ্যের শিক্ষা দপ্তর এবং মধ্যশিক্ষা পর্ষদও।

২ মে মাধ্যমিক, ৮ মে উচ্চ মাধ্যমিকের ফল প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: অবশেষে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের ফলপ্রকাশের দিনক্ষণ জানাল পর্ষদ। রাজ্য শিক্ষা দপ্তর সূত্রে জানানো হয়েছে, আগামী ২ মে মাধ্যমিকের ফলপ্রকাশ হবে। একইভাবে ৮ মে প্রকাশিত হবে উচ্চমাধ্যমিকের ফলাফল। প্রসঙ্গত, ১৯ এপ্রিল থেকে লোকসভা নির্বাচন শুরু হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে সাত দফায় ভোট চলবে ১ জুন অবধি। ফলে ভোটের আবহে মাধ্যমিকের ফলপ্রকাশ হবে কিনা সে নিয়ে সংশয় ছিল।

তবে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায় আগেই জানিয়েছিলেন, লোকসভা নির্বাচনের জন্য মাধ্যমিকের ফলাফল প্রকাশ করার ক্ষেত্রে কোনও সমস্যা হবে না। তাই মে মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই মাধ্যমিকের রেজাল্ট বেরোতে পারে।

এবার মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হয়েছিল ২ ফেব্রুয়ারি থেকে। শেষ হয় ১২ ফেব্রুয়ারি। আগে পরীক্ষা শুরু হত সকাল ১১টা ৪৫ মিনিটে। শেষ হত দুপুর ৩টে নাগাদ। কিন্তু এবার সেই সময় এগিয়ে এসেছিল। এবার পরীক্ষা শুরু হয় ৯টা ৪৫ মিনিটে। শেষ হয় দুপুর ১টায়।

পরীক্ষা শেষের ৬৯ দিনের মাথায় বের হচ্ছে ফল। এদিকে ভোট চলছে গোটা রাজ্যেই। বুথ পড়েছে স্কুলগুলিতে। সে ক্ষেত্রে রেজাল্ট কীভাবে পরীক্ষার্থীরা হাতে পাবেন তা নিয়ে একটা ধোঁয়াশা ছিল। আগে শোনা গিয়েছিল, ফল প্রকাশ হয়ে গেলেও রেজাল্ট পেতে পেতে আরও ১৫ দিন সময় লেগে যেতে পারে। যদিও এখন জানা গিয়েছে, ফলপ্রকাশের দিনই মিলবে মার্কশিট। সংসদের ওয়েবসাইটেও দেখা যাবে রেজাল্ট।

এ বছর পরীক্ষার খাতা দেখা, নম্বর আপলোড প্রভৃতি বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন এসেছে। মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক উভয় ক্ষেত্রেই যন্ত্রের ভূমিকা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। মাধ্যমিকে অবশ্য গত বছর থেকেই কম্পিউটার ভিত্তিক পদ্ধতি চালু করা হয়েছিল। পর্ষদ এবং সংসদের তরফে বলা হচ্ছে, পরীক্ষার খাতা দেখার ক্ষেত্রে যাতে স্বচ্ছতা থাকে ও ভুলত্রুটি কম হয়, তাই ছাত্র-ছাত্রীদের স্বার্থে কম্পিউটারভিত্তিক পদ্ধতি চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

২০২৫ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হবে ১৪ ফেব্রুয়ারি। শেষ হবে ২৪ ফেব্রুয়ারি। ওই বছর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হবে ৩ মার্চ। চলবে ১৮ মার্চ পর্যন্ত।

গার্ডেনরিচ কাণ্ডে রাজ্যকে ক্ষতিপূরণের অনুমতি কোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: গার্ডেনরিচে বহুতল ভেঙে পড়ে মৃতদের পাঁচ লক্ষ টাকা এবং আহতদের দেড় লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার অনুমতি দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। গার্ডেনরিচে বেআইনি নির্মাণ নিয়ে জনস্বার্থ মামলায় বৃহস্পতিবার এই নির্দেশ দিয়েছে প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম এবং বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ।

প্রসঙ্গত, ১৭ মার্চ মাসেই গার্ডেন রিচে বহুতল ভেঙে পড়ে পাশের ঝুপড়ির ওপর। বেঘোরে প্রাণ হারান অনেকে। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকাকালীনও পরে এক একজনের মৃত্যুর খবর আসতে থাকে। সব মিলিয়ে গার্ডেনরিচে বেআইনি বহুতল ভেঙে পড়ার ঘটনায় মোট ১৩ জনের মৃত্যু হয়। এদিকে দুর্ঘটনার পরই ক্ষতিপূরণের কিন্তু ঘোষণা করেছিল রাজ্য সরকার। কিন্তু লোকসভা নির্বাচন উপলক্ষে নির্বাচন বিধি জারি থাকায় এ নিয়ে জটিলতা তৈরি হয়। যদিও শেষ পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যাপারে সবুজ সংকেতই দিল হাইকোর্ট।

পাশাপাশি এদিন শুনানিতে পুর কর্তৃপক্ষ এবং রাজ্য প্রশাসনের সমালোচনা করে কলকাতা হাইকোর্ট। বেআইনি নির্মাণ বন্ধ করতে রাজনৈতিক সদিচ্ছার ওপর জোর দিতে বলেন প্রধান বিচারপতি। বেআইনি নির্মাণ বন্ধ করতে কী পদক্ষেপ করা হয়েছে সে ব্যাপারে প্রশ্ন তুলেছে ডিভিশন বেঞ্চ। যদিও এ নিয়ে বেশ কিছু পদক্ষেপ করেছে কলকাতা পুরসভা। গ্রেপ্তারও হয়েছে প্রোমোটার।

জয়েন্ট এন্ট্রান্সের পরীক্ষার্থীদের জন্য রবিবার বাড়তি মেট্রো চলবে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রবিবার রাজ্য জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা। পরীক্ষার্থীদের কথা মাথায় রেখে ছুটির দিন হলেও অতিরিক্ত মেট্রো চালাবে কর্তৃপক্ষ। প্রতিবছর অসংখ্য ছাত্রছাত্রী জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা দেন। পরীক্ষাকেন্দ্র গুলোতে পৌঁছতে ট্রেনে, বাসে ভিড় থাকে প্রচুর। সে কথা মাথায় রেখে রবিবার বাড়তি এবং দ্রুত পরিষেবা শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মেট্রো রেল।

ব্লু লাইন অর্থাৎ দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ পর্যন্ত আপ-ডাউন মিলিয়ে মোট ১৪০টি ট্রেন চালানো হবে। বৃহস্পতিবার বিজ্ঞপ্তি জারি করে একথা জানিয়েছে মেট্রো কর্তৃপক্ষ। পরিষেবা শুরু করা হবে সকাল ৯টার বদলে সাড়ে-আটটায়। একই সময়ে দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ দিকের পরিষেবা শুরু হবে। পরিষেবা শুরুর সময়ে পরিবর্তন আনা হলেও শেষ মেট্রোর সময়ে কোনও পরিবর্তন হয়নি। অন্যান্য রবিবারের মতো দমদম থেকে কবি সুভাষের দিকে শেষ মেট্রো ছাড়বে রাত ৯টা ৪০ মিনিটে। কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বরের দিকের শেষ মেট্রো ছাড়বে রাত ৯টা ২৭মিনিটে। জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার প্রথম পত্র শুরু হবে সকাল ১১টায়। চলবে দুপুর ১টা পর্যন্ত।

এসএসসি ভবন অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এসএসসি দুর্নীতি মামলায় হাইকোর্টের রায়ে ২৫ হাজার ৭৫৩ জন শিক্ষক ও শিক্ষক কর্মীর চাকরি বাতিলের প্রতিবাদে যোগ্য শিক্ষকরা বৃহস্পতিবার সল্টলেকে স্কুল সার্ভিস কমিশন ভবন অভিযান করে। তাদের ওই অভিযানে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের সদস্য রাও সামিল হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। চাকরি হারা শিক্ষকদের ওই অভিযান পুলিশ করুণাময়ী মোড়ে আটকে দেয়। এরপর চাকরিহারা শিক্ষকরা ও সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের সঙ্গে পুলিশের সঙ্গে ব্যাপক বাকবিতণ্ডা শুরু হয়।

এদিকে কলকাতার শহিদ মিনারে চাকরি হারা স্কুল শিক্ষকরা চাকরি বাতিলের প্রতিবাদে বিক্ষোভ দেখান। যাঁরা যোগ্য তাঁদের চাকরি চলে যাবে কেন সেই প্রশ্ন তুলে সরব হন তাঁরা। চাকরি হারা যোগ্য শিক্ষকরা পৃথকভাবে এই রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে যাবে বলে তারা জানিয়েছেন।

সিবিআই-এর নজরে পার্থ 'ঘনিষ্ঠ' সন্তু, হাজিরা দিলেন নিজাম প্যালেসে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়োগ দুর্নীতির মামলার শিকড়ে পৌঁছতে এবার কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার নজরে পার্থ চট্টোপাধ্যায় ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত সন্তু গঙ্গোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার সকালে সিবিআই তলবে নিজাম প্যালেসে হাজিরা দিয়েছেন 'এজেন্ট' সন্তু। তাঁর বাড়িতে তল্লাশি, এমনকী জিজ্ঞাসাবাদও করা হয়েছিল।

সূত্রের খবর, কুন্তল ঘোষ থেকে শুরু করে কালীঘাটের কাকু, নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় অভিযুক্ত একাধিক ব্যক্তির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ মিলেছে এই সন্তুর। আদালতের নির্দেশেনিয়োগ দুর্নীতি মামলার তদন্ত চালাচ্ছে সিবিআই। হুগলির ব্যবসায়ী অয়ন শীলকে গ্রেপ্তার করার পর উঠে এসেছিল পার্থ চট্টোপাধ্যায় ঘনিষ্ঠ সন্তু গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর বাড়িতে হানা দিয়েছিল সিবিআই। দীর্ঘক্ষণ চলে তল্লাশি। সূত্রের খবর, অয়ন শীলের সঙ্গে নাকি ২৬ কোটি টাকা লেনদেন হয়েছিল এই সন্তুর। এই লেনদেনের সঙ্গে যোগ রয়েছে কুন্তলেরও। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়েছেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়, মানিক ভট্টাচার্য, এসপি সিনহা-সহ একাধিক প্রশাসনের শীর্ষ পদস্থ আধিকারিক। জালে বহু এজেন্টও। যে কোনও মূল্যে রহস্যের গভীরে পৌঁছতে মরিয়া কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। সেই কারণেই অভিযুক্তদের ঘনিষ্ঠদের জেরা করছেন আধিকারিকরা।

ব্যাঙ্ককর্মীর দেহ উদ্ধার ঘিরে রহস্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: একটি বেসরকারি ব্যাঙ্কের এক কর্মীর দেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে রহস্য দানা বেঁধেছে। বুধবার সকালের দিকে ইকো পার্ক থানা এলাকার একটি বন্ধ, নির্মীয়মাণ বহুতলের সামনের ঝোপ থেকে ওই ব্যক্তির দেহ উদ্ধার হয়। প্রাথমিক তদন্তের পরে পুলিশের দাবি, উপর থেকে পড়ে মৃত্যু হয়েছে বছর ত্রিশের ওই যুবকের। তবে তিনি উপর থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মঘাতী হয়েছেন, না কি তাঁকে খুন করে ওই ঝোপের কাছে ফেলে দিয়ে যাওয়া হয়েছে, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানতে দেহটি ময়না-তদন্তে পাঠানো হয়েছে।

তদন্তকারীরা জানান, মৃতের নাম অভিরূপ বন্দ্যোপাধ্যায় (৩০)। তাঁর বাড়ি বর্ধমানের চুয়াডাঙা এলাকায়। ছ'সাত মাস আগে সল্টলেকের নয়াপট্টি অঞ্চলের একটি বাড়িতে এসে ভাড়া থাকতে শুরু করেন তিনি। এ দিন সকাল পৌনে ন'টা নাগাদ ইকো পার্ক থানা এলাকার একটি জায়গায় ওই যুবকের দেহ পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয় মানুষ। খবর পেয়ে পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে।

তার পর থেকে প্রায় সারা দিন দেহটি অজ্ঞাতপরিচয় হিসেবেই ছিল। দুপুরের দিকে সল্টলেকের পাঁচ নম্বর সেক্টরের ইলেকট্রনিক্স কমপ্লেক্স থানায় অভিরূপের পরিবারের লোকজন নিখোঁজ ডায়েরি করতে এলে পুলিশের কাছ থেকে ওই অজ্ঞাতপরিচয় যুবকের কথা তাঁরা জানতে পারেন। এর পরে ছবি মিলিয়ে অভিরূপের পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হয় পুলিশ। তবে, গোটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে রহস্য তৈরি হয়েছে। মৃতের পরিবারের সঙ্গে কথা বলছেন তদন্তকারীরা। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, ইকো পার্ক ও টেকনো সিটি থানা এলাকার সংযোগস্থলে যাত্রাগাছি অঞ্চলে জৈব হাটের উল্টো দিকে একটি নির্মীয়মাণ বহুতল রয়েছে। সেটিতে অবশ্য নির্মাণের কাজ বহু দিন ধরে বন্ধ। এ দিন সকালের দিকে ওই নির্মীয়মাণ বহুতলের সামনে একটি ঝোপের মধ্যে পড়ে থাকতে দেখা যায় অভিরূপের দেহ। পুলিশ সূত্রের খবর, যুবকের পরিবার জানিয়েছে, মঙ্গলবার পর্যন্ত অভিরূপ অফিসে গিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে পরিজনদের কথাও হয়েছিল। কিন্তু, বুধবার সকাল থেকে তাঁর ফোন বন্ধ ছিল। শেষে ছেলের খবর না পেয়ে দুপুর তিনটে নাগাদ ইলেকট্রনিক্স কমপ্লেক্স থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করতে আসেন অভিরূপের বাড়ির লোক।

হাইকোর্টের রায় নিয়ে মন্তব্য, মমতার বিরুদ্ধে আবেদন গ্রহণ আদালতের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা হাইকোর্ট নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যের বিরুদ্ধে স্বতঃপ্রণোদিত পদক্ষেপের আবেদন গ্রহণ করল কলকাতা হাইকোর্ট। তবে এই মামলায় কী পদক্ষেপ করা হবে তা একটি আলাদা বেঞ্চ ঠিক করবে বলে জানিয়েছেন প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানম। উল্লেখ্য এসএসসি মামলার রায়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে আদালত নিয়ে যে মন্তব্য করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী, সে বিষয়েই বৃহস্পতিবার আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য। মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যে আদালতের সম্মানহানি হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি। ওই আবেদন গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রধান বিচারপতি। তবে এই ব্যাপারে কী পদক্ষেপ করা হবে তা ওই বেঞ্চ ঠিক করবে।

সম্প্রতি শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের রায়ে ২০১৬ সালের প্যানেল বাতিল হয়েছে। ২৫,৭৫৩ জনের চাকরি গিয়েছে। এই ঘটনার পর প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি সরাসরি এই রায়কে বেআইনি বলে দাবি করেন। পাশাপাশি বিচারব্যবস্থার নিরপেক্ষতা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন। বুধবার এক জনসভা থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিয়োগ দুর্নীতির রায় প্রসঙ্গে কলকাতা হাইকোর্টের অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। দাবি করেছিলেন, বিজেপি আদালতকে কিনে নিয়েছে!

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদালত সম্পর্কে মন্তব্য নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন বাম নেতা তথা আইনজীবী বিকাশরঞ্জন। তাঁর বক্তব্য ছিল, বিচারব্যবস্থা নিয়ে অপরাধমূলক মন্তব্য করা হচ্ছে। কোনও পদক্ষেপ যদি না করা হয় তাহলে সবাই আদালতকে নিয়ে হাসাহাসি করবে। তাঁর মামলার আর্জি গ্রহণ করে আদালত জানিয়েছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে পদক্ষেপের বিষয়টি আপাতত বিবেচনাধীন রাখা হচ্ছে। এই মামলার শুনানি হয়েছে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানমের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চে।

নৈহাটির মাতৃসদনকে রোজগারের জায়গায় পরিণত করা হয়েছে: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: তৃণমূল প্রার্থী পার্থ ভৌমিকের সঙ্গে সন্দেশখালির যোগসূত্র আছে এমন উদাহরণ তুলে ধরে বৃহস্পতিবার দুপুরে টুইট করেছেন বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং। টুইটে ব্যারাকপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী উল্লেখ করেছেন, কর্পোরেট সংস্থা ওএনসি 'সিএসআর' উদ্যোগের মাধ্যমে সন্দেশখালির একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'মা সারদা ওমেন এন্ড রুরাল ওয়েলফেরায় সোসাইটি'কে কিছু সামগ্রী প্রদান করেছে। যেমন, সেমি ইলেকট্রিক আইসিইউ বেড, প্যারা-মনিটরস এবং ভেন্টিলেটর। কর্পোরেট সংস্থা ওএনজিসি-র প্রদেয় সামগ্রী ওই স্বেচ্ছাসেবী নৈহাটি পুরসভার হাসপাতাল মাতৃসদনকে প্রদান করেছে। এদিন বিকেলে হালিশহরে ভোট প্রচারে বেরিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং বলেন,' সন্দেশখালির সঙ্গে পার্থ ভৌমিকের যোগ রয়েছে। তার প্রমানও মিলেছে।' তাঁর দাবি, ওএনজিসি 'সিএসআর' ফান্ডের মাধ্যমে সন্দেশখালির 'মা সারদা ওয়েলফেয়ার সোসাইটি'কে কিছু সামগ্রী দান করেছে। কিন্তু ওই ওয়েলফেয়ার সোসাইটি আবার সামগ্রীগুলো নৈহাটির মাতৃসদন হাসপাতালকে প্রদান করেছে। অথচ রাজ্যের কোনও সরকারি হাসপাতালে ওই সকল সামগ্রী দেওয়া হয়নি। বিজেপি প্রার্থীর অভিযোগ, নৈহাটি পুরসভার মাতৃসদন হাসপাতাল রোজগারের জায়গায় পরিণত হয়েছে। তাঁর আরও অভিযোগ, এলাকার নার্সিং হোমগুলোকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ওখানে রোগী ভর্তি করা যাবে না। সমস্ত রোগী মাতৃসদনে পাঠাতে হবে। প্রসঙ্গত, এদিন বিজেপি প্রার্থী হালিশহর মারোয়ারিকল চৌমাথার হনুমান মন্দিরে পুজো দিয়ে প্রচার শুরু করেন। প্রচারে বেরিয়ে একটা শিব মন্দিরেও তিনি পুজো দেন। বিস্তীর্ণ অঞ্চল পরিক্রমা শেষে তিনি নৈহাটি জুটমিল গেটে প্রচার শেষ করেন।

নবজোয়ার কর্মসূচির বর্ষপূর্তি, আবেগে ভাসলেন অভিষেক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: একবছর পূর্ণ হল নবজোয়ার কর্মসূচির। এই বিশেষ দিনে এক্স হ্যান্ডেল এ এক বছর আগের অভিজ্ঞতার কথা জানিয়ে আবেগে ভাসলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০২৩ সালের ২৫ এপ্রিল কোচবিহার থেকে শুরু হয়েছিল নব জোয়ার কর্মসূচি। আজকের দিনে ঠিক এক বছর আগের স্মৃতি রোমন্থন করে অভিষেক এক্স হ্যান্ডেলে লিখলেন, ঠিক এক বছর আগে আজকের দিনে কোচবিহার থেকে নবজোয়ার কর্মসূচি শুরু করেছিলাম। টানা দু মাস সেখানে কাটিয়েছিলাম আমি। সেখানকার মানুষের পরামর্শ, মতামত জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত আমার মনে গেঁথে থাকবে।

জনসংযোগ এবং গ্রাম বাংলার মতামত জানার উদ্দেশ্যে শুরু হয়েছিল তৃণমূলের নব জোয়ার কর্মসূচি। এই কর্মসূচির মাধ্যমে আলাদা করে বৈঠক করেন অঞ্চল এবং বুথ সভাপতিদের সঙ্গে। দলীয় কর্মীদের উদ্দেশ্যেও বিশেষ বার্তা দেন তিনি। এমনকী পঞ্চায়েত প্রার্থী নিয়েও বিস্তর আলোচনা করেন তিনি।

৪৪ বছর আগে এত গরম দেখেছিল কলকাতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দিনে-রাতে স্বস্তি নেই। রোদের তেজে দিনের বেলা শরীর পুড়ে যাওয়ার জোগাড়। স্নান করে উঠতে না উঠতেই গা গরম হয়ে উঠছে। রাতেও স্বস্তি নেই। পাখা চালালে যেন গরম হাওয়া নেমে আসছে। সকলেই তাই একটু এসি-র ঠান্ডা খুঁজছেন।

ক্যালেন্ডার বলছে মাসটা এপ্রিল। এখনও মে মাস বাকি। জুনও আছে। কিন্তু এত গরম কেন? গ্লোবাল ওয়ার্মিং দায়ী ? তবে তথ্য বলছে ৪৪ বছর আগেও কলকাতায় এমন গরম হয়েছিল। বৃহস্পতিবার দুপুর আড়াইটে পর্যন্ত কলকাতায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৪১.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এর আগে ১৯৮০ সালে এপ্রিলের এক দুপুরে কলকাতার তাপমাত্রা ছিল ৪১.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। তার পর ২০২৪। বৃহস্পতিবার আবার তাপমাত্রার পারদ তার সামান্য নীচে এসে ঠেকল।

এপ্রিলে টানা এতদিন তাপপ্রবাহের নজির নেই বলেই জানাচ্ছেন আবহবিদরা। বৃহস্পতিবার হাওয়া অফিস জানিয়েছে, আগামী সোমবার পর্যন্ত তাপপ্রবাহের পূর্বাভাস রয়েছে কলকাতায়। হাওয়া অফিস জানিয়েছে, আগামী তিন দিনে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে তাপমাত্রা আরও ১ থেকে ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে। সে ক্ষেত্রে আরও কষ্ট বাড়তে পারে শহরবাসীর।

সম্পাদকীয়

বিদ্যুতের স্মার্ট মিটার চালু হলে গ্রাহকদের সুবিধার চেয়ে ভোগান্তি কি বেশি?

বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থায় দেশের বিভিন্ন রাজ্যের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গেও স্মার্ট প্রিপেড মিটার বসানোর উদ্যোগ চলছে। রাজ্য সরকার দু'বছর আগে উচ্চ পর্যায়ের মিটিং করে এই মিটার বসানোর কাজ শুরু করেছে। প্রথমে সরকারি প্রতিষ্ঠান, শিল্প বিদ্যুৎ-গ্রাহক, তার পর বাণিজ্যিক ও কৃষি বিদ্যুৎ গ্রাহকদের এবং শেষ পর্যন্ত গৃহস্থদের ক্ষেত্রে এই স্মার্ট প্রিপেড মিটার লাগানো হবে বলে জানা গেছে। স্মার্ট প্রিপেড মিটারের নতুনত্ব কী? প্রথমত, কোম্পানি বিদ্যুৎ সরবরাহ করার আগেই গ্রাহকের বিদ্যুৎ লাইনে কানেক্টেড লোডের ভিত্তিতে আগাম টাকা জমা দিতে হবে। তার পর বিদ্যুৎ দেওয়া হবে। টাকা শেষ হয়ে গেলে বিদ্যুৎ বন্ধ হয়ে যাবে। দ্বিতীয়ত, মাসিক বা ত্রৈমাসিক বিলে বর্তমানে মিটার ভাড়া, গভর্নমেন্ট ডিউটি, এনার্জি চার্জ পূর্ববর্তী রিডিং, বর্তমান রিডিং-এর ব্যবধানের ভিত্তিতে (ব্যবহৃত ইউনিট ধরে) মাসুলের হার নির্ধারিত হয়। এবং বণ্টন কোম্পানি ও গ্রাহকের যৌথ পর্যবেক্ষণের মধ্যে বিষয়টা থাকে। কিন্তু স্মার্ট মিটার চালু হলে পুরো বিষয়টা গ্রাহকের কাছে অন্ধকারে থেকে যাবে। এখন যেমন মিটার খারাপ হলে, কোনও সমস্যা দেখা দিলে গ্রাহক বুঝতে পারেন এবং প্রতিকার চাইতে পারেন, ওখানে তার সুযোগ খর্ব হবে। কোম্পানির দ্বারা গ্রাহকের কাছ থেকে যথেচ্ছ টাকা আদায়ের সুযোগ করে দেওয়া হবে। এমনটা সম্প্রতি অসমে ঘটেছে। কিছু দিন আগে সেই রাজ্যের সরকার স্মার্ট মিটার চালু করার পরই রাজ্যবাসীর বিদ্যুৎ বিল অবিশ্বাস্য ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। গ্রাহকদের প্রবল বিরোধিতার সামনে পড়ে পিছু হটে শেষ পর্যন্ত সরকারকে স্মার্ট মিটার প্রত্যাহার করতে হয়েছে। অন্যান্য রাজ্যেও এমন ঘটনা ঘটছে। তৃতীয়ত, ভুক্তভোগী গ্রাহকরা তিক্ত অভিজ্ঞতায় জানেন, পশ্চিমবঙ্গে (অন্য রাজ্যেও) খারাপ মিটার বা বন্ধ মিটার পরিবর্তন করানো বা সেই সব মিটার থেকে উদ্ভূত অন্যায্য বিদ্যুৎ বিল সংশোধন করানো কী ভীষণ কষ্টসাধ্য, সময়সাধ্য ও অনেক ক্ষেত্রে অসম্ভবও। স্মার্ট প্রিপেড মিটার চালু হলে তখনকার অস্বচ্ছ পরিস্থিতিতে সম্ভাব্য গ্রাহক-হয়রানির কথা ভাবলে শিউরে উঠতে হয়। চতুর্থত, যেখানে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থাটাই চরম অপদার্থতা, কন্ট্রাক্টররাজ, মধ্যবর্তী দালালরাজ, চুক্তিমাফিক ভোল্টেজে বিদ্যুৎ না দেওয়া, ট্রান্সফরমার বা মিটার খারাপ হলে দিনের পর দিন ফেলে রাখা, গ্রাহকদের অভিযোগে কর্ণপাত না করা; এ সব নিয়েই বহাল তবিয়তে চলছে, সেখানে এই সব পরিষেবার দিকটাকে স্মার্ট না করে হঠাৎ মিটারটাকে স্মার্ট করে দেওয়ার কথা কেন আসছে? বিদ্যুৎ আইন ২০০৩-এর ১৪নং ধারায় বিদ্যুৎ বণ্টনে একাধিক বেসরকারি সংস্থাকে লাইসেন্স দেওয়ার বিধি রয়েছে। বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থাকে বেসরকারি কোম্পানিগুলির হাতে ছেড়ে দিয়ে তাদের লুটের স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠার পুরোপুরি সহায়ক হবে এই স্মার্ট প্রিপেড মিটার।

জন্মদিন

আজকের দিন

নারায়ণ সান্যাল

১৯২৪ *বিশিষ্ট সাহিত্যিক নারায়ণ সান্যালের জন্মদিন।*
১৯৫৩ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*
১৯৯০ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী অনীক ধরের জন্মদিন।*

সম্প্রদায় থাকুক, সাম্প্রদায়িকতা নয়

বাবুল চট্টোপাধ্যায়

ভোট চলছে। আমাদের দেশে ভোট মানে এক উৎসব। নিন্দুকেরা বলে যুদ্ধ। দেশের নিরিখে যুদ্ধ কিনা জানি না তবে রাজ্যে যুদ্ধটা অনেকেরই চেনা। জানাও। কে বা কারা যুদ্ধ চাই জানি না তবে এটা জানি নিজেকে বড় জাগ্রত ভাবি অনেকেই। ধর্ম সেখানে একটা বড় সাবজেক্ট। মানে অনেকেই সেই ভোট এক যুদ্ধ নিন্দুকের এই কথায় অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে পড়ি। ভয়ে ও দায়ে। যার মূল কেন্দ্রে রয়েছে 'ধর্মনিরপেক্ষতা 'নামে এক নির্মন সত্যের কাহিনী। আমাদের দেশ ধর্ম নিরপেক্ষ। মানে সব ধর্মের সমান অধিকার। কিন্তু তা কি সর্বই সত্য! নাকি বড় ছোটকে মারে। ছোটো অসহায় হয়। এটা সব ক্ষেত্রের মত ধর্মের ক্ষেত্রেও সত্য! মানে সব সম্প্রদায় এর মধ্যে এটা দেখা যায়। তবু বিবিধের মাঝে নাকি মিলন ও মহান — কথাটা কিছুটা মূল অর্থে বইয়ের পাতায় কিংবা ভাব সম্প্রসারণে দারুন জমে। কিন্তু বাস্তবে ? বাস্তবে আরোও কঠিন অবস্থা!

সম্প্রদায় নিয়ে কোনো কথা বলছি না। বলা যায় ধর্ম হলো একটা সম্প্রদায়ের মাথা। সেই ধর্মকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠে একটা সম্প্রদায়। সে বাড়ে, সে আদর্শ হয়। সে যাতে তার গুণগত মান বজায় রাখতে পারে ধারে বা ভারে, সে অন্য সম্প্রদায় তে প্রভাবিত ও হয়। অনেক সময় সেই আদর্শে ভাবগত সঙ্গী হয়ে অন্য সম্প্রদায়ের সামিল হওয়ার মতো ঘটনা দেখা যায়। তাই সম্প্রদায় নিয়ে কোনো সমস্যা নেই। আর আমাদের দেশ তো সেক্যুলার প্রণোদিত। কিন্তু গভীর সমস্যা হলো সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে। কি সেই সাম্প্রদায়িকতা? আসুন তারই পথে সবিস্তারে পায়চারি করি।

যখন দেখা যায় একটি বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায় ভুক্তির ভিত্তিতে অন্য এক ধর্মীয় সম্প্রদায় এবং তার অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধাচারণ ও ক্ষত সাধনের চেষ্টা করে, মানে যে সাম্প্রদায়িক সে একইসাথে একচোখা, অন্য ধর্মবিদ্বেষী এবং শুধুমাত্র ভিন্ন ধরনের বলে একজন মানুষের শতগুণ থাকলেও যাকে ঘৃণা করে। অন্য ধর্মের লোকজনকে এবং তাদের অবজ্ঞা বা কটূক্তি করে — শুধুমাত্র নিজের ধর্মকে চূড়ান্ত বলে বিশ্বাস করে বলে। আর যার ফলে ধর্মীয় মারামারি হয়। নিজের বিশ্বাস্য বা অনুসৃত মতবাদকে সর্বশ্রেষ্ঠ ভাবে এবং অন্যের মতবাদকে ভুয়ো,নিকৃষ্ট বা বাতিল বলে গণ্য করে সে সব মতবাদ বা মতবাদী কে ঘৃণা বা প্রতিহত করার ইচ্ছা যার বা যাদের মনে জাগ্রত হয় তাদেরই সাম্প্রদায়িক বলে। সাম্প্রদায়িকতার আরো একটি বড় মাপকাঠি হল এরা সব সময় নিজের দেশের সংখ্যালঘুদের প্রতি অত্যাচার এদের প্রায় চোখেই পড়ে না কিন্তু অন্য দেশের নিজ ধর্মের লোকদের উপর অত্যাচার বেশ চোখে পড়ে।

আবার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাউকে কোনো কিছু বিশ্বাস করতে যা বিশ্বাস বা মতবাদকে কোনো আচরণ পালন করতে বা আচরণ বিরত করতে বাধ্য করায় নাম ও হলো সাম্প্রদায়িকতা।এখানে ব্যক্তি হলো গৌণ, মুখ্য আসলে সম্প্রদায়। প্রসঙ্গত বলা যায় ধর্মনিষ্ঠার ক্ষেত্রে ব্যক্তির নিজের আচরণ এবং ধর্মবিশ্বাসের গুরুত্ব বেশি। সাম্প্রদায়িকতার ক্ষেত্রে নিজের ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রতি এক জাতীয় আনুগত্যের গুরুত্ব বেশি দেখা যায়।

আমাদের হিন্দু ধর্মে সহিষ্ণুতার কথা বলা আছে। শ্রী শ্রী ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেব বলেছেন, 'যত মত তত পথ'। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, 'মুচি - মেথর - চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই।' কিন্তু যারা ধর্ম নিয়ে বেশি মাতামাতি করে তাদের দেখা যায় যে দলিতদের নির্মমভাবে খুন করে। তাদের মুখে প্রশ্রাব করে আবার তারাই আবার লোক দেখানো মানুষের পা ধুঁইয়ে অপরাধ লঘু করার চেষ্টা করে। কিন্তু তাতে কি কোনো লাভ হয়! আমার প্রশ্ন হলো আমাদের দেশ কেমন সেক্যুলার যে নতুন সংসদ ভবনে উদ্বোধনে দেশের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ব্রাত্য হলেন! তার অপরাধ তিনি দলিত তাই না? অথচ সাধু সন্ন্যাসীরা স্থান ও প্রাধান্য পেলো নির্বিচারে! এই আমাদের দেশ! হিন্দু, মুসলিম, শিখ, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ সহ বহু ধর্মের সমাহার এই কি আমাদের দেশ?

ঠিক এই কারণেই শিরোনামে বলেছি সম্প্রদায় থাকুক, সাম্প্রদায়িকতা নয়। এ দেশ আমার, এ দেশ আমাদের,এ দেশ সব ধর্মের মানুষের। তবে কেনো হানাহানি, তবে কেনো মারামারি, এত খুন, এত রক্ত এত আঘাত? হিন্দুদের উৎসব কি মুসলিমরা উপভোগ করে না? নাকি হিন্দুরা খ্রিস্টানদের বড়দিনে মেতে উঠে না? এ রকম নানা উদাহরণ আমি জানি, আপনারাও জানেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে সাম্প্রদায়িকতা শুধু মাত্র আজ এক ধর্ম থেকে অন্য ধর্মের আঘাতে থেমে নেই আছে নিজ ধর্মের মধ্যেও। কারণ আজও দলিত অবহেলিত, আজও কর্মের ভিত্তিতে যত মানুষের মানদণ্ড! সে হিন্দুই হোক আর মুসলিম।

সমস্যা তো সর্বত্র। মোদ্দা কথা বিভেদ ঘোচাতে হবে। আরও বেশি মানবিক হতে হবে। সব ধর্মের সম্মান করতে হবে। সম্মান দিলেই সম্মান পাওয়া যায়। সুস্থতায় সর্বদা সর্ব ধর্মের মর্যাদা বাঁচিয়ে রাখতে হবে। আমরা তো এটা ভুলে যায়নি যে — সকলের তরে সকলে আমরা...

লেখক: বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক

চারণ কবি মুকুন্দ দাস ও বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন

ডাঃ শামসুল হক

বাংলার কবি তিনি। বাঙালি পরিবারের আদর্শ এক সন্তানও। তাঁর লেখা অজস্র কবিতা এবং গান তাঁরই নিজের কণ্ঠে এমনভাবে প্রতিফলিত হত যে তখন সেটাই যেন হয়ে উঠত একটা যাদুমন্ত্র এবং ভরিয়ে দিতে পারত সকলের মনপ্রাণও। এই কবিতা এবং গানের দৌলতেই একসময় তিনি পরিচিত হয়েছিলেন চারণ কবি নামেও।

দুরন্ত সেই গানের ছটায় তিনি তখন চর্তুদিক মাতিয়ে তুলেছিলেন, আবার স্বদেশী আন্দোলনের গতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে দিক থেকে দিগন্তব্যাপীই যখন সৃষ্টি করেছিলেন নতুন একটা ইতিহাসের, তখন ইংরেজ শাসকদের কপালেও পড়েছিল চিন্তার ভাঁজ। আর একটা সময় তিনিই হয়ে উঠেছিলেন তাদের একমাত্র শত্রুও। তাঁকে দমন করার জন্য তখন মরিয়া হয়েও উঠেছিল ব্রিটিশ প্রশাসন।

তিনি চারণ কবি মুকুন্দ দাস। সাধারণ ঘরে জন্ম তাঁর। তাঁর পিতৃদত্ত নাম যজ্ঞেশ্বর দে। প্রাথমিক পর্বের পড়াশোন শুরু গ্রামের স্কুলেই। কিন্তু সেইসময় তাঁর জন্মভিটে পদ্মার জলে তলিয়ে যাওয়ার কারণেই সপরিবারে তাঁরা চলে আসেন বরিশালে। সেখানেই তখন চাকরি করতেন তাঁর বাবা। তাই সেই স্থানেই পাকাপাকি ভাবে বাস করতে শুরু করেন তাঁরা। ভর্তি হন সেখানকার ব্রজ মোহন স্কুলেও।

চলতে থাকে পড়াশোনার কাজ। কিন্তু সেইসময় হঠাৎ একটু দুরন্ত প্রকৃতির ই বালক হয়ে ওঠেন তিনি। বেড়ে যায় বাইরের জগতের প্রতি টানও। তাই মন বসে না পড়াশোনাতেও। অতঃপর লেখাপড়া ত্যাগ করে একসময় নিজের পাড়ায় একটা দোকান ও খুলে বসেন তিনি। ফলে আচমকাই বদলে যায় তাঁর নিজস্ব জীবনের সমস্ত চাওয়া পাওয়াও।

তারপর দোকানের মধ্যেই তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন নিজের জগতকে। কমে গিয়েছিল নিজস্ব জীবনের অনেক চাহিদাও। এরই মধ্যে একদিন অপরাহ্নে তাঁর দোকানে আর্বিভূত হন অচেনা এক অতিথি। শুধু অতিথিই নন, তিনি একজন সন্ন্যাসীও। আর তাঁকে দেখেই কেমন যেন উদাস হয়ে ওঠে তাঁর মনটা। সঙ্গে সঙ্গে তিনি আবার হয়ে ওঠেন অন্য মানুষও। সাদরে অভ্যর্থনা জানান তাঁকে। ব্যবস্থা করেন বিশ্রামেরও।

অপরিচিত সেই সন্ন্যাসীর নাম রমাকান্ত অবধূত। দেশ থেকে দেশান্তরে ঘুরে বেড়ানোই তাঁর নেশা। সেইসঙ্গে প্রচার করা ধর্মের বাণীও। তা সেদিন ঘুরতে ঘুরতেই এসে হাজির হয়েছিলেন সেখানে। ছিলেনও বেশ কয়েকটা দিন। শুনিয়েছিলেন অনেক নীতি কথাও। আর সেইসব কথা একেবারে বেদ বাক্যের মতোই গেঁথে গিয়েছিল তাঁর মানস হৃদয়েও। তারপর হয়ে ওঠেন তাঁর পরম ভক্তও।

সেইসময় যজ্ঞেশ্বরের সুরেলা কণ্ঠে রমাকান্ত অবধূত শুনেছিলেন অনেক হরি সংকীর্তন এবং শ্যামা সঙ্গীতও। যজ্ঞেশ্বরের সেই গান গাওয়ার অভ্যাস অবশ্য নতুন নয়, সেটা ছিল তাঁর ছেলেবেলারই নেশা। এতদিন তাঁর প্রতিবেশীরা তাঁকে সেইভাবে না চিনলেও অবধূত কিন্তু চিনে নিয়েছিলেন সেই আসল রত্নকে। তিনি তখন নতুনভাবেই উদ্বুদ্ধ করে তোলেন যজ্ঞেশ্বরকে। একসময় তাঁকে নিজের শিষ্য ও করে নেন। সন্ন্যাসী রমাকান্ত অবধূত তারপর নতুনভাবেই গড়ে তোলেন যজ্ঞেশ্বরকে। তাঁর পিতৃদত্ত নাম পালটে নতুন নামও দেন মুকুন্দ দাস।

এবার নতুন জীবন ও শুরু হয় সেই নতুন সন্ন্যাসীর। নতুন তুলির টানে তিনি তখন সৃষ্টি করতেও শুরু করেন নতুন নতুন অনেক গানও। এমনিতেই গান ও কবিতা লেখার অভ্যাস তাঁর ছেলেবেলা থেকেই। মাত্র উনিশ বছর বয়সেই সঙ্গীত সাধক নামে একটা গানের ব ইও লেখেন তিনি। তার মধ্যে ছিল মোট একশোটা গান। ভিন্ন ভিন্ন স্বাদের সেই রচনা। তারই কোন গানে আবার ছিল দেশাত্মবোধের ছোঁয়াও।

ইতিমধ্যে দেশ জুড়ে শুরু হয় বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের ঢেউ। সেটা ১৯০৫ সালের কথা। লর্ড কার্জনের নেতৃত্বে সেই আন্দোলন সমগ্র রাজ্যকে এমনই উত্তাল করে তুলেছিল যে সেইসময় আর চুপচাপ বসে থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। একসময় তিনিও ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন সেই সংগ্রামেরই মহাস্রোতে। সকলের পাশে এসে দাঁড়ান এবং লিখতেও শুরু করেন নতুন ধরনের অনেক গান এবং নাটকও। সেইসব গানই আবার তিনি গাইতে থাকেন নিজেরই কণ্ঠে।

সংবাদ পৌঁছায় ব্রিটিশ রাজ দরবারেও। একসময় রাজদ্রোহের অপরাধে তাঁকে গ্রেপ্তারও করা হয়। চলে বিচার এবং ফলাফল হিসেবে কবি তাঁর নিজস্ব প্রাপ্য হিসেবে উপহার পান তিন বছরের জেল, সঙ্গে আর্থিক দণ্ডও। তারপর বিপ্লবীদের উদ্দেশ্যে তাঁরই লেখা সেই যুগান্তকারী নাটক মাতৃপূজাও বাজেয়াপ্ত করা হয়।

তাতেও কিন্তু দমানো যায়নি কবি মুকুন্দ দাসকে। জেলখানার অন্ধকারে বসে বসেই তিনি লিখতে থাকেন নতুন নতুন অনেকে গান এবং নাটকও। সেইসময় তাঁর কলম থেকেই নিঃসৃত হয়েছিল অতি প্রসিদ্ধ সেই গান —

বন্দেমাতরম বলে নাচ রে সকলে
ক্রিপান লইয়া হাতে।
দেখুক বিদেশি হাসুক অট্টহাসি
কাঁপুক মেদিনী ভীম পদাঘাতে
বাজাও দামামা, কাড়া, ঘন্টা, ঢোল
শঙ্খ, করতাল, জয়ডঙ্কা, বোল
হ উক নতুন খেলা শুরু এই ভারতে।...

চারণ কবি মুকুন্দ দাসের নাম তারপর ছড়িয়ে পড়ে তাঁর নিজের দেশ তো বটেই, বিদেশেও। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশেরও নজরে পড়েন তিনি। তাঁর যাত্রাপালা এবং গান শোনার জন্য তাঁকে কলকাতায় আমন্ত্রণও জানান। সেটা ১৯১৬ সালের কথা। সেই সংবাদ শুনে আনন্দে আপ্লুত হয়ে পড়েন মুকুন্দ দাস। দলবল নিয়ে একসময় হাজির হন দেশবন্ধুর কাছে। তাঁর ব্যবস্থাপনায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট হলে আয়োজন করা হয়েছিল সেই অনুষ্ঠানের। আসর জমেও গিয়েছিল।

এখানেই কিন্তু শেষ নয়। মুকুন্দ দাসকে আসতে হয়েছিল জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতেও। হয়েছিল যাত্রাপালা এবং গানও। জোড়াসাঁকোর পর তাঁরা আবার গিয়েছিলেন বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসুর বাড়িতেও।

১৯২১ সালে মহাত্মা গান্ধীর স্বদেশী আন্দোলনেও সামিল হয়েছিলেন তিনি। সমস্ত রকমের বিদেশি পণ্য বিশেষ করে বিলিতি দ্রব্য বর্জনের আহ্বান জানিয়ে তখন চলছিল সেই আন্দোলন। তখন তিনিও এসে দাঁড়িয়েছিলেন সাধারণ মানুষের পাশে। লিখেছিলেন অনেক গানও। নিজেরাই সেগুলো গেয়েও ছিলেন। সেদিনের কথা ভেবেই তিনি লিখেছিলেন এবং গলা ছেড়ে গেয়ে ছিলেন অতি বিখ্যাত সেই গান —

ছেড়ে দেও কাঁচের চুড়ি বঙ্গ নারী
কভু হাতে পায়ে পোরো না
জাগো জননী ও ভগিনী
মোহের ঘুমে আর থেকো না।
কাঁচের মায়াতে ভুলে শঙ্খ ফেলে
কলঙ্ক হতে পারে পেয়ো না।
তোমরা যে গৃহলক্ষ্মী ধর্মসাক্ষী
জগত ভরে আছে জানা।...

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভীষণ প্রিয়পাত্র ছিলেন তিনি। তাঁকে সন্তান উপাধিতে সম্মানিত করেছিলেন। আর বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাঁকে বলেছিলেন বাংলা মায়ের দামাল ছেলে চারণ সম্রাট মুকুন্দ।

স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য আজীবন ই আপোষহীন সংগ্রামে রত ছিলেন এই মানুষটি। কাব্য, সাহিত্য, নাটক এবং সংগ্রাম সর্বত্রই ছিল তাঁর অবাধ বিচরণ। খুব বেশি আয়ু নিয়ে কিন্তু তিনি এই পৃথিবীতে আসেননি। ১৯৩৪ সালের ১৮ই মে মাত্র ছাপান্ন বছর বয়সেই মৃত্যু হয় তাঁর।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

৪ জুন ওন্দার সব তৃণমূল পঞ্চায়েত দখলের হুঁশিয়ারি বিজেপি বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: উনিশে এখান থেকে শুরু হয়েছিল আর ২০২৪ লোকসভা ভোটের পর ৪ জুন ওন্দা বিধানসভার সমস্ত তৃণমূলের চোর পঞ্চায়েতগুলি দখল করার হুঁশিয়ারি সহ চলতি মাসের আগামী ৩০ নভেম্বর আরও ৫৯ হাজারের চাকরি যাবে কোর্টের রায়দানের আগে ঘোষণা ওন্দার বিজেপি বিধায়কের। বিধায়কের পঞ্চায়েত দখলের হুঁশিয়ারি এবং কোর্টের রায়ের আগে আরও চাকরি বাতিলের ঘোষণাকে নিয়ে তীব্র কটাক্ষ তৃণমূলের। অন্যদিকে বিধায়কের মন্তব্যে শুরু রাজনৈতিক তরজা। পাশাপাশি কোর্টের রায়ের আগেই বিজেপি নেতাদের কাছে তথ্য চলে যাচ্ছে তৃণমূল নেতৃত্বদের এই ধারণাকে কি তা হলে সিলমোহর দিলেন অগ্রিম চাকরি বাতিলের কথা ঘোষণা করে ওন্দার বিজেপি বিধায়ক!

উল্লেখ্য, বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিধানসভা কেন্দ্রের রতনপুর বাজার এলাকায় বুধবার সন্ধ্যায় একটি নির্বাচনী কর্মসূচির মধ্য দিয়ে একটি পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন বিজেপি প্রার্থী সৌমিত্র খাঁ সহ বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি তথা ওন্দা বিধানসভার বিধায়ক অমরনাথ শাখা। আর ওই সভাতেই বক্তব্য রাখতে উঠে বিজেপি বিধায়ক অমরনাথ শাখা হুঁশিয়ারি দিলেন, ২০১৯ এ রেজাল্টের পর এই রতনপুর থেকেই শুরু হয়েছিল আবার ২০২৪ এর লোকসভা ভোটের পর ৪ জুন ওন্দা বিধানসভার সমস্ত তৃণমূলের পঞ্চায়েত দখল করার। পাশাপাশি তিনি দাবি করেন, ভুয়ো চাকরি দিয়ে ২৫ হাজার ফ্যামিলির বরবাদ করে দিল তৃণমূল সরকার এদের কি হবে। আবার দেখুন আগামী ৩০ শে নভেম্বর আরও ৫৯ হাজারের চাকরি বাতিল হওয়ার পথে। তবে কী ভাবে এই চাকরি বাতিল ঘোষণাা কোর্টের রায়দানের আগেই বিজেপি বিধায়কের, যা নিয়ে শুরু রাজনৈতিক তরজা।

অন্যদিকে বিধায়কের এই মন্তব্য প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তৃণমূল প্রার্থী সুজাতা মণ্ডল প্রথমেই জানান, পাগলে কিনা বলে ছাগলে কিনা খায়। যতটুকু জানি ওন্দার বিধায়ক খুবই কম শিক্ষিত। তাঁর গড়ে যে ভাবে তৃণমূলের কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হচ্ছে কিছুটা হলেও তিনি কেঁপে উঠেছেন হার বুঝতে পেরে। পঞ্চায়েত দখল করার কথা বলছেন তিনি তাঁর বক্তব্যের জবাব এলাকার মানুষজনই দেবে। অন্যদিকে চাকরি বাতিলের ঘোষণা প্রসঙ্গে দাবি,' যেহেতু বিধানসভা জিততে পারেনি আর লোকসভাতেও ১৮টি থেকে সিট কমবে তা বুঝতে পেরেছ তুমি তাই ২৫ হাজার ছেলেমেয়ের চাকরি খেয়েছে আরও ৫৯ হাজার ছেলেমেয়ের চাকরি খাওয়ার গল্প শোনাচ্ছে, মানুষ এর যোগ্য জবাব দেবে আগামী দিনে।'

'এসএসসি দুর্নীতিতে যুক্ত অভিষেক ও তাঁর ভাই আকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়'

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: এসএসসি দুর্নীতি কাণ্ডে সম্পূর্ণ যুক্ত অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর ভাই আকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রকাশ্য সভা থেকে এমনটাই দাবি করলেন সৌমিত্র খাঁ।

বুধবার সন্ধ্যায় ওন্দার রতনপুরে বিজেপির এক সভা থেকে বিস্ফোরক মন্তব্য বিষ্ণুপুরের বিজেপি প্রার্থী সৌমিত্র খাঁর। তিনি বলেন, 'আমি নিজে ছেলেদের চাকরির জন্য অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে গিয়েছিলাম, অভিষেক তাঁর ভাই আকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা বলতে বলেন। আকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় আমার কাছ থেকে প্রত্যেক চাকরিপ্রার্থীর জন্য ৮ লক্ষ টাকা করে চান। এই কথা বলার জন্য অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যদি আমার নামে মানহানির মামলা করেন, তাতে আমি ভয় পাই না।'

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বিষ্ণুপুর কোর্টে এলে তাঁর জামা প্যান্ট খুলে নেওয়ারও হুমকি দেন তিনি। তাঁর দাবি, 'এর জন্য অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, আকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ইমিডিয়েট জেলে ঢোকানো উচিত।'

কলকাতা ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল -১ স্থিত

ও এ নং ১৮৫-২০১৩ সালের
স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া
বনাম
জয় দাদা ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রা লি এবং অন্যান্য

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

সংশ্লিষ্ট ১৫.০৯.২০১৭ তারিখে মাননীয় প্রিজাইডিং অফিসার, ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল ১, কলকাতা কর্তৃক নির্দেশিত আদেশ অনুযায়ী নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তি বিক্রয় করা হবে।

সম্পত্তির বিবরণ :-
১) সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাণিজ্যিক এরিয়া পরিমাণ ১৭৯৫ বর্গফুট , নং ৩এ, অকল্যান্ড প্লেস, কলকাতা : ৭০০০১৭ ,উল্লেখ্য দলিল নং ০১৪৭৯-২০০৯ সালের স্বত্বাধিকারী মেসার্স সন্দীপ দায়মা অ্যান্ড সন্স এবং সাকেত দায়মা অ্যান্ড সন্স।

সংরক্ষিত মূল্য নির্ধারিত :-
১) **১,৮৪,৩৫,০০০.০০ টাকা** (এককোটি চুরাশি লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা)
নিলামের তারিখ : **৩১.০৫.২০২৪ সকাল ১১ টা থেকে বেলা ৩ টা পর্যন্ত (৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ)**
পর্যবেক্ষণের তারিখ : **১৭.০৫.২০২৪ বেলা ১ টা থেকে বিকেল ৩ টা পর্যন্ত।**
ইএমডি দাখিলের শেষ তারিখ : **২৩.০৫.২০২৪ বিকেল ৪ টার মধ্যে।**

নিয়ম ও শর্তাবলী :
১. উপরে উল্লিখিত নির্ধারিত তারিখ এবং সময় ১০ মিনিটের সীমাহীন এক্সটেনশন সহ প্রতিটি আইটেম নং. ৫০,০০০/- (মাত্র পঞ্চাশ হাজার টাকা)।
২. পরিষেবা প্রদানকারীর ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ই-নিলামের মাধ্যমে সম্পত্তি বিক্রি করা হবে যা হল https//www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jspl ই-নিলাম উপরে উল্লিখিত পরিষেবা প্রদানকারীর মাধ্যমে পরিচালিত হবে। পরিষেবা প্রদানকারীর হেল্প ডেস্ক নম্বর হল এমএসটিসি কেন্দ্রীয় হেল্পডেস্ক নম্বর ০৭৯-৬৯০৬৬৬০০ ইমেইল helpdesk@mstcindia.co.in। নিবন্ধন সম্পর্কিত প্রশ্নের জন্য ইমেল ibapiop@mstcecommerce.com এবং ইএমডি অর্থপ্রদান/রিফান্ড সম্পর্কিত প্রশ্নের জন্য ইমেল হল ibapifin@mstcecommerce.com। যোগাযোগ ব্যক্তিদের মোবাইল নম্বর হল, **শ্রী দেবাশিস মুখার্জি** (ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক নিযুক্ত রিসিভার) **৮৯১০৫৭৭০৮৬** এবং শ্রী বরুণ কুমার দত্ত (এজিএম এবং স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার প্রতিনিধি)
৩. বিড ফর্ম, ঘোষণা, অনলাইন নিলাম বিক্রয়ের সাধারণ শর্তাবলী সহ ই-নিলাম দরপত্রের নথি https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp-এর ওয়েবসাইটে উপলব্ধ। ইচ্ছুক অংশগ্রহণকারীদের অবশ্যই উপরে উল্লিখিত যোগাযোগ নম্বর এবং ওয়েবসাইটে পরিষেবা প্রদানকারীর সাথে নিবন্ধন করতে হবে।
৪. ইচ্ছুক দরদাতাদের একটি বৈধ ইমেল ঠিকানা থাকতে হবে।
৫. বিড ফর্ম এবং ইএমডি যে কোন কারণে দেরীতে গৃহীত হয়েছে তা নিয়ে আলোচনা করা হবে না। জয়েন্ট রিসিভাররা কোনো কারণ না দেখিয়ে যেকোনো বা সব দরপত্র গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার সংরক্ষণ করে।
৬. বিক্রয় মূল্য এনইএফটি/আরটিজিএস-এর মাধ্যমে প্রেরণ করা হবে নিম্নে বর্ণিত অনুমোদিত অফিসার, জয় দাদা ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রা. লি.-এর পক্ষে।

শাখার নাম এবং ঠিকানা	ইমেল আইডি	অ্যাকাউন্ট নং	আইএফএসসি কোড
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ - II, ১, মিডলটন স্ট্রিট, 'জীবন দীপ' বিল্ডিং (১১ তম তল), কলকাতা - ১ ৭০০০৭১	sbi.18192@sbi.co.in	৩৪৬৯৪৪১৩৯২৫	SBIN0018192

৭. বিড ফর্ম/রেজিস্ট্রেশন ইএমডি ছাড়া সংক্ষিপ্তভাবে প্রত্যাখ্যান করা হবে। নিলাম/বিডিং শুধুমাত্র অনলাইন ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমেই হবে যেমনটি আগে বলা হয়েছে। রিজার্ভ মূল্যের নিচে সম্পত্তি বিক্রি হবে না। সম্পত্তি সর্বোচ্চ দরদাতাকে বিক্রি করা হবে। সফল দরদাতা বিক্রয় মূল্যের ২৫ শতাংশ ইএমডি ব্যতীত অবিলম্বে জমা করবেন এবং বিক্রয় মূল্যের অবশিষ্ট পরিমাণ নিলামের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। বাকি টাকা জমা দেওয়ার সময় মাননীয় ট্রাইবুনালের আদেশ সাপেক্ষে বাড়ানো যেতে পারে। উপরে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে বিক্রয়মূল্য বা এর কোনো অংশ পরিশোধ না করা হলে, ইএমডি এবং/অথবা প্রাথমিক আমানত (গুলি), যেমন ক্ষেত্রমত, বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং সম্পত্তি আবার বিক্রি করা হবে নিলামের মাধ্যমে। অসফল দরদাতাদের ইএমডি ই নিলাম বিক্রয় শেষ হওয়ার পরে ফেরত দেওয়া হবে। ইএমডি কোনো সুদ বহন করবে না। বিক্রয় মহামান্য ট্রাইবুনাল দ্বারা নিশ্চিত করা হবে সম্পূর্ণ বিক্রয়ের অর্থ পরিশোধের পর।
৮. সম্পত্তি 'যেখানে আছে এবং যা আছে' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। ডাক দাখিলের আগে ক্রেতাকে নিজেরাই কোনো সংবিধিবদ্ধ দায়, সম্পত্তি করের বকেয়া, দাবি ইত্যাদির বিষয়ে নিজেদের অনুসন্ধান করতে হবে।
৯. দরদাতাদের তাদের নিজস্ব স্বার্থে পরামর্শ দেওয়া হয় যে তারা বিক্রয় প্রক্রিয়াধীন স্থাবর সুরক্ষিত সম্পদের আকার/ক্ষেত্র সহ স্থাবর সুরক্ষিত সম্পদের সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য বিবরণের শিরোনাম এবং সঠিকতার সাথে নিজেদের সন্তুষ্ট করুন। বিড জমা দেওয়ার আগে তাদের সন্তুষ্টির জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সম্পত্তির ক্ষেত্রে অন্য কোনো পাওনা/দায়/দায়-দায়িত্ব স্বাধীনভাবে নিশ্চিত করতে হবে। যে দরপত্রদাতাদের দরপত্র অ্যাডভোকেট/রিসিভার দ্বারা গৃহীত হয়েছে তাদের জন্য আকার/ক্ষেত্রে অসামঞ্জস্যতা, শিরোনামের ঘাটতি, দায়বদ্ধতা বা অন্য যে কোনও কারণে তার ডাক প্রত্যাহার করা উন্মুক্ত হবে না।
১০. সম্পূর্ণ বিক্রয় বিবেচনা এবং অ্যাডভোকেট/রিসিভার দ্বারা বিক্রয় নিশ্চিতকরণ প্রাপ্তির পরে বিক্রয় শংসাপত্র জারি করা হবে। সফল দরদাতার নামে বিক্রয় শংসাপত্র জারি করা হবে। যে ব্যক্তি নিলামে দর জমা দিয়েছেন/অংশগ্রহণকারী ছাড়া বিক্রয় শংসাপত্রে নাম পরিবর্তনের জন্য কোনো অনুরোধ গ্রহণ করা হবে না।
১১. অ্যাডভোকেট/রিসিভার সর্বোচ্চ অফারটি গ্রহণ করতে বাধ্য নন এবং অ্যাডভোকেট/ প্রাপকদের যেকোনো বা অন্য সমস্ত(গুলি) গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার বা কোনো কারণ ব্যতিরেকে নিলাম স্থগিত/বাতিল করার সম্পূর্ণ অধিকার রয়েছে। বিক্রয়/নিলাম ঋণ পুনরুদ্ধার মাননীয় ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল নং ১, কলকাতার দ্বারা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে।
১২. সফল দরদাতা তার নামে সম্পত্তি হস্তান্তরের জন্য প্রযোজ্য স্ট্যাম্প ডিউটি/অতিরিক্ত স্ট্যাম্প ডিউটি/জিএসটি, রেজিস্ট্রেশন খরচ, ট্যাক্স, ফি ইত্যাদি সমস্ত প্রয়োজনীয় খরচ বহন করবে।
১৩. সকল সংবিধিবদ্ধ/অসংবিধিবদ্ধ বকেয়া, ট্যাক্স, রেট, মূল্যায়ন চার্জ, ফি ইত্যাদির দায়ভার শুধুমাত্র ক্রেতারই হবে।
১৪. সফল ক্রেতাকে পরিবহনের জন্য প্রদেয় সমস্ত চার্জ, ফি/খরচ বহন করতে হবে যেমন স্ট্যাম্প ডিউটি, অতিরিক্ত স্ট্যাম্প ডিউটি, রেজিস্ট্রেশন ফি ইত্যাদি ভারত এবং রাজ্য আইন এবং অন্যান্য কর্তৃপক্ষের আইন অনুযায়ী প্রযোজ্য।
১৫. ই-নিলামে অংশগ্রহণের আগে একজন সম্ভাব্য ক্রেতাকে এমএসটিসি ই-কমার্সের সাথে নিবন্ধিত হতে হবে। নিবন্ধন করার জন্য, একজন ক্রেতাকে নিজেই https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp ওয়েবসাইটে একটি অনলাইন ফর্ম পূরণ করতে হবে। ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড অনলাইন রেজিস্ট্রেশনের সময় ক্রেতা নিজেই তৈরি করে। ব্যক্তি ব্যতীত দরদাতাগণও যথাযথ ম্যান্ডেট ফর বিডিং আপলোড করবেন।
১৬. বিক্রয় মহামান্য প্রিসাইডিং অফিসার ডিআরটি-১ কলকাতা দ্বারা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে।
সম্পত্তি পরিদর্শন, ই নিলাম সংক্রান্ত আরও বিশদ বিবরণের জন্য, ইচ্ছুক দরদাতা নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।
১. শ্রী দেবাশিস মুখার্জি, জয়েন্ট রিসিভার, মোবাইল নং - **৮৯১০৫৭৭০৮৬/৯৮৩১০১০০০৬**
২. বরুণ কুমার দত্ত, অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার, এসবিআই, এসএএমবি-২ শাখা, মোবাইল নং - **৯৬৭৪৭১০১১৮**
৩. বন্দনা পাল, কেস অফিসার, এসবিআই, এসএএমবি-২ শাখা, মোবাইল নং - **৯০০৭৬৯২৩৩৭**

স্থান : কলকাতা **শ্রী দেবাশিস মুখার্জি** অ্যাডভোকেট/রিসিভার **শ্রী বরুণ কুমার দত্ত** অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার
তারিখ : ২৬.০৪.২০২৪

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া Bank of India BOI Relationship beyond banking
Bardhaman Zonal Office, 445N, Armstrong Avenue, Nehru Nagar, Sector-2A, Durgapur, District - Burdwan, PIN-713212, E-mail- zo.bardhaman@bankofindia.com

সংশোধনী

২২.০৩.২০২৪ তারিখের 'ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, প্রভাত খবর এবং একদিন" সংস্করণে ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ অধীনে প্রকাশিত আমাদের বিজ্ঞাপনে : শাখা : **চিত্তরঞ্জন শাখা,** ই-নিলামের তারিখ ৩০.০৪.২০২৪, অ্যাকাউন্ট নাম : **মেসার্স হোটেল সিলভার প্যালেস এবং** ঋণগ্রহীতার নাম : **শ্যামল মন্ডল**- বিশেষ কারণে প্রত্যাহার করা হল। অসুবিধার কারণে দুঃখিত।
পূর্বের বিজ্ঞাপনের অন্যান্য সকল নিয়ম এবং শর্তাদি অপরিবর্তিত থাকবে। অসুবিধার কারণে দুঃখিত।

তারিখ : ২৬.০৪.২০২৪ **অনুমোদিত অফিসার**
স্থান : দুর্গাপুর **ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া**

কলকাতাস্থ ডেটস রিকভারি অ্যাপিলেট ট্রাইবুনাল

৯, ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রিট, ৮ম তল, কলকাতা - ৭০০০০১

মিস অ্যাপিল - ২০২৩ সালের
ডিওয়াই নং ৮৯৬-২০২৩ সালের
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া এবং অন্যান্য ... আবেদনকারীগণ
বনাম
অ্যাডমস মার্কেটিং প্রা. লি. এবং অন্যান্য ... বিবাদীগণ

প্রতি,
১. **শ্রীমতি সুমিত্রা রায়,** পি-৮৮/১, বেনারস রোড, পো : নেতাজিগড়, বেলাছিয়া, লিলুয়া, হাওড়া : ৭১১১০৮, (বিবাদী নং ৩)
২. **শ্রীমতি মুনমুন পাঁজা,** ১৪/২, পি রোড, বেলগাছিয়া, থানা : জগাছিয়া, হাওড়া : ৭১১১০৮ (বিবাদী নং ৪)
৩. **শ্রী গৌতম ঘোষ,** ২০/৩, শীতলামাতা লেন, বরানগর, কলকাতা : ৭০০০১৯, (বিবাদী নং ৫)

সমন

১. যেহেতু আবেদনকারী ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৮ ধারা অধীনে আবেদন প্রেক্ষিতে মহামান্য প্রিসাইডিং অফিসার, ডিআরটি-১ কলকাতা কর্তৃক চূড়ান্ত নির্দেশ/বিচার এবং অন্যান্য অব্যহতির বিরুদ্ধে- এতদ্বারা আপনাদের এই ট্রাইবুনাল সমীপে সকাল ১০.৩০টায় বা অব্যবহিতভাবে ট্রাইবুনালের সুবিধামতো ০৯.০৫.২০২৪ তারিখে লিখিত প্রতিবেদন মাধ্যমে উত্তর দাখিলের জন্য সমন জারি করা হচ্ছে।
২. আপনারা কোনও নথিতথ্য দাখিল করতে চাইলে, লিখিত প্রতিবেদনের সঙ্গে তার একটি তালিকা সহ দাখিল করতে পারেন।
৩. আপনাদের নথিভুক্ত ঠিকানা এবং ট্রাইবুনাল সমীপে ব্যক্তিগতভাবে বা যথাযথভাবে নির্দেশিত প্লিডার/আইনজীবী মারফত হাজিরার ক্ষেত্রে হাজিরার আবেদন দাখিল করবেন।
৪. আরও অবগত হোন যে, উল্লিখিত তারিখে আপনাদের অনুপস্থিতির কারণে মামলার শুনানি হবে এবং সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে আপনাদের অনুপস্থিতিতেই।
স্বহস্তে ট্রাইবুনালের সিলমোহর প্রদত্ত, তারিখ ২৪ এপ্রিল ২০২৪।

স্বা/-
রেজিস্ট্রার
ডেটস রিকভারি অ্যাপিলেট ট্রাইবুনাল
কলকাতা

ফর্ম জি
মাল্টিপল হোটেলস প্রাইভেট লিমিটেড-কলকাতা এবং শান্তিনিকেতনে (পশ্চিমবঙ্গ) রিয়েল এস্টেস ব্যবসা পরিচালনাকারীর জন্য আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৬এ-এর সাব রেগুলেশন (১) অধীনে)

সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত		
১	প্যান/সিন/এলএলপি নং সহ কর্পোরেট ডেটরের নাম	**মাল্টিপল হোটেলস প্রাইভেট লিমিটেড** PAN : AADCM1473D CIN : U55101WB1998PTC087564
২	রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা	৬, মিলন পল্লী দেশপ্রিয় নগর, বেলঘরিয়া, উত্তর পরগনা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত ৭০০০৫৬
৩	ওয়েবসাইটের ইউআরএল	কর্পোরেট ডেটর কর্তৃক কোনও ওয়েবসাইট রাখা হয়নি
৪	যেখানে অধিকাংশ স্থায়ী সম্পদ অবস্থিত	কলকাতা এবং শান্তিনিকেতন (পব)
৫	প্রধান পণ্য/পরিষেবা স্থাপনের ক্ষমতা	রিয়েল এস্টেট প্রজেক্ট, শান্তিনিকেতনে বাংলো নির্মাণ
৬	বিগত আর্থিক বছরে প্রধান পণ্য/ পরিষেবাদি বিক্রির পরিমাণ এবং মূল্য	আর্থিক বর্ষ ২০২০-২১ রেভিনিউ নেই
৭	কর্মী/কাজের লোকের সংখ্যা	-
৮	বিগত দুই বছরের, বিনিয়োগকারীগণের তালিকা, প্রক্রিয়াগত সংশ্লিষ্ট ঘটনা (শিডিউলড সহ) প্রাপ্ত আর্থিক প্রতিবেদন সহ পরবর্তী	জীতেন্দ্র লোহিয়া ২/৭ শরৎ বোস রোড, বসুন্ধরা বিল্ডিং, ৩য় তল, কলকাতা-৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ ইমেল মারফত জানা যাবে mhplcirp@gmail.com, ক্রেডিটরের তালিকা পাওয়া যাবে https://ibbi.gov.in/en/claims/claim-process
৯	প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের যোগ্যতার বিষয় পাওয়া যাবে সংশ্লিষ্ট কোডের ধারা ২৫(২)(এইচ) অধীনে	আগ্রহ প্রকাশক নথিতে উপযুক্ততার যোগ্যতাবলি উল্লিখিত আছে, mhplcirp@gmail.com ইমেল পাঠিয়ে কপি পাওয়া যাবে
১০	আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান গ্রহণের শেষ তারিখ	১১.০৫.২০২৪
১১	সম্ভাব্য প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের সাময়িক তালিকা ইস্যুর তারিখ	১৫.০৫.২০২৪
১২	সাময়িক তালিকার বিষয়ে আপত্তি দাখিলের শেষ তারিখ	২০.০৫.২০২৪
১৩	সম্ভাব্য প্রস্তাব আবেদনকারীগণের চূড়ান্ত তালিকা ইস্যুর তারিখ	২১.০৫.২০২৪
১৪	মেমোর্যান্ডাম, মূল্যায়ণ ম্যাট্রিক্স এবং প্রস্তাব পরিকল্পনা অনুরোধ ইস্যুর তারিখ	২১.০৫.২০২৪
১৫	রেজোলিউশন প্ল্যান জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	২০.০৬.২০২৪
১৬	ইওআই দাখিলের প্রক্রিয়া ইমেল আইডি	mhplcirp@gmail.com

স্বা/-
সিএ জীতেন্দ্র লোহিয়া
(IBBI/IPA/P00170/2017-18/10339)
AA1/10339/02/101224/106527, বৈধ : ১০.১২.২০২৪
২/৭ শরৎ বোস রোড, বসুন্ধরা বিল্ডিং, ৩য় তল, মিন্টো পার্কের নিকট কলকাতা - ৭০০০২০
মোবাইল ৯৮৭৪০৪৪০০০, ইমেল : jitulohia@knjainco.com
মাল্টিপল হোটেলস প্রাইভেট লিমিডে-এর পক্ষে
তারিখ : ২৬.০৪.২০২৪
স্থান : কলকাতা

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ALLAHABAD
পরিশিষ্ট ৪ (পরিশিষ্ট ৩)
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

জঙ্গিপুর ব্রাঞ্চ
লালগোলা মহারাজা রোড, পো. এবং থানা - রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২ ২২৫

[২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮(১) অধীন]

যেহেতু :
নিম্নস্বাক্ষরকারী **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে **১৯.০২.২০২৪** তারিখে **(১) 'প্রয়াত রেখা হালদার-এর এস্টেট' (প্রয়াত) (ঋণগ্রহীতা) আইনি উত্তরাধিকারী কর্তৃক প্রতিনিধিত্বকারী যেমন (ক) শ্রী রাকেশ হালদার,** পিতা নয়ন হালদার এবং **(খ) শ্রী কালু হালদার,** পিতা নয়ন হালদার এবং **জামিনদাতা/বন্ধকদাতা : নয়ন হালদার,** পিতা প্রয়াত পরীক্ষিত হালদার **(২) মেসার্স আর বি এন্টারপ্রাইজ, অংশীদার শ্রী রাকেশ হালদার,** পিতা নয়ন হালদার এবং **'প্রয়াত বিপুল হালদার-এর এস্টেট' (প্রয়াত) (অংশীদার) আইনি উত্তরাধিকারী কর্তৃক প্রতিনিধিত্বকারী যেমন সুস্মিতা হালদার,** স্বামী প্রয়াত বিপুল হালদার এবং **জামিনদাতা/বন্ধকদাতা : নয়ন হালদার,** পিতা প্রয়াত পরীক্ষিত হালদার, সকলের ঠিকানা - আমবাগান কলোনি, পো. রঘুনাথগঞ্জ, থানা - রঘুনাথগঞ্জ, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ২২৫, প.ব. **ওসিসি অ্যাকাউন্ট (এ/সি নং ৬২৬১৩১২১৫৭) এবং ওসিসি অ্যাকাউন্ট (এ/সি নং ৬৫৪৯২৮৫৮১৮) জঙ্গিপুর শাখার** নিকট নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **৯০,২২,০৭৭.২৫ টাকা (নব্বই লাখ বাইশ হাজার সাতাত্তর টাকা এবং পঁচিশ পয়সা) টাকা ১৮.০২.২০২৪ অনুযায়ী** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/জামিনদাতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/জামিনদাতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **২৫ এপ্রিল ২০২৪ তারিখে।**
ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক** নিকট বকেয়া **৯০,২২,০৭৭.২৫ টাকা (নব্বই লাখ বাইশ হাজার সাতাত্তর টাকা এবং পঁচিশ পয়সা) টাকা ১৮.০২.২০২৪ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
"ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত সারফেসি আইনের ১৩(৮) ধারা সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।"
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত নির্মাণ মৌজা : বাসুদেবপুর, জেএল নং ৯৫, আরএস প্লট নং ২৩২ এবং এলআর প্লট নং ২৭৮, এলআর খতিয়ান নং ৪৯৬১, এরিয়া : ২.০০ ডেসিমেল জঙ্গিপুর পুরসভা অধীন, আমবাগান কলোনি, পো এবং থানা : রঘুনাথগঞ্জ, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ। স্বত্ব দলিল নং ১-১১২৮৩ তারিখ ১৮.১২.২০১৭, জঙ্গিপুর এডিএসআর মুর্শিদাবাদ, **সম্পত্তি শ্রী নয়ন হালদারের নামে। উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : শ্রী বলাই হালদার এবং অন্যান্যর সম্পত্তি, দক্ষিণে : ১০ ফুট চওড়া পুর সড়ক, পূর্বে : ৬ ফুট চওড়া পুর সড়ক, পশ্চিমে : শ্রী বিষ্ণুপ্রিয়া হালদারের সম্পত্তি।

তারিখ : ২৫.০৪.২০২৪ অনুমোদিত অফিসার
স্থান : জঙ্গিপুর ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড

রেজিঃ অফিস: 'বৈভব' ৪এফ, ৪, লি রোড, কলকাতা - ৭০০ ০২০
CIN NO: L74300WB1983PLC036342
টেলিফোন নং- ০৩৩-২২৯০-৭৪০০/৭৪০১/৭৪০২/০৫৪৪
ই-মেইল: smifcap@gmail.com, cs.smifs@gmail.com ওয়েবসাইট: www.smifscap.com

পোস্টাল ব্যালট এবং ই-ভোটিংয়ের বিজ্ঞপ্তি

সদস্যদের এতদ্বারা অবহিত করা হচ্ছে যে সেকশন ১০৮ এবং ১১০ এবং কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর সংশোধিত ("**অ্যাক্ট**") -এর অন্যান্য প্রযোজ্য বিধান অনুসারে, কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট এন্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪, সংশোধিত ("**ম্যানেজমেন্ট রুলস**"), জেনারেল সার্কুলার নং. ১৪/২০২০ তারিখ ৮ এপ্রিল, ২০২০, ১৭/২০২০ তারিখ ১৩ এপ্রিল,২০২০, ২০/২০২০ তারিখ ৫ মে, ২০২০, ২২/২০২০ তারিখ ১৫ জুন, ২০২০, ৩৩/২০২০ তারিখ ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২০, ৩৯/২০২০ তারিখ ৩১ ডিসেম্বর, ২০২০, ১০/২০২১ তারিখ ২৩ জুন, ২০২১, ২০/২০২১ তারিখ ৮ ডিসেম্বর, ২০২১, ৩/২০২২ তারিখ ৫ মে, ২০২২, ১১/২০২২ তারিখ ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২ এবং ৯/২০২৩ তারিখ ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ এবং ভারত সরকারের কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক কর্তৃক জারি করা অন্যান্য প্রাসঙ্গিক সার্কুলার ("**এমসিএ সার্কুলার**"), ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারিজ অফ ইন্ডিয়া দ্বারা জারি করা সাধারণ সভায় সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড, সেবি সার্কুলার নং. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 তারিখ- ১৩ মে, ২০২২, সেবি সার্কুলার নং. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 তারিখ-০৫ জানুয়ারি, ২০২৩ এবং সেবি সার্কুলার নং. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 তারিখ- ৭ অক্টোবর,২০২৩ (একত্রে 'সেবি সার্কুলার') এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়ার রেগুলেশন ৪৪ (লিস্টিং অবলিগেশন এন্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫ সংশোধিত হিসাবে ("**এলওডিআর রেগুলেশনস**") এবং অন্য কোন প্রযোজ্য আইন, বিধি ও প্রবিধান (যেকোনো সংবিধিবদ্ধ পরিবর্তন(গুলি) বা এর পুনঃপ্রণয়ন(গুলি) সহ, আপাততঃ বলবৎ), অনুসারে রিমোট ই-ভোটিং ("**ই-ভোটিং**") প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিম্নলিখিত বিশেষ রেজোলিউশনের জন্য এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড ("**কোম্পানি**") এর সদস্যদের অনুমোদন চাওয়া হয়েছে।

বিশেষ রেজোলিউশনের বর্ণনা

১. কোম্পানির একজন নন-এক্সিকিউটিভ, স্বাধীন ডিরেক্টর হিসাবে শ্রী নিতিন দাগা (DIN: 08606910) -এর নিয়োগ
২. কোম্পানির একজন নন-এক্সিকিউটিভ, স্বাধীন ডিরেক্টর হিসাবে শ্রী প্রতীক ঘোষ (DIN: 10545249) -এর নিয়োগ
৩. কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর সেকশন ১৮৬ এর অধীনে বিনিয়োগ করা/লোন ও অগ্রিম বাড়ানো এবং গ্যারান্টি প্রদান বা সিকিউরিটিজ প্রদানের জন্য অনুমোদন নেওয়া

এমসিএ সার্কুলার অনুসারে, কোম্পানি ২৫ এপ্রিল, ২০২৪ এর মধ্যে ইলেকট্রনিক মোডের মাধ্যমে পোস্টাল ব্যালট নোটিশের ইলেকট্রনিক কপি পাঠানোর কাজ সম্পন্ন করেছে, যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানি/ ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী(দের) সাথে নিবন্ধিত আছে ২৯ মার্চ, ২০২৪ অনুযায়ী ("**কাট-অফ তারিখ**")।
উল্লিখিত বিজ্ঞপ্তিটি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.smifscap.com, বিএসই লিমিটেড ("**বিএসই**") এর ওয়েবসাইটের প্রাসঙ্গিক বিভাগ www.bseindia.com এবং ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড ("**সিএসই**") -এর www.cse-india.com যেখানে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার তালিকাভুক্ত করা হয়েছে এবং সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস লিমিটেডের ("**সিডিএসএল**") ওয়েবসাইট www.cdslindia.com -এও পাওয়া যাবে।
এমসিএ সার্কুলারগুলির বিধান অনুসারে, সদস্যরা শুধুমাত্র ই ভোটিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভোট দিতে পারেন। সদস্যদের ভোটদানের অধিকার ই-ভোটিং প্রক্রিয়ার ভিত্তিতে গণনা করা হবে। সদস্যদের ভোটের অধিকার কাট-অফ তারিখে তাদের হাতে থাকা কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারের ভিত্তিতে গণনা করা হবে। যে কোনো ব্যক্তি যিনি কাট-অফ তারিখে কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার নন, শুধুমাত্র তথ্যের উদ্দেশ্যে পোস্টাল ব্যালট নোটিশটি ব্যবহার করবেন।
কোম্পানি তার সকল সদস্যদের ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস লিমিটেড ('সিডিএসএল') এর পরিষেবাগুলি নিযুক্ত করেছে। ০২ মে, ২০২৪ সকাল ১০.০০টা থেকে ভোট দেওয়া শুরু হবে এবং শেষ হবে ৩১ মে, ২০২৪ বিকাল ০৫.০০টা, এরপরে সিডিএসএল দ্বারা ই-ভোটিং সুবিধা অক্ষম করা হবে।
যে সদস্যরা তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি তাদের সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের সাথে তাদের ইমেল ঠিকানাগুলি নিবন্ধন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে এবং ফিজিক্যাল মোডে শেয়ার ধারণকারী সদস্যদের কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট, মাহেশ্বরী ডেটোমেটিকস প্রাইভেট লিমিটেড, ২৩-, আর.এন. মুখার্জি রোড, ৫ম ফ্লোর, কলকাতা- ৭০০০০১, টেলিফোন ০৩৩-২২৪৮২২৪৮, ফ্যাক্স- ০৩৩-২২৪৮৪৭৮৭, mdpldc@yahoo.com এর সাথে তাদের ইমেল ঠিকানা আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে এবং সভার বিজ্ঞপ্তির অনুলিপি পেতে, রিমোট ই-ভোটিংয়ের জন্য নির্দেশাবলী এবং ভিসির মাধ্যমে সভায় অংশ নেওয়ার জন্য নির্দেশাবলী পেতে।
বোর্ড শ্রী সুধাংসু শেখর পানিগ্রাহী, (সদস্য নং ২৩১৮৭) (সিপি নং ১৯৬৪৯) প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারিকে সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে ভোটদান প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য স্ক্রুটিনাইজার ("**স্ক্রুটিনাইজার**") হিসাবে নিয়োগ করেছে।
সিডিএসএল ই-ভোটিং সিস্টেম এর ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন বা সমস্যার ক্ষেত্রে, আপনি helpdesk.evoting@cdslindia.comé -এ ইমেল লিখতে পারেন বা টোল ফ্রি নম্বর ১৮০০ ২২ ৫৫৩৩ -এ যোগাযোগ করতে পারেন। ।
ই-ভোটিং যাচাই-বাছাই শেষ হওয়ার পর স্ক্রুটিনাইজার তার রিপোর্ট চেয়ারম্যান বা চেয়ারম্যান কর্তৃক অনুমোদিত অন্য কোনো ব্যক্তির কাছে জমা দেবেন এবং ফলাফল ০২ জুন, ২০২৪-এ বা তার আগে ঘোষণা করা হবে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.smifscap.com) এবং সিডিএসএল এর ওয়েবসাইট (www.cdslindia.com) -এ প্রদর্শিত হবে এবং স্টক এক্সচেঞ্জ, ডিপোজিটরি, রেজিস্ট্রার এন্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করা হবে।
ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনও অভিযোগের ক্ষেত্রে, সদস্যরা শ্রী রাকেশ ডালভি, সিনিয়র ম্যানেজার, (সিডিএসএল,) সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড, এ উইং, ২৫ ফ্লোর, ম্যারাথন ফিউচারেক্স, মাফতলাল মিল কম্পাউন্ডস, এন এম-জোশী মার্গ, লোয়ার পারেল (পূর্ব), মুম্বাই - ৪০০০১৩ এর কাছে লিখতে পারেন অথবা helpdesk.evoting@cdslindia.com -এ ইমেল পাঠান অথবা টোল ফ্রি নম্বর ১৮০০২২৫৫৩৩ এ কল করুন।

বোর্ডের আদেশক্রমে
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
স্থান: কলকাতা **পুনম ভাটিয়া**
তারিখ: ২৬ এপ্রিল, ২০২৪ **কোম্পানি সেক্রেটারি-কাম-কমপ্লায়েন্স অফিসার**

SBI স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, বর্ধমান
(কোড - ১৪৮১৭), উল্লাস গেট নং ১, পিন - ৭১৩১০৪ (প.ব.)
জেলা - পূর্ব বর্ধমান, প.ব., ইমেল : sbi.14817@sbi.co.in

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
[রুল-৮(১)]

যেহেতু,
এতদ্বারা নিম্নস্বাক্ষরকারী **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া,** অনুমোদিত অফিসার ২০০২ (২০০২ এর ৫৪) সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ঋণগ্রহীতার আইনি উত্তরাধিকারীর প্রতি ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতার আইনি উত্তরাধিকারীর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তিসমূহের স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তিসমূহের লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া** নিকট বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ এবং তাৎক্ষণিক ব্যয়, শুল্ক, চার্জ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতর নাম এবং ঠিকানা	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) দখলের তারিখ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) বকেয়া পরিমাণ
১	**ঋণগ্রহীতা : শ্রীমতি শিপ্রা চৌধুরী** স্বামী শ্রী মনজিৎ চৌধুরী **এবং** **শ্রী মনজিৎ চৌধুরী,** পিতা প্রয়াত কৃষ্ণ কানাই চৌধুরী, ঠিকানা : আনন্দপল্লি, লাল্টু স্মৃতি সংঘ এর বিপরীতে, পো : শ্রীপল্লি, জেলা : পূর্ব বর্ধমান-৭১৩১০৩।	**সম্পত্তির স্বত্বাধিকারীর নাম : শ্রী মনজিৎ চৌধুরী, পিতা প্রয়াত কৃষ্ণ কানাই চৌধুরী, দলিল নং ১-১৯৭৬-২০২০ সালের।** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ এবং তদস্থিত দোতলা ভবন জমির এরিয়া এবং অবস্থিতি মৌজা : শঙ্করীপুকুর, জেএল নং ৩৮, বর্ধমান পুরসভা অধীন, উল্লেখ্য বন্ধকদত্ত দলিল নং ১-১৯৭৬-২০২০ সালের, এলআর খতিয়ান নং ৬১৩, আরএস খতিয়ান নং ৭১৬, আরএস প্লট নং ৪৯৭, শ্রেণি : বাস্তু, জমির এরিয়া কমবেশি ২.৫ শতক এবং নির্মিত ভবনের এরিয়া ২১৭৮ বর্গফুট, থানা : বর্ধমান, জেলা : পূর্ব বর্ধমান। সম্পত্তির চৌহদ্দি নিম্নরূপ : উত্তরে : আনন্দপল্লি রোড, দক্ষিণে : সড়ক, পূর্বে : প্লট নং ৪৯৭/৯৪৩ জমি, পশ্চিমে : আনন্দপল্লি মোড়।	ক) ২৫.০৪.২০২৪ খ) ০১.০২.২০২৪ গ) ৭৯,৭৬,২৫২.০০ টাকা **(উনআশি লাখ ছিয়াত্তর হাজার দুশো বাহান্ন টাকা)** ০১.০২.২০২৪ অনুযায়ী এবং ০২.০২.২০২৪ থেকে পরবর্তী সুদ, ব্যয় ইত্যাদি সহ।
২	**ঋণগ্রহীতা : শ্রীমতি মৌমিতা কংসবণিক,** স্বামী নাসির মল্লিক, **ঠিকানা :** ২বি, ৩য় তল, স্মার্ট হোমস-টাওয়ার-ফাল্গুনি-১০, রেনেসাঁ টাউনশিপ, বর্ধমান, জেলা পূর্ব বর্ধমান, পিন : ৭১৩১০২ **এবং** বাবুরবাগ পশ্চিম পাড়া, শ্যামলাল পো : রাজবাটী, জেলা : পূর্ব বর্ধমান, পিন : ৭১৩১০৪।	**সম্পত্তির স্বত্বাধিকারীর নাম : শ্রীমতি মৌমিতা কংসবণিক, দলিল নং ১-৪০৭৮-২০২২ সালের।** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ইউনিট তথা ফ্ল্যাট তথা অ্যাপার্টমেন্ট নং ২বি, টাওয়ার : ফাল্গুনি-১০, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৬৫৮ বর্গফুট ৩য়তলে, রিং রোড, স্মার্ট হোমস জোন এবং সকলের ব্যবহারের জায়গা ও সুবিধা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ সংশ্লিষ্ট স্মার্ট হোমস জোনে সমপরিমাণ ৫৯.১৬ বর্গ মিটার অবস্থিত মৌজা : কাঁত্রাপোতা, জেএল নং ২৮, এলআর খতিয়ান নং ৩৬১, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৮১ থেকে ৯৩, থানা বর্ধমান, জেলা : পূর্ব বর্ধমান, রেজিস্ট্রিকৃত বিক্রয় দলিল তথা অ্যাসাইনমেন্ট নং ০২০৩০৪০৭৮-২০২২ সালের। **উক্ত ফাল্গুনি-১০ টাওয়ার এর চৌহদ্দি নিম্নরূপ :** উত্তরে : খোলা জায়গা বাইরের প্রকল্প এরিয়া, দক্ষিণে : গ্রুপ হাউসিং, পূর্বে : রিং রোড, পশ্চিমে : খোলা জায়গা বাইরের প্রকল্প এরিয়া।	ক) ২৫.০৪.২০২৪ খ) ১৫.০২.২০২৪ গ) ২০,৫২,৫৭৮.০০ টাকা **(কুড়ি লাখ বাহান্ন হাজার পাঁচশ আটাত্তর টাকা)** ০৫.০২.২০২৪ অনুযায়ী এবং ০৬.০২.২০২৪ থেকে পরবর্তী সুদ, ব্যয় ইত্যাদি সহ।

দ্রষ্টব্য- ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টে দখল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ঋণগ্রহীতা কোনও কারণে নোটিশ না পেয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট এই নোটিশকে বিকল্প নোটিশ হিসেবে গণ্য করতে হবে।

তারিখ - ২৫.০৪.২০২৪ অনুমোদিত অফিসার
স্থান - বর্ধমান এসবিআই, এসএআরবি, বর্ধমান

জয় বালাজি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস : ৫, বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১
ফোন: (০৩৩)২২৪৮-৯৮০৮, ফ্যাক্স : (০৩৩)২২৪৩-০০২১
ইমেল: Jaibalaji@jaibalajigroup.com, ওয়েবসাইট: www.jaibalajigroup.com, CIN: L27102WB1999PLC089755

৩১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণের সারাংশ

(₹ লাখে)

ক্র. নং	বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন					কনসোলিডেটেড		
		ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			বর্ষ সমাপ্ত		ত্রৈমাসিক সমাপ্ত		বর্ষ সমাপ্ত
		৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত)	৩১.১২.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত)	৩১.১২.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত)
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	২০০,১৮৩.১৫	১৫৬,২৪২.৬৮	১৭৪,৫২৪.৬৩	৬৬২,৮৮৬.৬৯	৬১৬,০৫৬.৪১	২০০,১৮৩.১৫	১৫৬,২৪২.৬৮	৬৬২,৮৮৬.৬৯
২	নিট লাভ / (ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পূর্ববর্তী)	৩৫,৬৬২.৫৮	২৩,৪৬০.২৯	৩,৪০১.৩৭	৯৬,৩২১.১০	১০,৪৯২.১৫	৩৫,৬৬২.৫৮	২৩,৪৬০.২৯	৯৬,৩২১.১০
৩	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	৩৫,৬৬২.৫৮	২৩,৪৬০.২৯	৩,৪০১.৩৭	৯৬,৩২১.১০	১০,৪৯২.১৫	৩৫,৬৬২.৫৮	২৩,৪৬০.২৯	৯৬,৩২১.১০
৪	নিট লাভ / (ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	২৭,২৯৭.৯৪	২৩,৪৬০.২৯	(১,৩০৮.৩৪)	৮৭,৯৫৬.৪৬	৫,৭৮২.৪৪	২৭,২৯৭.৯৪	২৩,৪৬০.২৯	৮৭,৯৫৬.৪৬
৫	সময়কালের জন্য মোট আনুপুঙ্খিক আয় [সময়কালের জন্য লাভ/ক্ষতি সমন্বিত (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য আনুপুঙ্খিক আয় (কর পরবর্তী)]	২৭,২১৬.৪৫	২৩,৪৬০.২৯	(১,৩৪৬.৬০)	৮৭,৮৭৪.৯৭	৫,৭৪৪.১৮	২৭,২১৬.৪৫	২৩,৪৬০.২৯	৮৭,৮৭৪.৯৭
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	১৬,৩৬৫.০৩	১৬,০৪৫.০৩	১৪,৫৪৫.০৩	১৬,৩৬৫.০৩	১৪,৫৪৫.০৩	১৬,৩৬৫.০৩	১৬,০৪৫.০৩	১৬,৩৬৫.০৩
৭	অন্যান্য ইক্যুইটি	-	-	-	১৩৪,০৪৬.৬০	৪১,০৬২.৭১	-	-	১৩৪,০৪৬.৬০
৮	শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) (প্রতিটি ₹ ১০/-) (বার্ষিকীকৃত নয়)								
	(ক) মৌলিক (₹)	১৬.৯৫	১৪.৭২	(১.২৬)	৫৫.৮০	৪.৪৯	১৬.৯৫	১৪.৭২	৫৫.৮০
	(খ) মিশ্রিত (₹)	১৫.৭৭	১৩.২২	(০.৭৩)	৪৯.৮২	৪.১১	১৫.৭৭	১৩.২২	৪৯.৮২

দ্রষ্টব্য:
ক) উপরোক্ত বিষয়টি হল সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশন অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩ অনুযায়ী স্টক এক্সচেঞ্জে পেশ করা ৩১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফরম্যাটের নির্যাস। ৩১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত চতুর্থ ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটসমূহ যথাক্রমে www.nseindia.com, www.bseindia.com এবং এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
খ) ২০২৪ সালের ৩১ মার্চ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকের পরিসংখ্যানগুলি ৩১ মার্চ, ২০২৪ সালে শেষ হওয়া সম্পূর্ণ আর্থিক বছরের ক্ষেত্রে নিরীক্ষিত পরিসংখ্যান এবং ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত অনিরীক্ষিত প্রকাশিত সময়ের পরিসংখ্যানের মধ্যে প্রাপ্ত পরিসংখ্যানকে বর্তমান নয় মাসের সময়কালের তৃতীয় ত্রৈমাসিকের তারিখ হিসাবে উপস্থাপন করে, যা একটি সীমিত পর্যালোচনার সাথে সামঞ্জস্য করা হয়েছিল।
গ) উপরিউক্ত ফলাফল অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচিত এবং ২৫.০৪.২০২৪ তারিখের পরিচালন পর্ষদের সভায় অনুমোদিত।
ঘ) বিগত বর্ষের রাশিসমূহকে চলতি সময়কালের রাশির সঙ্গে সমতুল করতে পুনর্সজ্জিত/ পুনর্দলভুক্ত করা হয়েছে।

জয় বালাজি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
আদিত্য জাজোদিয়া
চেয়ারম্যান এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN : 00045114

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ২৫ এপ্রিল, ২০২৪

দক্ষিণ মালদায় ১৭ প্রার্থী মনোনয়ন জমায় দু'টি ইভিএম মেশিন ব্যবহার!

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: এবারের লোকসভা ভোটে দক্ষিণ মালদা কেন্দ্রের ১৭ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ায় দু'টি ইভিএম মেশিন ব্যবহার হবে, এমনটাই জানা গিয়েছে জেলা প্রশাসন সূত্রে। প্রশাসনের একটি সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, একটি ইভিএম মেশিনে নোটা সহ মোট ১৬ জন প্রার্থীর ব্যালট রাখার ব্যবস্থা রয়েছে। যেহেতু এবারে দক্ষিণ মালদা লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল, বিজেপি, কংগ্রেস সহ মোট ১৭ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন, তার কারণেই সংশ্লিষ্ট লোকসভা কেন্দ্রের প্রতিটি বুথে ব্যবহার হবে দু'টি করে ইভিএম মেশিন। এর ফলে চাপ বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে নির্বাচনি কর্মীদের।

যদিও এই লোকসভা নির্বাচন নিয়ে ইতিমধ্যে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ভোটকর্মীদের নির্দিষ্ট সময় ধরেই প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজ সেরে ফেলা হয়েছে। সুতরাং লোকসভা ভোটে দক্ষিণ মালদা কেন্দ্রে দু'টি ইভিএম মেশিন ভোট গ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যবহার হলেও কোনও সমস্যাই হবে না ভোটকর্মীদের বলেও জানিয়েছেন জেলা

প্রশাসনের পদস্থ কর্তারা।

প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, এবারে লোকসভা নির্বাচনে দক্ষিণ মালদা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী হয়েছেন ইতিহাস গবেষক তথা অধ্যাপক শাহনাওয়াজ আলি রায়হান। পাশাপাশি বিজেপির প্রার্থী হয়েছেন নির্ভয়া দিদি হিসেবে পরিচিত শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী এবং কংগ্রেস প্রার্থী হয়েছেন গনিখান চৌধুরীর ভাইপো তথা প্রাক্তন বিধায়ক ঈশান চৌধুরী। এই তিন দলের বাইরে আরও ১৪ জন প্রার্থী বিভিন্ন ভাবে নির্দল ও অন্যান্য সংগঠন থেকেও লোকসভা নির্বাচনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। এত বিপুল পরিমাণ প্রার্থীর মনোনয়ন জমা দেওয়ার পরেই এখন প্রথম সারির দলগুলি ভোট কাটাকাটির বিষয় নিয়ে শুরু করেছে দলীয়স্তরে চুলচেরা বিশ্লেষণ। যদিও তৃণমূল, বিজেপি এবং কংগ্রেস প্রত্যেকে নিজেদেরকে দক্ষিণ মালদা লোকসভা কেন্দ্র থেকে এগিয়ে রাখছেন।

দক্ষিণ মালদা লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী শাহনাওয়াজ আলি রায়হান বলেন, 'বিগত দিনে এই লোকসভা কেন্দ্রে কংগ্রেস সাংসদ ক্ষমতায় থেকেও কোনও উন্নয়ন করতে পারেননি। এই লোকসভা কেন্দ্রে যেখানে নির্বাচনী সভা করছি, সেখানে বিপুল মানুষের সাড়া পাচ্ছি। গঙ্গার চড় থেকে শুরু করে ভূতনির চর পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গায় মিটিং, মিছিল করেছি। মানুষের সাড়া ব্যাপক হারে দেখা যাচ্ছে। আসলে মানিকচক ব্লকের এই ভূতনি দ্বীপকে শহরের সঙ্গে সংযুক্ত করার ক্ষেত্রেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উদ্যোগ নিয়েছিলেন। বর্তমানে আগেই দীর্ঘ আড়াই কিলোমিটার গঙ্গা নদীর ওপর সেতু তৈরি হয়েছে। দক্ষিণ মালদার ইংরেজবাজার, মানিকচকে কার্পেট শিল্পের হাব তৈরি হয়েছে। কালিয়াচকের রেশম শিল্পকে উন্নত করার ক্ষেত্রে একাধিক চাষির উন্নতমানের মেশিন দিয়েছে রাজ্য সরকার। গঙ্গার ভাঙন প্রতিরোধের ক্ষেত্রেও বৈষ্ণবনগর এলাকায় সেচ দপ্তর কাজ করে চলেছে। যদিও এই কাজ কেন্দ্রের ফরাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষের করার কথা ছিল। এইরকমই একাধিক উন্নয়নমূলক পরিষেবা পেয়ে মানুষ তৃণমূলকে দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করছে।'

দক্ষিণ মালদা লোকসভা কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী ঈশাখান চৌধুরী বলেন, 'তৃণমূলের অভিযোগ ভিত্তিহীন। সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে কাজ করেছেন বিদায়ী সাংসদ আবু হাসান খান চৌধুরী।' বিজেপি প্রার্থী শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী বলেন, 'ভাঙন প্রতিরোধের ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ধরেই ফারাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ কাজ করে আসছে। কিন্তু তৃণমূলের রাজনৈতিক কৌশলেই সেই কাজে জটিলতা তৈরি হয়। এখন ভিত্তিহীন অভিযোগ তুলে তৃণমূল মানুষকে বিভ্রান্তি করার চেষ্টা চালাচ্ছে। দক্ষিণ মালদায় মানুষের উচ্ছ্বাস বলে দিচ্ছে এবারের বিজেপির জয় হবে।'

বাম-কংগ্রেসের জোট ও নির্দল প্রার্থীর নামে মিল থাকায় আশঙ্কা

নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়গঞ্জ: ভোটের দিন প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপি-তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীদের পাশাপাশি বাম - কংগ্রেসের জোট প্রার্থী ভিক্টরকে (আলি ইমরান রামজ) লড়তে হচ্ছে তাঁরই 'নামের' বিরুদ্ধে। কারণ আলি ইমরান নামে এক ব্যক্তি নির্দল প্রার্থী হিসেবে এই কেন্দ্রে ভোটের লড়াইয়ে সামিল হয়েছেন।

তাঁদের দু'জনের নামের মধ্যে অনেকটাই মিল রয়েছে। একজনের নাম আলি ইমরান রামজ ওরফে ভিক্টর। অন্যজনের নাম আলি ইমরান। প্রথমজন রায়গঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রের বাম সমর্থিত কংগ্রেস প্রার্থী। দ্বিতীয়জন এই কেন্দ্রে নির্দল প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। কার্যত প্রায় একই নামের প্রার্থী হওয়ায় জোটের সমর্থকদের মধ্যে একটা অংশ যাতে ভুল করে একই নামের নির্দল প্রার্থীকে ভোট দিয়ে না দেন, নতুন করে এই আশঙ্কা দেখা দিয়েছে বাম - কংগ্রেস শিবিরে।

এই পরিস্থিতিতে ভোটের মুখে ওই দুই প্রার্থীর নামের মিল নিয়ে রায়গঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন এলাকায় বাসিন্দাদের মধ্যে চর্চা শুরু হয়েছে। আর নির্দল প্রার্থীর সঙ্গে তাঁর এই নামের মিলে ভোটাররা কিছুটা হলেও বিভ্রান্ত হয়ে পড়তে পারেন বলে আশঙ্কা করছেন আলি ইমরান রামজ। ফলে, ভোটারদের বিভ্রান্তি এড়াতে প্রচারের ফাঁকে বাসিন্দাদের বোঝাচ্ছেন তিনি ও তাঁর কর্মীরা। এই কেন্দ্রের রায়গঞ্জ, কালিয়াগঞ্জ, হেমতাবাদ, করণদিঘি, চাকুলিয়া, গোয়ালপোখর ও ইসলামপুর বিধানসভার বিভিন্ন এলাকায় ভোটারদের এ বিষয়ে সতর্ক ও সচেতন করার কাজ চলছে কংগ্রেস শিবির থেকে।

চাকুলিয়া ব্লকের এক কংগ্রেস কর্মী বলেন, 'ইভিএমে আমাকে ভোট দেওয়ার আগে আলি ইমরান রামজ নামটি ভালো করে দেখে তারপর ভোট দেওয়ার জন্য বাসিন্দাদের বোঝাচ্ছি।' চাকুলিয়ার এক বাসিন্দা বলেন, 'তাঁকে ভোট দিতে গিয়ে আমরা ভুল করে যাতে নির্দল প্রার্থী আলি ইমরানকে ভোট না দিই, কংগ্রেস কর্মীরা সেই বিষয়ে সতর্ক করেছেন।' বাম - কংগ্রেসের জোট প্রার্থী আলি ইমরান রামজ (ভিক্টর) জানিয়েছেন, 'আমার ও এক নির্দল প্রার্থীর নাম অনেকটাই কাছাকাছি। আমার মূল বিরোধী এই কেন্দ্রে বিজেপি। প্ল্যান করেই ওই নামের একজনকে মনোনয়ন জমা দেওয়ানো হয়েছে। ইভিএমে আমার পরেই তাঁর নাম থাকবে। কিছু মানুষ ভুল করে সেখানে ভোট দিয়ে দিতে পারে। এই আশাতেই এই কাজ করা হয়েছে। তবে ওদের এই প্ল্যান অনেকটাই ভেস্তে গিয়েছে। কারণ প্রথমে ন্যাশনাল পার্টির প্রার্থীদের আদ্যক্ষর অনুযায়ী নাম থাকে। তারপর নির্দলদের। ফলে আমার অনেক থেকে অনেক পরে ওই নির্দল প্রার্থীর নাম ইভিএমে থাকবে। তবুও কর্মীরা সতর্ক থাকছেন।'

নির্দল প্রার্থী আলি ইমরানের বাড়ি হেমতাবাদের নওদা এলাকায়। তিনি বলেন, 'আমার নামের সঙ্গে কংগ্রেস প্রার্থীর নামের কিছুটা ফারাক রয়েছে। তবে তাঁকে ভোট দিতে গিয়ে ভোটাররা ভুল করে আমাকে ভোট দেবেন, সেই আশা আমি করছি না। মানুষের জন্য কাজ করার তাগিদে ভোটে দাঁড়িয়েছি।'

চপশিল্পে জোয়ার আনতে চপ ভাজলেন তৃণমূল প্রার্থী মিতালি, কটাক্ষ বিরোধীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রাণিত চপশিল্পকে উৎসাহিত করতে আরামবাগ লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী প্রচারে বেরিয়ে চপ- বেগুনি ভেজে দেখালেন। সেই নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি বিজেপি। বৃহস্পতিবার হুগলির খানাকুল ২ নং অঞ্চলের পানশিউলি, মারোখানা সহ হানুয়া সহ বিভিন্ন এলাকায় ভোট প্রচার করলেন। এদিন হানুয়ার শিবমন্দিরে পুজো দিয়ে প্রচার শুরু করেন মিতালি বাগ। প্রচারে বেরিয়ে এদিন তিনি চপ ভাজলেন।

এদিনের মিতালির সমর্থনে প্রচারে ছিলেন আরামবাগ সাংগঠনিক জেলার চেয়ারম্যান স্বপন নন্দী, খানাকুল দু'নম্বর ব্লক সভাপতি রমেন প্রামাণিক থেকে শুরু করে অন্যান্য নেতৃত্ব সহ কর্মীরা। তবে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী মিতালি বাগের চপ ভাজা নিয়ে রীতিমতো রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়ে গিয়েছে। বিরোধীদের দাবি, পশ্চিমবঙ্গে কোনও শিল্প নেই, সরকারি চাকরি বিক্রি করে তৃণমূল নেতারা সব টাকা খেয়ে ফেলেছেন। দুর্নীতির অভিযোগে রাজ্যের বহু তৃণমূল নেতা মন্ত্রী আমলারা জেল খাটছে। অসংখ্য শিক্ষিত বেকার ছেলে মেয়ে অসহায় ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কিন্তু তাঁদের কর্মসংস্থানের

কোনও ব্যবস্থা না করে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চপশিল্পের দিশা দেখিয়েছিলেন। ঠিক একই ভাবে ওঁর দলের তৃণমূল প্রার্থী মিতালি বাগও চপ ভেজে বেকার শিক্ষিত ছেলেমেয়েদের কি দিশা দেখাচ্ছেন, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে বিরোধীরা।

আরামবাগের বিজেপি নেতা বিশ্বজিৎ ঘোষ দাবি করেন, প্রার্থী দিশা দেখাচ্ছেন যে আগামী দিন শিক্ষিত বেকার ছেলেমেয়েদের চপ ভাজতে হবে, খড়, ধান কাটতে হবে এটা হচ্ছে প্রার্থীর পরিচয়। তিনি বলছেন না যে, ভাবাদিঘির সমস্যা সমাধান করা হবে এবং তিরোল অঞ্চলের মান্দাড়া গ্রামের মানুষেরা ভোট বয়কট করছে তাঁদের সঙ্গে কথা বলা হবে, শিল্প নেই, শিল্প করা হবে বলে কথা নেই, সমাজের উন্নয়ন নিয়ে কথা নেই। শিক্ষিত বেকার ছেলেমেয়েদের কর্মসংস্থান নিয়ে কথা নেই। বাংলার শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। আর উনি চপ বেগুনি ভাজছেন। রাজ্যের ছেলেমেয়েদের কি পথ দেখাচ্ছেন।

তাঁর দাবি, 'খুব লজ্জার বিষয়। আসলে রাজ্যের এই তৃণমূল সরকারকে উচ্ছেদ করতে হবে, তার জন্য আমরা তৈরি হচ্ছি। ৪ তারিখ মানুষ এর যোগ্য জবাব দিয়ে দেবে।' অপরদিকে তৃণমূলের সাংগঠনিক জেলার চেয়ারম্যান স্বপন নন্দী সরাসরি চপ ভাজা প্রসঙ্গে না বলে তিনি বলেন, 'আমাদের প্রার্থী খানাকুল ২ ব্লকের হানুয়া, নগরদীপ, হানুয়া, পানশিউলি বাজার সহ বিভিন্ন জায়গায় প্রচার করেছেন। মিতালি চাষির ঘরের মেয়ে, নীচে থেকে উঠে এসেছে। তিনি সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত প্রচার করে যাচ্ছেন।' কোর্টের রায়ে চাকরি বাতিল প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'ওটা কোর্টের ব্যাপার।' সবমিলিয়ে তৃণমূল প্রার্থী মিতালি বাগের বেগুনি - চপ ভাজা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক শোরগোল।

২১ প্রতিশ্রুতিতে অভিনব ভোটপ্রচার বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: ২১টি প্রতিশ্রুতি নিয়ে অভিনব ভোটপ্রচার বিজেপির। মালদায় আসছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। তার আগে দক্ষিণ মালদার বিজেপি প্রার্থীর শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরীর ডিজিটাল প্রচার মোদি অ্যাট দ্য রেট জিরো পয়েন্ট ত্রি। এদিন মালদা শহরের এক বেসরকারি রেঁস্তরায় নতুন ভোটারদের নিয়ে ডিজিটাল পর্দায় ভোট প্রচার করেন। মোদির কাজের তথ্যচিত্র তুলে ধরে প্রচার। এছাড়া লোসভা নির্বাচনে ২১টি প্রকল্পকে বাস্তব রূপ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন।

মোদি অ্যাট দ্য রেট জিরো পয়েন্ট ত্রির অনুষ্ঠান শেষে এদিন সাংবাদিক বৈঠক করে দক্ষিণ মালদার বিজেপি প্রার্থী শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী বলেন, 'বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী মালদায় বাইপাসে আসছেন। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে জানানো হয়েছে, ১০ টা ৪৫ মিনিটে আসবেন যদি আবহাওয়া ঠিক থাকে। সেখানে তিন লক্ষের বেশি লোক উপস্থিত হবে। আমি বিধায়ক বা সমাজকর্মী হিসাবে মানুষের ডিমান্ড কী কী আছে তা শুনেছি। যে ২১টি প্রতিশ্রুতি রয়েছে তার সঙ্গে আরও ২টি জোড়া হবে। একটি ইংরেজবাজারের প্রচণ্ড যানজট। এই যানজট থেকে শহরকে মুক্ত করতে সারকুলার রেল এবং মনোরেলের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে প্রস্তাব রাখব এটা আমার মনে হয়। কারন আমরা দেখেছি উত্তর ভারতে বেরেলি, উত্তরপ্রদেশ কানপুর ছোট ছোট শহরে এই মেট্রো রেল হয়েছে। ইংরেজবাজার যে চোক্‌ড হয়ে যাচ্ছে। সেই শহরকে আমরা কী ভাবে বাঁচাতে পারি। তার স্থায়ী সমাধানে উন্নয়নের জন্য মোদির কাছে প্রস্তাব রাখব। এছাড়াও যার মধ্যে রয়েছে কিডনি, হার্ট এবং ব্রেন, মাল্টি স্পেশালিটি হাসপাতাল তৈরির প্রস্তাব। কারণ আমরা দেখেছি দিল্লির এইমস একটি সাকসেকস প্রজেক্ট সহ গঙ্গা ভাঙনের প্রতিরোধ ও পুর্নবাসনের স্থায়ী সমাধান রয়েছে। পাশাপাশি যেহেতু পাশে রয়েছে বাংলাদেশ তাই জাতীয় স্তরের এয়ারপোর্ট তৈরির প্রতিশ্রুতি রয়েছে। সিন্ডিকেট ক্রাইম হচ্ছে সেটা আমার নির্বাচনী প্রতশ্রুতি নয়। আমার প্রতিশ্রুতি হচ্ছে স্পেশাল ইকোনমিক জোন তৈরি করতে হবে। এরমধ্যে ক্লাস্টার ডেভলপমেন্ট হবে তাতে আম লিচু রেশম তাতে সেখানে এম্পোলয়মেন্ট হবে আয় ব্যয় বাড়বে যারা এই কাজে যুক্ত আছে। যদি দক্ষিণ মালদা থেকে রেপেজেন্টেটিভ পাঠাতে পারি তা হলে জাতীয় স্তরের এয়ারপোর্টের প্রপোজাল পাঠাতে পারি। গঙ্গা ভাঙনের স্থায়ী সমস্যা সমাধান যদিও আমরা চারটি বিধানসভা রয়েছে তাতে সেগুলো করা সম্ভব।'

দিলীপ ঘোষ অভদ্র-অশিক্ষিত, পাগল, মন্তব্য কীর্তি আজাদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: দিলীপ ঘোষ হলেন একজন অভদ্র এবং অশিক্ষিত মানুষ, তার ওপর তাঁর মাথা খারাপ, একজন পাগল মানুষের বিষয়ে বেশি মন্তব্য না করাই ভালো। বৃহস্পতিবার কাঁকসার গড় জঙ্গলে অবস্থিত শ্যামরূপার মন্দিরে পুজো দিয়ে বর্ধমান দুর্গাপুরের বিজেপির প্রার্থী দিলীপ ঘোষকে উদ্দেশ করে এমনটাই মন্তব্য করলেন বর্ধমান দুর্গাপুরের তৃণমূলের প্রার্থী কীর্তি আজাদ।

এদিন স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে কাঁকসার গড় জঙ্গলের মধ্যে অবস্থিত প্রাচীন শ্যামরূপার মন্দিরে পুজো দেওয়ার পাশাপাশি এদিন মন্দির প্রাঙ্গণে ভোটে জেতার লক্ষ্যে যজ্ঞ করেন তিনি। পুজোর শেষে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে কীর্তি আজাদ বলেন, 'দেবী অন্তর্যামী। তাঁর কাছে চাওয়ার কিছু নেই, তিনি তাঁর ভক্তের মনের কথা জানেন। দেবী জানেন তাঁর আসল ভক্ত কে। দেবীকে গালমন্দ করতেন মহিষাসুর। শেষে তাঁর কী, পরিণতি

হয়েছিল তা বাংলার মানুষ জানে। মা দুর্গার হাতে তাঁকে বধ হতে হয়েছিল।'

দিলীপ ঘোষ কে মহিষাসুরের সঙ্গে তুলনা করে তিনি বলেন, 'বর্তমানে বাংলার মানুষ জোড়াফুল চিহ্নে ভোট দিয়ে মহিষাসুরকে বধ করে মেদিনীপুরে পাঠিয়ে দেবে যেখান থেকে তিনি এসেছেন।' বুধবার বর্ধমানে মনোনয়নপত্র জমা দিতে গিয়ে দিলীপ ঘোষ সংবাদমাধ্যমের সামনে দাবি করেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বর্ধমান জেলায় দু'টি সভা করে উত্তাপ আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁরই মন্তব্যের প্রসঙ্গে কীর্তি আজাদ জানান, যে মানুষটার কথা বলার কোনও ধরন নেই, সেই মানুষ বিজেপি এবং আরএসএসের হয়। যারা মিথ্যে কথা বলে, হিন্দু ধর্মের নামে মানুষকে বোকা বানায়, তাদের উস্কানি দেয়, সেই ধরনের মানুষদের কথার উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন মনে করেন না তিনি। কারণ, যে পাগল হয় তাঁকে বারবার বুঝিয়ে কোনও লাভ হয় না।

যারা উন্নয়নের কথা বলে তাদের এটা ভাবা উচিত তারা যদি উন্নয়ন করে থাকত তা হলে দিলীপ ঘোষকে মেদিনীপুর থেকে বর্ধমানে আসতে হত না এবং বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের জয়ী বিজেপি সাংসদকে পুনরায় আসানসোলের প্রার্থী করা হওত না। আসলে এরা কোনও কাজ করতে পারে না এরা শুধু মানুষকে বিভ্রান্ত করে। এদিন মন্দির প্রাঙ্গণে তৃণমূল প্রার্থী কীর্তি আজাদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার চেয়ারম্যান সুভাষ মণ্ডল, কাঁকসা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ভবানী ভট্টাচার্য, কাঁকসা ব্লকের তৃণমূলের ব্লক সভাপতি তথা পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য নবকুমার সামন্ত সহ অন্যান্যরা।

কাঞ্চন মল্লিককে হুডখোলা জিপ থেকে নামালেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, কোন্নগর: বৃহস্পতিবার কিছুটা বিরক্ত হয়ে হুডখোলা জিপ থেকে কার্যত নামিয়ে দিলেন উত্তরপাড়ার বিধায়ক কাঞ্চন মল্লিককে! বললেন, 'আমি তো তোমায় আগের দিনই বললাম গ্রামে এসো না, রিঅ্যাক্ট

করছেন মহিলারা।' বারণ করলেন প্রচারে আসতে। আর সাংসদের কথামতো পরক্ষণেই গাড়ি থেকে নেমে যান কাঞ্চন। বৃহস্পতিবার কোন্নগর নবগ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ভোটপ্রচার ও জনসংযোগে বের হন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। কোন্নগর স্টেশন রোডে তৃণমূল পার্টি অফিসের সামনে থেকে শুরু হয় প্রচার। সেখানেই কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হুডখোলা গাড়িতে কাঞ্চনকে দেখা যায়। কিন্তু তাঁকে নিয়ে প্রচার করতে চাননি কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই কাঞ্চন মল্লিককে নেমে যেতে বলেন বলে দাবি। পরে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন,'উনি মনক্ষুণ্ণ হয়েছেন কী হননি আমি জানি না। আমি ওঁকে নিয়ে আগেও প্রচার করেছি। উনি আমার সঙ্গে যখন প্রচারে বেরচ্ছেন গ্রামের মহিলারা কিন্তু ভীষণ রিঅ্যাক্ট করছেন। আমি ওঁকে আগেই বলে দিয়েছিলাম গ্রামে এসো না।'

কল্যাণবাবুর দাবি, 'আমার সঙ্গে প্রচারে শুধু কেন থাকছে? উনি একজন বিধায়ক। নিজেও প্রচার করতে পারেন। সেখানে তো করছেন না। আমাকে নির্বাচনে লড়তে হচ্ছে। মানুষের মনে যা আছে তা তো বুঝতে হবে। আমি ব্যক্তি বিশেষের জন্য নই। আমি সমষ্টিগত মানুষের জন্য। তাই সমষ্টিগত মানুষকে কষ্ট দিতে পারব না কোনও ব্যক্তি বিশেষের আনন্দ বা সুখের জন্য।' এ বিষয়ে কাঞ্চন মল্লিকের সঙ্গে প্রতিক্রিয়া নিতে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলে ফোন ধরেননি বিধায়ক।

তবে তৃণমূল সূত্রে খবর, তিনি কলকাতা ফিরে গিয়েছেন। বস্তুত, প্রাক্তন স্ত্রী পিঙ্কি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিচ্ছেদের পর শ্রীময়ী চট্টরাজকে বিয়ে করেন অভিনেতা বিধায়ক কাঞ্চন মল্লিক। যা নিয়ে জনমানসে প্রভাব পড়ে। এমনকী, সোশ্যাল মিডিয়ায়ও বিতর্ক তৈরি হয়। তবে নবদম্পতি বিষয়টিকে পাত্তা দিতে নারাজ। তাঁদের বক্তব্য, বিষয়টি একান্তই তাঁদের ব্যক্তিগত। কিন্তু উত্তরপাড়ায় তাঁর বিধানসভা এলাকার মানুষের মধ্যে প্রতিক্রিয়া দেখা যায়।

ধামসা মাদলের তালে হাতে বল ও লক্ষ্মী সাজে মহিলায় প্রচার সুজাতার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রে ষষ্ঠ দফায় নির্বাচন রয়েছে অর্থাৎ ২৫ মে রয়েছে এই কেন্দ্রের নির্বাচন। তার আগে তপ্ত রোদে ১ ইঞ্চিও জমি ছাড়তে নারাজ কোনও রাজনৈতিক দলই। এই কেন্দ্রে বিজেপি ও তৃণমূল থেকে ভোটে লড়াই করছে প্রাক্তন স্বামী-স্ত্রী সুজাতা মণ্ডল ও সৌমিত্র খাঁ। ঘরোয়া বাকযুদ্ধ যেন প্রতিমুহূর্তে রাজনৈতিক ময়দানে আছড়ে পড়ছে এই দুই প্রতিপক্ষের। বুধবার বিকেলে বাঁকুড়া জেলার জয়পুরে জয়পুর ব্লক সভাপতি কৌশিক বটব্যালের নেতৃত্বে কয়েক হাজার মহিলা নিয়ে ধামসা মাদলের তালে হাতে খেলা হবে লেখা ফুটবল ও দু'দিকে দুই লক্ষ্মী নিয়ে ভোটপ্রচার করলেন তৃণমূল প্রার্থী সুজাতা মণ্ডল।

সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, 'হাতে বল মানে খেলা হবে ২৫ মে যে খেলাটা হবে চৌঠা জুন দেখা যাবে আমরা গোল করে দিয়েছি বিষ্ণুপুর লোকসভায়। আমার দুই দিকে দুই লক্ষ্মী ঠাকুর কারণ বাংলার মা দুর্গা ভারতের মা দুর্গা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দুটো করে ৫০০ টাকা তুলে দিয়েছে মেয়েদের হাতে। তাই দুই দিকে দুই ৫০০ টাকা। তিনি আরও বলেন, 'আজকে যে এত সংখ্যক মহিলা মিছিল এটা চৌঠা জুনের বিজয় মিছিল জেনে রেখে দিন।' সুজাতা মণ্ডলকে তীব্র কটাক্ষ করে বিজেপি প্রার্থী সৌমিত্র খাঁর বলেন এসএইচজি গোষ্ঠীর মহিলাদের লোনগ্রস্ত করে দিয়েছে। এসএইচজি গ্রুপের মহিলারা ওই লোনের ভয়ে আসছে। তারা সাবসিটি কেন পাচ্ছেন না প্রশ্ন তুলছেন সৌমিত্র খাঁ। তাছাড়া জয়পুরের মানুষ তো ভোট দিতে পারেনি পঞ্চায়েতে। জোচ্চুরি করে জিতেছে। আজকে যারা জয়পুরের রাস্তায় হেঁটেছে যে এসএইচজি গ্রুপের মা বোনেরা, তারা ভোটের দিনে সব বুঝিয়ে দেবে সুজাতাকে। সুজাতাকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, 'ওটা একটা পাগল ছাড়া কিছু না।'

তৃণমূল কংগ্রেসের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে ঘরছাড়ারা অবশেষে ফেরার দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদন, উলুবেড়িয়া: তৃণমূলের কংগ্রেসের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরে ঘরছাড়ারা অবশেষে ঘরে ফিরলেন বলে দাবি। উল্লেখ্য, উলুবেড়িয়া উত্তর বিধানসভা এলাকার চন্দ্রপুরের প্রায় ৬৭ পরিবারের সদস্যরা মঙ্গলবার মিছিল করে গিয়ে হাওড়া জেলাশাসকের কাছে তাঁদের দাবি জানিয়ে ডেপুটেশন দেওয়ার পর অবশেষে ঘরে ফিরলেন ঘরছাড়ারা। তবে যে সব মানুষের নাম আদালতে নথিভুক্ত নেই তাঁরা বৃহস্পতিবার ঘরে ফিরতে পারেননি। ঘরছাড়াদের অভিযোগ, তৃণমূল কংগ্রেস দলের হয়ে কাজ করলেও এলাকার বিধায়ক নির্মল মাঝির অনুগামীরা এলাকায় অনৈতিক কাজকর্মে লিপ্ত। সেই অনৈতিক কাজের প্রতিবাদ করা ও বাধা দেওয়ায় প্রতিবাদকারীদের এলাকা ছাড়া করে রাখা হয়েছিল এতদিন। দলের বিভিন্নস্তরের নেতাদের কাছে জানালেও কোনও ফল হয়নি। শেষমেষ আদালতের দ্বারস্থ হন তাঁরা। উল্লেখ্য, আদালতের নির্দেশ পেয়ে একবার বাড়ি ফিরলেও আবার অত্যাচারের কারণে এলাকা ছাড়তে বাধ্য হয়েছিল শতাধিক মানুষ। এই প্রসঙ্গে আমতা থানার পুলিশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছিল। বৃহস্পতিবার পুলিশি নিরাপত্তায় চন্দ্রপুরে পৌঁছয় ওই পরিবারগুলি। তবে এদিন বেশ কিছু মানুষ ফিরতে পারেননি। তাঁদের বিষয়টিও খতিয়ে দেখে ব্যবস্থার আশ্বাস দিয়েছে পুলিশ।

ব্যাগ গোছাক, ওকে জেলে ঢোকাব : শুভেন্দু অধিকারী

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: নাম না করে তৃণমূল সুপ্রিম তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জেলে ঢোকানোর হুঁশিয়ারি দিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

বৃহস্পতিবার পুরুলিয়ার লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী তথা বিদায়ী সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতোর সমর্থনে পুরুলিয়ার বলরামপুর বিধানসভার শিবডি মাঠে বিশালাকার জনসভা করেন শুভেন্দু অধিকারী। একই দিনে দুই রাজনৈতিক দলের তাবড় নেতার আগমনে এদিন পুরুলিয়ার তীব্র তাপপ্রবাহের সঙ্গে নির্বাচনের পারদ তরতর করে ঊর্ধ্বমুখী হতে দেখা যায়।

এদিনের ওই সভায় পুরুলিয়া জেলার তিন তৃণমূল নেতার নাম ধরে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'পুরুলিয়া লোকসভা কেন্দ্রের এবারের যিনি তৃণমূলের প্রার্থী অর্থাৎ প্রাক্তন মন্ত্রী শান্তিরাম মাহাতো, পুরুলিয়া জেলা পরিষদের প্রাক্তন সভাধিপতি সুজয় বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাঘমুন্ডি বিধানসভার বিধায়ক সুশান্ত মাহাতো এঁরা প্রত্যেকেই মাসে মাসে কয়লা থেকে টাকা তুলেছেন। আর আজ গরিব মানুষগুলো কী ভাবে জীবনযাপন করছেন দেখতে পান না। লজ্জা লাগে। এই পুরুলিয়ার

একজন গরিব মহিলা বাথরুমের মধ্যে জীবনযাপন করছেন, দেখতে পান না। তৃণমূল এই পুরুলিয়ার কয়লা বালু থেকে সব ফাঁকা করে দিয়েছেন।'

এরপরই সভা শেষে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ২০১৬ সালের এসএসসি প্যানেল বাতিল প্রসঙ্গে বিস্ফোরক মন্তব্য করে বলেন, 'আমি তো বলেছি ২০২২ সালের ৫ মে চাকরি বিক্রি করার জন্য অতিরিক্ত শূন্যপদ তৈরি করা হয়েছিল। তার প্রমাণ আমার কাছে রয়েছে।' এরপরই তিনি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম না করে বলেন, 'ব্যাগ গোছাক। ওকে আমি জেলে ঢোকাব।'

ভাইয়ের হাতে দাদা খুনের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, গাইঘাটা: ভাইয়ের হাতে দাদা খুনের অভিযোগ। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, টাকাপয়সা নিয়ে বিবাদের জেরেই এই খুন। অভিযুক্ত বনগাঁ রাখাল দাস হাই স্কুলের শিক্ষক। ইংরেজি বিষয়ে শিক্ষকতা করেন বলে জানা গিয়েছে। ধৃতের নাম মসিয়ার রহমান। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার রাতে গাইঘাটা থানার ঠাকুরনগর সংলগ্ন ফাঁকা মাঠে এক ব্যক্তিকে রক্তাক্ত অবস্থায় দেখতে পান স্থানীয়রা। পুলিশকে খবর দিলে তাঁকে উদ্ধার করে বনগাঁ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। দেহে একাধিক চিহ্ন রয়েছে। পরবর্তীতে গোবরডাঙা থানায় এলাকায় সন্দেহজনক ভাবে গাড়ির নম্বর প্লেট ঢেকে যাচ্ছিলেন। গোবরডাঙা থানার এক পুলিশের সন্দেহ হয়। পুলিশ তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তখন তাঁর কথায় অসংগতি হলে থানায় নিয়ে তাঁর শরীরে রক্তের দাগ দেখা যায়। তাঁর কাছে একটি ব্যাগও ছিল। ব্যাগের ভেতর থেকে উদ্ধার হয় দু'টি গ্লাভস, একটি স্যানিটাইজার সাতটা রুমাল, তার মধ্যে একটি রুমাল রক্তমাখা ছিল। পুলিশের দাবি, জেরায় তিনি পুলিশকে জানান তিনি তাঁর দাদাকে বাইকে করে এনে খুন করে বাড়ি ফিরছিলেন। তাঁর কাছ থেকে রক্তমাখা ফোন উদ্ধার হয় দাদার। অভিযুক্ত সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নে বারবার বলেন তিনি এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত নন। গোবরডাঙার তিন আমতলার এক ব্যক্তি দাদাকে খুন করেছেন বলে দাবি করেন তিনি। তিনি আরও দাবি করেন, 'দাদাকে আমি বাঁচাতে গিয়েছিলাম। গোবরডাঙার পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে গাইঘাটা থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয়।' গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে গাইঘাটা থানার পুলিশ। ধৃতকে পুলিশ হেপাজতে চেয়ে বৃহস্পতিবার বনগাঁ আদালতে তোলা হয়। এই ঘটনার সঙ্গে যাঁরা যুক্ত রয়েছেন, তাঁদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ।

উত্তরপাড়ায় ফের কৃত্রিম বন্যায় আতঙ্ক, ইঞ্জিনিয়ারকে ঘিরে ক্ষোভ বাসিন্দাদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: হুগলির উত্তরপাড়া পুরসভার ২২ নম্বর ওয়ার্ডে মাখলা মানিকতলা এলাকায় ফের কৃত্রিম বন্যায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করলেন এলাকার বাসিন্দারা। তাঁদের অভিযোগ, তাঁদের ঘরের মধ্যে হাঁটুর সমান জল জমে যায়, উঠোন জলে ডুবে যায় বাড়ির সামনের রাস্তা এক কোমর জল ক্রমশ বাড়তে থাকে আতঙ্কে তাঁরা দিশাহারা হয়ে ছোটাছুটি করতে থাকেন এবং চিৎকার চেঁচামেচি করে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করতে থাকেন কাউন্সিলর ও চেয়ারম্যানের উদ্দেশে চিৎকার করে ক্ষোভ প্রকাশ করতে থাকে।

তাঁদের দাবি, এর আগেও দু'দিন এরকম হয়েছে। কিন্তু পুরসভা কোনও গ্রাহ্য করছে না। বৃহস্পতিবার সকাল দশটা থেকে পাশেই মানিকতলায় মিনি জলপ্রকল্পের হঠাৎ করে জোর শব্দ করে পাইপ ফেটে যায়। জল বেরতে থাকে এবং ময়লা আবর্জনা বেরতে থাকে শব্দের চোটে তাঁরা ভয় পেয়ে যান। উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যানকে খবর দেওয়া হয় তিনি ফোনে বলেন দেখছি, এদিকে জলের তলে বাড়তে থাকে ড্রেন ছাপিয়ে টিএন মুখার্জি রোডে জল উঠে যায় পার্শ্ববর্তী মানিকতলা পুকুরে জল বেড়ে যায় খবর পেয়ে জল প্রকল্পের ইঞ্জিনিয়ার ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন, তাঁকে পেয়ে এলাকার বাসিন্দারা তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করতে থাকেন বাসিন্দারা। বলেন, 'মাসের পর মাস কাজ হচ্ছে শব্দের চোটে তাঁরা ঘুমোতে পারছে না রোগীদের অবস্থা খারাপ রাতবিরেতে গাড়ি ঢুকছে গাড়ির আওয়াজ প্রচণ্ড শব্দের তার ওপর এইভাবে বন্যার জল আসছে। কৃত্রিম বন্যায় ঘরে জল ঢুকছে তার কী হবে? পাশের ড্রেন ছিল সেটাও বন্ধ করে দিয়েছে। এইসব কাজের জন্য ড্রেন করে দিতে হবে আবার। পুরসভা কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না কাউন্সিলরকে পাচ্ছি না।' এই প্রসঙ্গে পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব বলেন, 'এটা টেস্টিং করা হচ্ছে পাইপ ওয়াশ করা হচ্ছে হয়তো একটু সমস্যা হয়েছে আর ওখানে কোনও পাইপ লিক আছে কিনা দেখা হচ্ছে, কিছু একটা হয়েছে যত দ্রুত সম্ভব সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা হচ্ছে।'

পরীক্ষায় পাশ করাদের একজনেরও চাকরি যাবে না, দাবি অভিষেকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: তীব্র তাপপ্রবাহের মধ্যেই লোকসভা নির্বাচনের আগে বৃহস্পতিবার পুরুলিয়াতে এসে দু'দফায় বৈঠক সারলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

এদিন পুরুলিয়ার একটি বেসরকারি রিসর্টে সাংগঠনিক বৈঠক করলেন তিনি। প্রথমে পুরুলিয়া শহরের জিইএল চার্জ গ্রাউন্ডে হেলিকপ্টারে নামেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারপর সড়কপথে পুরুলিয়া শহরে অবস্থিত ওই রিসর্টে পৌঁছে পুরুলিয়া লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী শান্তিরাম মাহাতো তৃণমূল কংগ্রেসের জেলার নির্বাচন কমিটির সদস্য ও সমস্ত ব্লকস্তরের নেতৃত্ব পুরুলিয়া জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি পুরুলিয়া জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি সুজয় বন্দ্যোপাধ্যায় সহ অন্যান্য নেতৃত্বদের সঙ্গে এদিন তিনি বৈঠক করেন। পুরুলিয়া লোকসভা কেন্দ্রের ১৪টি ব্লকের ব্লক সভাপতি এবং পুরুলিয়া জেলার দু'টি পুরসভার পুরপ্রধান এবং কাউন্সিলরদের সঙ্গেও*বৈঠক সারেন তিনি।

এরপর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, 'বিজেপি মানুষের অধিকার কেড়ে নিচ্ছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আজকে ২৫ হাজার এসএসসির চাকরি কেড়ে নিল, এরা ১০০ দিনের টাকার অধিকার কেড়ে নিয়েছে। এরা মানুষের আবাস বাড়ির অধিকার কেড়ে নিয়েছে। আর বিচার ব্যবস্থা যা বলছে সবগুলি এদের লোক আপনারা তো দেখেছেন তাঁরা আজকে বিজেপির প্রার্থী। আপনারা কোনও দিন বিশ্বাস করতে পেরেছিলেন যারা বিচার বা বিচারক তাঁরা কোনও দিন কোনও দলের হয়ে দালালি করতে পারে। আমরা তো বারবার বলেছিলাম যে এরা বিজেপির দালালিগিরি করছে। কারণ যতই চুরি কর বিজেপিতে গেলেই তুমি ধোয়া পরিষ্কার। তাই চোরেরা সব বিজেপিতে যোগদান করছে।'

তিনি আরও বলেন, 'আজ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন প্রত্যেকটা বাড়ির মা বোনেরা লক্ষী ভান্ডার পাচ্ছে। এটাও আবার কটাক্ষ করছে। আমরা তো দিচ্ছি আমরা তো মানুষের অধিকার কেড়ে নিইনি যা বিজেপি করছে। কিন্তু আপনারা জেনে রাখুন যেই অন্যায় করুক তাঁকে একদিন তার ফল ভোগ করতে হবে। তাই আমি মনে করি এবারের লোকসভা নির্বাচনে বাংলার মানুষ আর পুরুলিয়া মানুষ এদেরকে এবারে উপযুক্ত শিক্ষা দেবে। আপনারা দেখে নেবেন ভোটের ফলাফলের দিন এদের দাঁড়াবার জায়গা থাকবে না। আর আমি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে জোর করে বলছি যদি আমরা কোথাও কোনও দোষ করে থাকি তা হলে আমাদের শাস্তি দিন কিন্তু সেই শাস্তি জনগণকে দেবেন না। জনগণের অধিকার থেকে বঞ্চিত করবেন না আর রাজনীতি করুন কিন্তু গরিবমারা রাজনীতি করবেন না। মানুষ মারা রাজনীতি করবেন না। পুরুলিয়াতে বিজেপির যিনি প্রার্থী তাঁকে তাকে প্রশ্ন করুন তিনি পুরুলিয়ার মানুষের জন্য কী করেছেন। আর তিনি কোন কাজটি করতে গিয়ে বাধার সম্মুখীন হয়েছে তারও তিনি উত্তর দেন আমরা প্রস্তুত আছি। বিজেপির প্রার্থী জ্যোতির্ময় মাহাতো কিছুই করেননি মানুষের জন্য। শুধু বড় বড় কথা বলছেন আর কিছুই না তাই আপনারা সকলেই দেখুন। এদের অন্যায়। ২৫ হাজার মানুষ তো চুরি করেনি তবে কয়েকজনের জন্য কেন ২৫ হাজার মানুষের চাকরি যাবে। এর জবাব কি আপনারা চাইবেন না। আর আমি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আপনাদের সামনে বলে যাচ্ছি একটা মানুষেরও চাকরি যাবে না। যারা উপযুক্ত পরীক্ষা দিয়ে পাশ করেছে তাদের কোনও রকম ভাবে চাকরি যাবে না। আমরা অর্থাৎ তৃণমূল কংগ্রেস সবসময় তাদের পাশে আছি।'

মোদি-রাহুলের একে অপরের ব্যক্তি আক্রমণের জবাব চাইল কমিশন

নয়াদিল্লি, ২৫ এপ্রিল: লোকসভা ভোটের যত দফা এগোচ্ছে, ততই পারদ চড়ছে রাজনীতির। নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে শাসক-বিরোধী দলগুলি একে অপরকে আক্রমণ করছেন। সম্প্রতিই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধিও একে অপরকে আক্রমণ শানিয়েছিলেন। এই নিয়ে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগও করেছে বিজেপি-কংগ্রেস। এবার সেই অভিযোগের প্রেক্ষিতেই নোটিস পাঠাল কমিশন।

লোকসভার নির্বাচনী প্রচারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধি একে অপরকে যে আক্রমণ করেছেন, তা নিয়ে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানিয়েছে কংগ্রেস ও বিজেপি। ঘৃণামূলক মন্তব্য ও বিভাজনের রাজনীতি করার অভিযোগ আনা হয়েছে।

এরপরই এদিনই জাতীয় নির্বাচন কমিশনের তরফে বিজেপি, কংগ্রেস- দুই দলকেই নোটিস পাঠানো হয়েছে। বিজেপির সভাপতি জেপি নাড্ডা ও কংগ্রেসের সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের কাছ থেকে তাদের দলের নেতাদের ঘৃণা ও বিদ্বেষমূলক মন্তব্যের জবাব চাওয়া হয়েছে। আগামী ২৯ এপ্রিল, সকাল ১১টার মধ্যে দুই নেতাকে আচরণবিধি ভাঙার অভিযোগের জবাব দিতে বলা হয়েছে।

দুই পাতার বিবৃতিতে নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, তারকা প্রচারকদের কাছ থেকে উচ্চ মানের বক্তৃতা আশা করা হয়, কিন্তু অনেক সময় নির্বাচনের উত্তাপে তারা নিম্ন স্তরে নেমে আসে। দলগুলির প্রাথমিক দায়িত্ব তাদের প্রার্থীদের, বিশেষ করে তারকা প্রার্থীদের আচরণ স্থির করার। এক্ষেত্রে বিজেপির জেপি নাড্ডা ও কংগ্রেসের মল্লিকার্জুন খাড়গেকে তাদের তারকা প্রচারকদের আচরণ ও মন্তব্যে রাশ টানতে বলা হয়েছে। এর আগে কংগ্রেসের সুপ্রিয়া শ্রীনাথ ও বিজেপির দিলীপ ঘোষের মন্তব্য নিয়েও দলকে সতর্ক করেছিল নির্বাচন কমিশন।

বিজেপির তরফে কমিশনের এই নোটিসের কোনও জবাব দেওয়া না হলেও, কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ নির্বাচন কমিশনকেই কটাক্ষ করে বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সময়ে তারা অতি সতর্ক হয়ে যায়।

কংগ্রেসের ইস্তাহার বোঝাতে মোদির সঙ্গে দেখা করতে চান খাড়গে

নয়াদিল্লি, ২৫ এপ্রিল: লোকসভা ভোটের প্রচার পর্বের মধ্যেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি লিখে সাক্ষাতের সময় চাইলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। তাঁর দাবি, মোদির কাছে কংগ্রেসের ইস্তাহার 'ন্যায়পত্র' নিয়ে প্রচুর বিভ্রান্তিকর তথ্য রয়েছে। যা দূর করা প্রয়োজন।

মোদিকে পাঠানো দু'পাতার চিঠিতে খাড়গে লিখেছেন, 'লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের ইস্তাহারে লেখা নেই এমন বিষয়গুলি সম্পর্কে আপনার উপদেষ্টারা আপনাকে ভুল তথ্য দিচ্ছেন। তাই 'ন্যায়পত্র' ব্যাখ্যা করার জন্য আমি ব্যক্তিগত ভাবে আপনার কাছে সময় চাইছি।' কংগ্রেস সভাপতির দাবি, তাঁদের ইস্তাহার পাঁচটি ন্যায়ের উপরে দাঁড়িয়ে; মহিলা, যুবসমাজ, কৃষক, শ্রমিক এবং ভাগিদারি (জাতভিত্তিক জনসংখ্যা) অনুযায়ী ক্ষমতায় অংশগ্রহণের ন্যায়ের দাবি।

ওই চিঠিতে কংগ্রেস সভাপতি লিখেছেন, 'আমার মনে হয় আপনার উপদেষ্টারা আপনাকে ভুলপথে চালনা করছেন। আমি খুব খুশি হব, যদি আপনার সঙ্গে দেখা করে আমাদের দলের ন্যায়পত্র বোঝাতে পারি। আপনি তো দেশের প্রধানমন্ত্রী। কোনও ভুল মন্তব্য করা আপনার সাজে না।' এর পরই খাড়গের তির, 'আপনার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছে দু'একটা কথা প্রসঙ্গ বহির্ভূতভাবে তুলে সেটা নিয়ে হল্লা করা।'

উল্লেখ্য, ভোটপ্রচারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মূল হাতিয়ারই হয়ে উঠেছে কংগ্রেসের ইস্তাহার। মোদি কখনও বলছেন, কংগ্রেসের ইস্তাহারে মুসলিম লিগের ছায়া। আবার কখনও বলছেন, কংগ্রেস দেশের মা-বোনেদের সম্পদ অনুপ্রবেশকারী, মুসলিমদের দিয়ে দেবে। আবার কখনও বলছেন, কংগ্রেস ক্ষমতায় এলে সাধারণ মানুষের গচ্ছিত সম্পত্তিও অধিগ্রহণ করবে। মোদির দাবি, এসবই নাকি লেখা রয়েছে হাত শিবিরের ইস্তাহারে।

ভোটের মধ্যেই খুন জেডিইউ-এর নেতা!

পাটনা, ২৫ এপ্রিল: পাটনায় গুলি চালিয়ে খুন করা হল জনতা দল ইউনাইটেড (জেডিইউ)-এর এক নেতাকে। লোকসভা ভোটের সময় এই ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে সে রাজ্যে। সমস্ত দিক খতিয়ে দেখে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের দল জেডিইউ-এর যুবনেতা সৌরভ কুমার বুধবার রাতে পাটনার একটি অনুষ্ঠান থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। বাইকে তাঁর সঙ্গে ছিলেন এক সঙ্গী। হঠাৎই চার জন আততায়ী সৌরভদের ঘিরে ধরে গুলি চালাতে শুরু করেন। সৌরভকে লক্ষ্য করে তিনটি এবং তাঁর সঙ্গীকে লক্ষ্য করে দু'টি গুলি ছোড়া হয়। ঘটনাস্থলেই লুটিয়ে পড়েন দু'জন। দু'জনকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা সৌরভকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। আর এক জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, সৌরভের মাথায় এবং ঘাড়ে গুলি লাগে। তবে কী কারণে তাঁকে খুন করা হল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। পুলিশ এই হত্যাকাণ্ডের নেপথ্যে রাজনৈতিক এবং ব্যবসায়িক, দুই যোগসূত্রই খতিয়ে দেখার কথা জানিয়েছে। বাইকে চেপে আসা চার আততায়ীর সন্ধানে স্থানীয় এলাকার সিসি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে পাটনার পুলিশ সুপার ভারত সোনি বলেন, 'সব দিক খতিয়ে দেখেই আমরা তদন্ত চালাচ্ছি।'

বুধবার রাতের এই ঘটনার কথা জানাজানি হতেই বিহারের বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন জেডিইউ নেতাকর্মীরা। নীতীশের দলের কর্মীদের দাবি, খুনিদের অবিলম্বে খুঁজে বের করে উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে। রাতেই নিহত জেডিইউ কর্মীর বাড়িতে যান লালুপ্রসাদ যাদবের কন্যা মিসা ভারতী। তিনি শোকাহত পরিবার পরিজনকে সমবেদনা জানান এবং পাশে দাঁড়ানোর আশ্বাস দেন।

সন্ত্রাস রুখতে রাশিয়াতে গিয়ে বিশেষ বার্তা দিলেন ডোভাল

মস্কো, ২৫ এপ্রিল: দু-বছর পেরিয়ে গেলেও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চলছে রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে। এই আবহেই মস্কোতে পা রেখেছেন ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল। সেখান থেকেই তিনি জানালেন, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতের লড়াই জারি থাকবে। তথ্য ও প্রযুক্তির অপব্যবহার করছে সন্ত্রাসীরা। বাড়ছে সাইবার ক্রাইমের সংখ্যা। এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়তে ভারতের সহযোগিতার কথাও উল্লেখ করেছেন তিনি।

এএনআই সূত্রে খবর, বুধবার রাশিয়ার সেন্ট পিটসবার্গে নিরাপত্তা বিষয়ক দ্বাদশ আন্তর্জাতিক বৈঠক আয়োজিত হয়েছিল। সেখানে যোগ দিয়েছিলেন ভারতের 'সুপার স্পাই' ডোভাল। সাইবার অপরাধ এবং সন্ত্রাস ছড়াতে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার নিয়ে আলোচনার পর তিনি বলেন, 'ভারত সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাবে। সন্ত্রাস ছড়াতে এখন অপরাধীরা প্রযুক্তির অপব্যবহার করছে। ভারতে এই কার্যকলাপ প্রতিরোধের জন্য সহযোগিতা অব্যাহত রাখবে।' পাশাপাশি, সন্ত্রাসবাদ রুখতে জঙ্গিদের অর্থের জোগান আগে বন্ধ করতে হবে। এদিনের বৈঠকে এই বিষয়টির উপরও জোর দিয়েছেন ডোভাল।

চলতি বছর ব্রিকস সামিট অনুষ্ঠিত হবে রাশিয়ায়। বুধবার আন্তর্জাতিক এই সম্মেলন ও মস্কো-দিল্লি দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক নিয়ে ডোভাল বৈঠক করেন রাশিয়ার জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলের সচিব নিকোলাই পাত্রুশেভের সঙ্গে। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন বিষয় নিয়েও আলোচনা হয়েছে তাঁদের মধ্যে। এই বৈঠকেও উঠে আসে সন্ত্রাসবাদের প্রসঙ্গ। সন্ত্রাসী কার্যকলাপ ঠেকাতে ভারতের সঙ্গে একযোগে কাজ করবে রাশিয়া বলে জানিয়েছেন পাত্রুশেভ।

উল্লেখ্য, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকেই দুদেশকে বৈঠক ও আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের বার্তা দিচ্ছে ভারত। একাধিকবার দু-দেশের রাষ্ট্রনেতাদের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। গত মার্চ মাসেই ফের একবার রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ও ইউক্রেনীয় প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে কথা বলেন মোদি। বিশ্লেষকদের মতে, এই পরিস্থিতিতে বর্তমান যুদ্ধ পরিস্থিতি নিয়েও রুশনেতাদের সঙ্গে কথা বলতে পারেন ডোভাল।

জ্ঞানবাপীতে পুজোর অনুমতি দেওয়ায় বিচারককে খুনের হুমকি!

লখনউ, ২৫ এপ্রিল: তিন মাস আগে জ্ঞানবাপীর 'ব্যাস কা তহখানা'-য় হিন্দুপক্ষকে পুজো এবং আরতি করার অনুমতি দিয়েছিলেন তিনি। বারাণসী জেলা আদালতের সেই বিচারক অজয়কুমার বিশ্বেস বৃহস্পতিবার অভিযোগ করলেন, বিদেশি ফোন নম্বর থেকে ক্রমাগত তাঁকে খুনের হুমকি দেওয়া হচ্ছে।

বারাণসী জেলা পুলিশের সিনিয়র সুপার (এসএসপি) সুশীল চন্দ্রভান ঘুলেকে চিঠি লিখে চলতি সপ্তাহেই বিচারক বিশ্বেস জানান, বিদেশি ফোন নম্বর থেকে ক্রমাগত খুনের হুমকি পেয়ে তিনি উদ্বিগ্ন। এর পরেই তাঁর নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রের খবর। প্রসঙ্গত, কিছু দিন আগে প্রকাশিত একটি খবরে দাবি করা হয়েছিল, জ্ঞানবাপী মামলায় শুনানিতে অংশ নেওয়া এলাহাবাদ হাইকোর্টের এক বিচারপতিকেও খুনের হুমকি দেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গত, গত ৩১ জানুয়ারি জ্ঞানবাপীর 'ব্যাস কা তহখানা'য় হিন্দু ভক্তদের পুজো করার অনুমতি দিয়েছিলেন বারাণসীর জেলা আদালতের বিচারক বিশ্বেস। গত ১ ফেব্রুয়ারি সেই নির্দেশকে এলাহাবাদ হাইকোর্টে চ্যালেঞ্জ জানায় 'অঞ্জুমান ইন্তেজামিয়া (জ্ঞানবাপী) মসজিদ কমিটি'। ঘটনাচক্রে, প্রায় একই সময় বারাণসী আদালতের নির্দেশ মেনে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে 'ব্যাসজি কা তহখানা'-য় শুরু হয়ে যায় আরতি এবং পুজোপাঠ। এর পর মুসলিম পক্ষের আবেদন খারিজ করে এলাহাবাদ হাইকোর্ট জ্ঞানবাপীতে পূজা-আরতির অনুমতি বহাল রাখে।

২০২১ সালের অগস্টে পাঁচ হিন্দু মহিলা জ্ঞানবাপীর 'মা শৃঙ্গার গৌরী' (ওজুখানা ও তহখানা নামে পরিচিত) এবং মসজিদের অন্দরের পশ্চিমের দেওয়ালে দেব-দেবীর মূর্তির অস্তিত্বের দাবি করে তা পূজার্চনার অনুমতি চেয়ে যে মামলা দায়ের করেছিলেন, তারই প্রেক্ষিতে ২০২২ সালে 'অ্যাডভোকেট কমিশনার'-এর তত্ত্বাবধানে মসজিদের অন্দরের ভিডিয়ো সমীক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন বারাণসীর নিম্ন আদালতের বিচারক রবিকুমার দিবাকর। সেই রিপোর্ট জমাও পড়েছিল আদালতে। কিন্তু সে সংক্রান্ত নির্দেশ ঘোষণার আগেই সুপ্রিম কোর্টের রায়ে বারাণসী জেলা আদালতের বিচারক বিশ্বেসের এজলাসে জ্ঞানবাপী মামলা স্থানান্তরিত হয়।

রাঁচিতে সরকারি খামারে বার্ড ফ্লু-র সংক্রমণ

রাঁচি, ২৫ এপ্রিল: রাঁচির এক সরকারি খামারে বার্ড ফ্লুর সংক্রমণ ছড়ানোয় গোটা ঝাড়খণ্ডে সতর্কতা জারি করা হল। বুধবার এই সতর্কবার্তা জারি করেছে রাজ্য সরকার।

প্রশাসন সূত্রে খবর, ইতিমধ্যেই রাঁচির ওই সরকারি খামারে চার হাজারের বেশি মুরগিকে মেরে ফেলা হয়েছে। নষ্ট করা হয়েছে কয়েক হাজার ডিম। যে খামারে বার্ড ফ্লু ছড়িয়েছে, সেই খামারের এক কিলোমিটারের মধ্যে মুরগির মাংস এবং ডিম বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। রাজ্য প্রশাসনের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, রিজিওনাল পোলট্রি ফার্মে বাকি যে সব মুরগি রয়েছে, সেগুলিকেও মেরে ফেলার কাজ চলবে আগামী কয়েক দিন ধরে। প্রশাসনিক আধিকারিকদের সংক্রমিত এলাকা এবং তার আশপাশের এলাকাগুলির উপর নজরদারি চালাতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সংক্রমিত এলাকা থেকে ১০ কিলোমিটারের মধ্যে এই নজরদারি চালাতে হবে তাঁদের।

পরবর্তী নির্দেশ না আসা পর্যন্ত মুরগির মাংস এবং ডিম বিক্রি বন্ধ রাখতে হবে। জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা সংক্রমিত এলাকার এক কিলোমিটারের মধ্যে বাড়ি বাড়ি গিয়ে পরিস্থিতির খোঁজ নেবেন। কোনও দোকানে মুরগির মাংস এবং ডিম বিক্রি হচ্ছে কি না, সে দিকটাও নজরদারি চালাবেন ওই প্রশাসনিক আধিকারিকরা।

পাটনায় হোটেলে অগ্নিকাণ্ড, ঝলসে মৃত অন্তত ৬

পাটনা, ২৫ এপ্রিল: সিলিন্ডার ফেটে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড পাটনার একটি হোটেলে। পুড়ে মৃত্যু হয়েছে অন্তত ৬ জনের। আরও ৩০ জন আহত হয়েছেন বলে খবর। উদ্ধারকারীরা ২০ জনকে নিরাপদে বের করে আনা হয়েছে বলে খবর।

শহরের প্রাণকেন্দ্রের হোটেলটিতে আগুন কিভাবে লাগলো জিজ্ঞাসা করা হলে দমকল বিভাগের ডিজি শোভা ওহাটকর জানান, 'প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, সিলিন্ডার ফেটে গিয়েই আগুন ধরে গিয়েছে গোটা হোটেলে।' শোভা উত্তরে বলেন, '১৬ হাজার হোটেলে ফায়ার অডিট করা হয়েছে। অডিট চলাকালীন বেশ কিছু নির্দেশিকাও দেওয়া হয়েছে হোটেলগুলোকে। কিন্তু বেশ কয়েকটি হোটেল কর্তৃপক্ষ নিয়ম মানতে চায় না।'

পুলিশ সূত্রে খবর, পাটনা রেলস্টেশনের কাছেই অবস্থিত ওই হোটেলটি। বৃহস্পতিবার সকাল ১১টা নাগাদ আচমকাই দাউ দাউ করে হোটেলটি জ্বলতে দেখা যায়। সঙ্গে সঙ্গেই খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলবাহিনী। তবে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসার আগেই পুড়ে মৃত্যু হয় হোটেলে থাকা ৬ জনের। জখম হয়েছেন আরও ৩০ জন। তবে ২০ জনকে নিরাপদে বের করে আনা গিয়েছে বলে উদ্ধারকারীরা জানিয়েছেন। মৃতদের পরিচয় এখনও জানা যায়নি। দমকল বিভাগের ডিআইজি মৃত্যুঞ্জয় কুমার চৌধুরী বলেন, 'আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে। সকাল ১১টায় আগুন লেগেছিল। কী ভাবে আগুন লাগল তা তদন্ত করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।'

অস্ট্রেলিয়ার গির্জায় জঙ্গি হামলায় গ্রেপ্তার ৫ নাবালক

সিডনি, ২৫ এপ্রিল: সিডনির গির্জায় বিশপকে কোপানোর অভিযোগে ৫ নাবালকের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করল পুলিশ। সন্ত্রাস ছড়ানোর অভিযোগ আনা হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে। জানা গিয়েছে, অভিযুক্তদের সকলের বয়স ১৪ থেকে ১৭ বছরের মধ্যে। তাদের জামিনের আবেদন আদালতে খারিজ হয়েছে বলেই খবর। তবে আক্রান্ত বিশপ জানিয়েছেন, অভিযুক্তদের সকলকেই ক্ষমা করেছেন তিনি।

গত ১৫ এপ্রিল ভয়াবহ হামলা হয় সিডনির একটি গির্জায়। ঘটনার দিন বিকেলে গুড শেফার্ড গির্জায় প্রার্থনা চলছিল। আচমকাই তখন ছুরি হাতে ঢুকে পড়ে এক কিশোর। সামনে যাকে পায় এলোপাথাড়ি কোপাতে থাকে। ঘটনায় গুরুতর আহত হন বিশপ মার মারি ইমানুয়েল। হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাঁকে। ছুরির আঘাতে জখম হন আরও কয়েকজন। কিন্তু হামলা চালিয়ে পালাতে পারেনি সেই কিশোর। ঘটনাস্থল থেকেই তাকে ধরে ফেলে পুলিশ।

তবে হামলার নেপথ্যে অন্যদের ভূমিকা থাকতে পারে বলেই অনুমান ছিল পুলিশের। সেই জন্য গোটা সিডনিজুড়ে শুরু হয় চিরুনিতল্লাশি। অস্ট্রেলিয়ার পুলিশের সঙ্গে সন্ত্রাসদমন বিভাগ ও গোয়েন্দা বিভাগ যৌথভাবে এই তল্লাশি করে। যৌথ বাহিনীর হাতে গ্রেপ্তার হয় ৭ নাবালক। তাদের জামিনের আবেদনও গ্রাহ্য হয়নি। পরে তার মধ্যে ৫ জনের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করেছে পুলিশ। সন্ত্রাস ছড়ানো থেকে শুরু করে হিংসা ছড়ানো, একাধিক ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে ৫ নাবালকের বিরুদ্ধে।

তবে হামলাকারীদের ক্ষমা করে দিয়েছেন বিশপ মার মারি। একটি ইউটিউব বার্তায় তিনি বলেন, 'আমার উপর যে হামলা করেছে তাকে ক্ষমা করলাম। ওকে এটাই বলতে চাই, তুমি আমার ছেলের মতো। তোমাকে ভালোবাসি, সবসময় তোমার জন্য প্রার্থনা করব।' হামলার নেপথ্যে যারা রয়েছে, তাদেরও ক্ষমা করেছেন বলে জানান বিশপ। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, ইন্টারনেটের মাধ্যমে ঘরে ঘরে পৌঁছে যাচ্ছে জিহাদি ভিডিও। সেই দেখে প্রভাবিত হচ্ছে যুবসমাজ। সেখান থেকেই হামলা চালাতে নেমে পড়ছে নাবালকরা।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ ২২২–এস/১/ডব্লু–II, তারিখঃ ২২.০৪.২০২৪। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **টেন্ডার নং.ঃ টিএন–১৬–২৪–২৫। কাজের নামঃ** সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/১/ শিয়ালদহের অধিকারক্ষেত্রের অধীনে সুপারভিশন এবং ওয়েল্ডিং পোর্শন সরবরাহ সহ অ্যালুমিনো থার্মিট এসকেভি পদ্ধতি দ্বারা রেল জয়েন্টের ওয়েল্ডিং। **টেন্ডার মূল্যঃ** ৩,২২,০৫,২৮৩.১০ টাকা, **ইএমডিঃ** ৩,১১,০০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ১২ (বারো) মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ২১.০৫.২০২৪ তারিখ দুপুর ৩টে। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়ঃ** ২১.০৫.২০২৪ তারিখ দুপুর ৩.৩০ মিনিট। টেন্ডার নথিপত্র এবং অন্যান্য বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে টেন্ডারের জন্য বিডিং জমা করতে হবে। ম্যানুয়াল অফার সরাসরি বাতিল করে দেওয়া হবে।

SDAH-26/2024-25

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ ১১–এসডিএসটিই–এএসএন–২০২৪–২৫, তারিখঃ ২৪.০৪.২০২৪। সিনিয়র ডিভিসনাল সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিসন, স্টেশন রোড, আসানসোল, পিন–৭১৩৩০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই–টেন্ডার আহ্বান করছেন। **কাজের নাম/স্থানঃ** আসানসোল ডিভিসন–(১) মধুপুর–গিরিডি শাখায় জগদীশপুর–মহেশমুন্ডার মধ্যে এলসি গেট নং. ৬/সি/ই–এর পরিবর্তে এলএইচএস নির্মাণ (২) সীতারামপুর–ঝাঝা শাখায় শঙ্করপুর–মধুরাপুরের মধ্যে এলসি গেট নং ২৪/সি/ই–এর পরিবর্তে এলএইচএস নির্মাণ (৩) সীতারামপুর–ঝাঝা শাখায় তুলসীটাঁড়–লাহাবনের মধ্যে এলসি গেট নং. ৩৩ এ/ই–এর পরিবর্তে এলএইচএস নির্মাণ (৪) সীতারামপুর–ঝাঝা শাখায় নরগঞ্জো হল্ট–ঝাঝার মধ্যে এলসি গেট নং. ৩৭ এসপিএল/ই–এর পরিবর্তে এলএইচএস নির্মাণ সম্পর্কিত এস অ্যান্ড টি কাজ। **বিজ্ঞাপিত মূল্যঃ** ৮৯,৯৩,৫০৯.৮০ টাকা। **বায়না মূল্যঃ** ১,৭৯,৯০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** এলওএ ইস্যুর তারিখ থেকে ১৮০ দিন। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ২০.০৫.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২টা। **ওয়েবসাইট বিবরণঃ http://www.ireps.gov.in/** এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং এরূপ কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হলে তা অগ্রাহ্য করা হবে। টেন্ডারদাতা/বিডদাতাদের অবশ্যই ক্লাস–III ডিজিটাল সিগনেচার সার্টিফিকেট থাকতে হবে এবং আইআরইপিএস পোর্টালে অবশ্যই রেজিস্টার্ড থাকতে হবে। কেবলমাত্র রেজিস্টার্ড টেন্ডারদাতা/বিডদাতারা ই–টেন্ডারিংয়ে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

ASN-26/2024-25

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

জিইএম বিড নংঃ জিইএম/২০২৪/বি/৪৮৮০৮৫৯, তারিখ ঃ ২২.০৪.২০২৪। চিফ ওয়ার্কস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে ওয়ার্কশপ, কাঁচরাপাড়া, উত্তর ২৪ পরগণা, পিন–৭৪৩১৪৫ নিম্নলিখিত কাজের জন্য জিইএম টেন্ডার (ওপেন টেন্ডার) আহ্বান করছেনঃ **স্থান সহ কাজের নামঃ** ডেপুটি সিইই(ডব্লু)/কাঁচরাপাড়া অর্গানাইজেশন, কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপ, পূর্ব রেলওয়ের অধীনে ০২ বছরের জন্য শপ নং ২৬/কেপিএ–তে সেকশন থেকে কোচের পিওএইচ সাইট পর্যন্ত এবং ফিরতি পথে রেলওয়ে হ্যান্ড ট্রলির মাধ্যমে পিওএইচ সামগ্রী পরিবহন। **কাজের আনুমানিক ব্যয়ঃ** ২৪,৭১,৫৯২.৪৮ টাকা (জিএসটি সহ)। **বায়নামূল্য জমা করতে হবে ঃ** ৪৯,৫০০ টাকা, **টেন্ডার ফর্মের মূল্যঃ** শূন্য। **কাজ সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ০২ বছর। **ওয়েবসাইট যেখান থেকে টেন্ডার নথিপত্র পাওয়া যাবেঃ** ২২.০৪.২০২৪ থেকে ০২.০৫.২০২৪ তারিখ বিকেল ৫টা পর্যন্ত **www.gem.gov.in** ওয়েবসাইট থেকে টেন্ডার নথিপত্র এবং অন্যান্য বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যাবে। **বিজ্ঞাপনের সময়সীমাঃ** ২২.০৪.২০২৪ থেকে ০২.০৫.২০২৪ তারিখ বিকেল ৫টা পর্যন্ত। **প্রস্তাব জমা করার সময়সীমাঃ** ২২.০৪.২০২৪ থেকে ০২.০৫.২০২৪ তারিখ বিকেল ৫টা পর্যন্ত। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ০২.০৫.২০২৪ তারিখ বিকেল ৫টা পর্যন্ত। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়ঃ** ০২.০৫.২০২৪ তারিখ বিকেল ৫.৩০ মিনিটে।

MISC-32/2024-25

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পঞ্জাব ম্যাচের পরিকল্পনা তৈরি

কেকেআর-এর আসল চাবিকাঠি গম্ভীরের হাতেই

নিজস্ব প্রতিবেদন: ক্রিকেটের নন্দনকানন তৈরি কেকেআরের আরও একটা ম্যাচের জন্য। আগামিকাল প্রীতি জিন্টার পঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে কেকেআরের ঘরের মাঠে ম্যাচ। নাইটদের গত ম্যাচ ছিল বিকেলে। সেখানে বিরাট কোহলির আরসিবির বিরুদ্ধে আন্দ্রে রাসেলের সঙ্গে ক্যামিও ইনিংস খেলেছিলেন রমনদীপ সিং। সেই তিনি পঞ্জাবের ছেলে। শুক্রবার পঞ্জাবের বিরুদ্ধে কেকেআর নামার আগে তিনি এলেন সাংবাদিক সম্মেলনে। জানালেন দলের পরিস্থিতি। একইসঙ্গে বলে গেলেন, পঞ্জাব ম্যাচের পরিকল্পনা সেরে রেখেছে কেকেআর।

কেকেআর টিমে এখন স্বচ্ছতা অনেক বেশি। গৌতম গম্ভীর নাইট টিমে ফেরার পর থেকে সকলকে তাঁদের ভূমিকা ভালো করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে পঞ্জাব ম্যাচের আগের দিন রমনদীপ সিং বলেন, 'আমাদের প্রত্যেকের কাজ কী এবং ভূমিকা ঠিক কী, তা বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। দল আমাকে যেভাবেই ব্যবহার করুক, নিজের সেরাটা সবসময় দিতে চাই। গৌতম গম্ভীর এবং অভিষেক নায়ার মূলত ঠিক করেন স্ট্র্যাটেজি কী হতে পারে। গৌতম গম্ভীর দলের সকলকে একসূত্রে বেঁধে রেখেছেন। তাঁর জন্যই টিম আজ এই জায়গায়। আমাদের সবাইকে মানসিক ভাবে উজ্জীবিত করেন তিনি।'

আরসিবির বিরুদ্ধে ইডেনে কেকেআরের শেষ ম্যাচে রমনদীপ ৯ বলে ২৪ রানের অপরাজিত এবং গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস খেলেছিলেন। রমনদীপ জানিয়েছেন, তাঁর সাফল্যের নেপথ্যে রয়েছে গৌতম গম্ভীর ও অভিষেক নায়ার। তাঁর কথায়, 'ওদের জন্যই আমি আজ এই জায়গায়।'

কেকেআরের ম্যাচের আগে আইপিএলের সবচেয়ে দামি ক্রিকেটার মিচেল স্টার্ককে নিয়ে প্রশ্ন হবে না, তাও আবার হয় নাকি। স্টার্কের পারফরম্যান্স সম্পর্কে প্রশ্ন উঠতেই রমনদীপ বলেন, 'স্টার্ক একজন বিশ্বমানের বোলার। এক আধদিন যে কারও খারাপ যেতেই পারে। এখনই কিছু মন্তব্য করা ঠিক নয়।'

ইডেনে বীর-জারার দ্বৈরথের আগে রমনদীপ সিং বলেন, 'আগামিকাল পঞ্জাব ম্যাচ। একটা করে ম্যাচ ধরে আমরা ভাবতে চাই। তবে পঞ্জাব ম্যাচের আগে বলব আমার কাছে আবেগের জায়গা বলতে এটাই যে ওদের হারাতে হবে।' নাইট টিমের হয়ে যতই খেলুন না কেন, তিনি যে পঞ্জাবের ছেলে। ফলে নিজের 'হোম' টিমকে হারাতে চান ঠিকই, কিন্তু সেখানেও একটা আবেগ কাজ করছে।

অরেঞ্জ আর্মিকে ২০৭ টার্গেট দিল আরসিবি

নিজস্ব প্রতিবেদন: অঙ্ক অনেকের কাছেই বড়ই জটিল। কিন্তু ২৫০-র থেকে যদি বলি ১০০ বড়, তা হলে নিশ্চিত কেউ মানতে চাইবেন না। কিন্তু হায়দরাবাদের রাজীব গান্ধী আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে সেটাই এখনও অবধি প্রমাণিত হয়েছে। সেখানে চলছে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ও রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর আইপিএল ম্যাচ। এ বার ভাবতেই পারেন এই ম্যাচের সঙ্গে অঙ্কের কী সম্পর্ক? আর ২৫০-র থেকে কী করে বেশি দামি হতে পারে ১০০? তা হলে শোনাই সত্যিটা।

আরসিবি টিম আজ হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে ২৫০তম আইপিএল ম্যাচ খেলছে। আর অরেঞ্জ আর্মির বোলার জয়দেব উনাদকাট তাঁর কেরিয়ারের ১০০তম আইপিএল ম্যাচ খেলছেন। ফলে একদিকে আরসিবির যেমন আজ মাইলফলক ম্যাচ, তেমনই উনাদকাটের জন্যও মাইলস্টোন ম্যাচ। আর আরসিবি দলগত ২৫০তম ম্যাচে প্রথমে ব্যাটিং করে ৭ উইকেটে তুলেছে ২০৬ রান। এই রান আরও বাড়তেই পারত, যদি মাইলস্টোন ম্যাচে ভয়ঙ্কর বোলিং না করতেন উনাদকাট। যে কারণে বলতে হচ্ছে ২৫০-র থেকে বেশি বড় ও দামি ১০০।

অরেঞ্জ আর্মির তারকা জয়দেব আরসিবির বিরুদ্ধে হায়দরাবাদের ঘরের মাঠে ৪ ওভার বল করে ৩০ রানের বিনিময়ে ৩টি উইকেট নিয়েছেন। তাঁর প্রথম শিকার ছন্দে থাকা রজত পাতিদার। ১৯ বলে হাফসেঞ্চুরি পূরণ করেন আরসিবির রজত পাতিদার। হাফসেঞ্চুরি করার পরের বলেই রজত পাতিদার উইকেট দিয়ে বসেন। জয়দেব উনাদকাটের বলে বাউন্ডারি মারতে গিয়েছিলেন। ডিপ স্কোয়ার লেগে বাউন্ডারি লাইনের আগে ক্যাচ তালুবন্দি করেন আব্দুল সামাদ। এরপর ১৫তম ওভারে বিরাট কোহলির উইকেট তুলে নেন জয়দেব। সে বারও ক্যাচ নেন আব্দুল সামাদ। ৩৭ বলে হাফসেঞ্চুরি করেন বিরাট কোহলি। এরপর আরও ৬টি বল খেলেন। কিন্তু তাতে করেন মাত্র ১ রান। ৪৩ বলে ৫১ রানে মাঠ ছাড়েন বিরাট। তৃতীয় উইকেটে বিরাট-রজত জুটিতে ওঠে ৬৫ রান। এরপর আর কোনও জুটি থিতু হতে দেননি হায়দরাবাদের বোলাররা। উনাদকাটের তৃতীয় শিকার মহিপাল লোমরোর (৭)।

যুবভারতীতে ভক্তদের পাশে চান দিমিত্রিরা, ফিরতে পারেন সাহাল

নিজস্ব প্রতিবেদন: মাত্র এক সপ্তাহের ব্যবধানে মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের অন্দরহলের আবহ বদলে গেল নাটকীয় ভাবে। মঙ্গলবার রাতে আইএসএল শেষ চারের প্রথম পর্বের দ্বৈরথে ওড়িশা এফসি-র বিরুদ্ধে তিন মিনিটে এগিয়ে গিয়েও হারের ধাক্কায় লিগ-শিল্ড জয়ের উল্লাস উবে গিয়ে শুধুই হতাশা। বুধবার সকালে থমথমে মুখে ভুবনেশ্বর ছাড়লেন মোহনবাগানের ফুটবলাররা। যুবভারতীতে আগামী রবিবার দ্বিতীয় পর্বের দ্বৈরথের উপরের নির্ভর করছে দিমিত্রি পেত্রাতসদের ত্রিমুকুট জয়ের স্বপ্নপূরণ ভবিষ্যৎ।

ভারতীয় দলের কোচ ইগর স্তিমাচ আগামী ৬ জুন কুয়েতের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপ যোগ্যতা অর্জন পর্বের ম্যাচ কলকাতায় খেলতে চান। তিনি বিশ্বাস করেন যুবভারতীর গ্যালারির গর্জন চাপে রাখবে প্রতিপক্ষকে, প্রথমবার তৃতীয় পর্যায়ে যোগ্যতা অর্জনের ক্ষেত্রে বাড়তি অনুপ্রেরণা জোগাবে সুনীল ছেত্রীদের। ইগরের মতো মোহনবাগানের ফুটবলারদের ভরসাও যুবভারতীর শব্দব্রহ্ম। অধিনায়ক শুভাশিস বসু বলছিলেন, ''আমরা ঘুরে দাঁড়াবোই। কলকাতায় নিজেদের দর্শকদের সামনে জিতে আইএসএলের ফাইনালে উঠব।'' জনির কথায়, ''সমর্থকরাই আমাদের অনুপ্রেরণা। মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে ম্যাচে যেমন যুবভারতীর গ্যালারি ভর্তি ছিল, একই ছবি দেখতে চাই ওড়িশা-দ্বৈরথেও।''

ওড়িশার কাছে প্রথম পর্বে ১-২ গোলে হেরেছে মোহনবাগান। সরাসরি ফাইনালে উঠতে হলে যুবভারতীতে আগামী রবিবার অন্তত দু'গোলের ব্যবধানে জিততেই হবে শুভাশিসদের। তবে এক গোলের ব্যবধানে জিতলে ম্যাচ গড়াবে অতিরিক্ত সময় ও টাইব্রেকারে। আন্তোনিয়ো লোপেস হাবাস থেকে জনি কাউকো; সকলেই আত্মবিশ্বাসী নির্ধারিত ৯০ মিনিটেই ওড়িশাকে হারিয়ে ফাইনালে ওঠার ব্যাপারে। হাবাস বললেন, ''একটা গোল করলেই ম্যাচ গড়াবে অতিরিক্ত সময়ে।

বদলে গেল রিঙ্কুর পদবী

আর সিং নন, হঠাৎ হলেন উডস

নিজস্ব প্রতিবেদন: আলিগড়ের নবাব, নাইট টিমের মধ্যমণি, টিম ইন্ডিয়ার নতুন ফিনিশার; এতদিন রিঙ্কু সিং এই সকল তকমা পেয়েছিলেন। এ বার তিনি যা করলেন, তার জন্য পেলেন আর এক তকমা। ব্যাট হাতে রিঙ্কু সিং কেমন ঝড় তুলতে পারেন, তা সকলের জানা। তাঁর জান লড়িয়ে দেওয়া ফিল্ডিংয়েরও সবাই প্রশংসা করেন। কিন্তু রিঙ্কু সিং যে ক্রিকেট ছাড়া গল্ফেও পারদর্শী, তা হয়তো অনেকেই জানেন না। এ বার তিনি গল্ফ কোর্টে এমন কাণ্ড ঘটালেন যার ফলে পেয়েছেন তিনি নতুন নাম। রিঙ্কু উডস। কলকাতা নাইট রাইডার্সের সোশ্যাল মিডিয়া সাইট এক্স এ একটি ভিডিয়ো শেয়ার করা হয়েছে। যেখানে দেখা গিয়েছে রিঙ্কু সিং গল্ফ খেলছেন। ভিডিয়োটিতে রিঙ্কুকে বলতে শোনা যায় এটি কোথায় মারব? এরপর তাঁকে স্থান দেখিয়ে দেন একজন। রিঙ্কু এক্কেবারে নিখুঁত শট খেলেন। এবং গল্ফের বলটি সামনে থাকা গর্তে ঢুকে যায়। আর তা হতেই আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে যান রিঙ্কু সিং। তাঁর ঠিক পিছনেই ছিলেন অঙ্কৃশ রঘুবংশী এবং সূয়াশ শর্মা। তাঁদেরও রিঙ্কুর খুশিতে সামিল হতে দেখা যায়।

কেকেআরের শেয়ার করা ওই ভিডিয়োর কমেন্টে একজন লিখেছেন, 'ভাইসাব রিঙ্কু উডস।' আর একজনের কমেন্ট, 'গল্ফের রিঙ্কু উডস।' কিন্তু রিঙ্কুর নামের পাশে পদবী উডসই কেন লিখেছেন নেটিজেনেরা? আসলে কিংবদন্তি গল্ফার টাইগার উডসের সঙ্গে মিলিয়ে এমন কমেন্ট করেছেন নেটনাগরিকেরা।

গল্ফের জগতে জনপ্রিয় নাম হল টাইগার উডস। এই মার্কিন পেশাদার গল্ফারের নিখুঁত শট সকল গল্ফ প্রেমীদের মন ভালো করে দেয়। ঠিক তেমনই নাইট টিমের মধ্যমণি রিঙ্কু সিংও যখন ব্যাট হাতে ২২

গজে নামেন, সকল ক্রিকেট প্রেমীদের মনে আনন্দে ভরিয়ে দেন।

আপস করো না... কোচ রাহুল দ্রাবিড়কে সাবধান করলেন সিধু

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারতীয় ক্রিকেট তো বটেই, সব দুনিয়াতেই বোধহয় এই শব্দের উপস্থিতি প্রবল। আপস কি সর্বত্রই করতে হয়? হয়তো হয়, না হলে নভজ্যোৎ সিং সিধু এই দাবি তুলে দেবেন কেন? ভারতীয় ক্রিকেটে দীর্ঘদিন আইসিসি আসেনি। জুন মাসের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে সেই খরা কাটাতে হলে দৃঢ় মনোভাব নিতে হবে। সিদ্ধান্তে অনড় থাকতে হবে। কোচ রাহুল দ্রাবিড় যাতে আপস না করেন, আগে থেকেই সতর্ক করে রাখলেন প্রাক্তন ভারতীয় ওপেনার। কয়েক দিনের মধ্যেই ভারতের বিশ্বকাপ ১৫ জনের টিম ঘোষণা করা হতে পারে। আইপিএলে পারফরম্যান্স এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। সবাই কি পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে টিমে সুযোগ পাবেন? সিধু কিন্তু দ্রাবিড়কে সাবধান করলেন।

সিধু বরাবর ঠোঁটকাটা। সরাসরি কথা বলেন। সূক্ষ্ম রসিকতার জন্যও বিখ্যাত ভারতীয় ক্রিকেটে। এই সিধু অনেক দিন পর আবার ফিরেছেন কমেন্ট্রি বক্সে। সেই তিনিই বলে দিয়েছেন, 'ভারতীয় টিমের কোচ রাহুল দ্রাবিড়ের কাছে আমার সোজাসাপ্টা পরামর্শ, যদি তুমি বিশ্বকাপটা জিততে চাও, টিমে পাঁচজন স্পেশালিস্ট বোলার নাও। আমি বলব, কোনও ভাবেই ভারতীয় টিমের বোলিংয়ের ক্ষেত্রে আপস করা উচিত নয়। আপস যদি করা হয়, তার ফল ভুগতে হবে।'

বিশ্বকাপে ভারতীয় টিমের বোলিং ইউনিট কী হতে পারে? সিধুর পরামর্শ, তিন স্পিনার হিসেবে টিমে নেওয়ার জন্য বিবেচনা করা হোক রবি বিষ্ণোই, রবীন্দ্র জাডেজা ও কুলদীপ যাদব। পেস বোলারদের মধ্যে নেওয়া জসপ্রীত বুমরা, খলিল আহমেদ, মুকেশ কুমার, মহসিন খান। আর যদি সম্ভব হয় মায়াঙ্ক যাদবকেও বিবেচনা করা হতে পারে। এ বারের বিশ্বকাপের যৌথ আয়োজক ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও আমেরিকা। ভারত গ্রুপ লিগের সব ম্যাচই খেলবে মার্কিন মুলুকে। পাকিস্তান, আয়ারল্যান্ড, কানাডা ও আমেরিকার বিরুদ্ধে চারটে গ্রুপ লিগের ম্যাচ। ভারতীয় টিম যাতে বিশ্বকাপের শুরু থেকেই দুরন্ত পারফর্ম করে, ট্রফি জিততে সেই তাগিদ নিয়েই টিম নিয়ে মাঠে নামবেন রোহিত শর্মা।

নাইট তারকার এক কথায় হেলমেট পরলেন ভক্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন: কেকেআর বরাবর তরুণদের সুযোগ দেয়। নাইট শিবিরে আফগান তারকা রহমানউল্লাহ গুরবাজ রয়েছেন গত আইপিএল থেকে। কলকাতা তাঁর অন্যতম প্রিয় জায়গা। এ কথা তিনি আগে জানিয়েছেন। কেকেআরের হোম ম্যাচ থাকলেই তিলোত্তমায় হাজির হয় নাইট টিম। আর এই সুযোগ পেলেই রাতে শহরটাকে উপভোগ করতে মাঝে মাঝে বেরিয়ে পড়েন আফগান তারকা রহমানউল্লাহ গুরবাজ। বুধবার রাতে কলকাতার রাস্তায় তাঁর এক ভক্তর দেখা হয়। দীর্ঘক্ষণ তাঁরা কথাও বলেন। গুজরাজ ওই ভক্তকে এক উপদেশও দেন। তা তিনি মেনে নেওয়ায় খুব খুশি হয়েছেন গুরবাজ। সেই ভিডিয়ো ইন্সটাগ্রামে শেয়ার করেছেন নাইট তারকা। যা নেটদুনিয়ায় ভাইরাল হয়েছে।

কলকাতায় রাস্তায় হঠাৎই এক ভক্তর সঙ্গে দেখা হয়েছে আফগান তারকা রহমানউল্লাহ গুরবাজের। তাঁর শেয়ার করা ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে গুরবাজের গাড়ি সেই সময় রাস্তায় লাল সিগন্যালে দাঁড়িয়ে ছিল। পাশেই এসে দাঁড়ায় স্কুটিতে থাকা এক যুবক। তিনি গুরবাজকে জানান, তাঁর ব্যাটে ছক্কা দেখতে চান। এরপর গুরবাজ ও ওই ফ্যানের যে কথোপকথন হয়েছে, তা নিম্নে বিস্তারিত দেওয়া হল।

ফ্যান , ভাই তোমার ব্যাটিং দেখতে চাই। ২-৩টে ছয় মেরে দেখাও।

রহমানউল্লাহ গুরবাজ , (হাসতে হাসতে বলেন) আচ্ছা খেলব খেলব।

ফ্যান , আপনার কেমন লাগছে কলকাতায়?

রহমানউল্লাহ গুরবাজ , কলকাতায় তো ভালো লাগছে। তোমার কেমন লাগছে?

ফ্যান , আমি তো এখানেই থাকি।

রহমানউল্লাহ গুরবাজ , তুমি হেলমেট পরোনি কেন?

ফ্যান , (হাসতে হাসতে বলেন) আসলে খুব গরম লাগছে তো। তাই পরিনি। কিন্তু

তুমি বলছো যখন আমি পরে নিচ্ছি।

রহমানউল্লাহ গুরবাজ , হ্যাঁ পরে নাও। না হলে দুর্ঘটনা ঘটলে তো তাতে তোমারই ক্ষতি।

এরপর ওই ফ্যান হেলমেটটি পরে নেয়। এবং স্কুটি নিয়ে এগিয়ে যায়। সবশেষে রহমানউল্লাহ গুরবাজ তাঁর ওই ভক্তর উদ্দেশ্যে বলেন, 'ধন্যবাদ, গুড নাইট।'

ক্রিকেটে দুর্ঘটনা থেকে বাঁচতে যেমন হেলমেট গুরুত্বপূর্ণ, তেমনই রাস্তায় যাঁরা দু'চাকা চালান তাঁদের জন্যও হেলমেট গুরুত্বপূর্ণ। ব্যাটাররা যখন ব্যাটিং করেন, কিপাররা যখন স্পিনারদের বিরুদ্ধে ফিল্ডিং করেন, আবার যখন ফিল্ডাররা ক্লোজ ইন ফিল্ডিং করেন সেই সময় হেলমেট পরাটা গুরুত্বপূর্ণ। এ বার গুরবাজের এক কথায় তাঁর এক ভক্ত হেলমেট পরে নিলেন। তাতে আপ্লুত হয়েছেন গুরবাজ।

কয়েকদিন আগে পরিচয় লুকিয়ে এক অটোতে উঠেছিলেন গুরবাজ। তারপর প্রথমে ভাড়া নিয়ে দর কষাকষিও করতে দেখা গিয়েছিল। পরে গুরবাজ ওই অটোচালককে জানান, তিনি মানিব্যাগ হোটেলে ভুলে এসেছেন। হোটেলে তাঁর ফেরার টাকা নেই। প্রথমে গুরবাজ মাস্ক পরে অটোচালকের সঙ্গে কথা বলছিলেন। পরে তিনি মাস্ক খুলতে গুরবাজকে চিনে ফেলেন অটোচালক। তাঁকে ৩০টাকা দেন হোটেলে ফেরার জন্য। সেই ভিডিয়োটি কেকেআর সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করেছিল।

ভারতের মহিলা ফুটবলে ১৬ হাজারের ইতিহাস!

নিজস্ব প্রতিবেদন: দু'বছর আগেও ছবিটা এ রকম ছিল না। ভারতে মহিলা ফুটবলারদের সংখ্যা বাড়ছে। গত ২১ মাসে নথিভুক্ত মহিলা ফুটবলার বেড়েছে ১৬,২১২ জন। বৃদ্ধির হার ১৩৮ শতাংশ। এই বৃদ্ধিতে খুশি সর্বভারতীয় ফুটবল সংস্থা (এআইএফএফ)। যে ভাবে মহিলা ফুটবলারদের সংখ্যা বাড়ছে তাতে আগামী দিনে দেশের মহিলা ফুটবলের উন্নতি নিয়ে নিশ্চিত ফেডারেশন সচিব কল্যাণ চৌবে। এআইএফএফ-এর সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশন সিস্টেমের তথ্য অনুযায়ী, ২০২২ সালের জুন মাসে ভারতে নথিভুক্ত মহিলা ফুটবলার ছিলেন ১১,৭২৪ জন। ২০২৪ সালের মার্চ মাসে তা হয়েছে ২৭,৯৩৬ জন। অর্থাৎ, গত ২১ মাসে ১৩৮ শতাংশ বেড়েছে নথিভুক্ত মহিলা ফুটবলারের সংখ্যা।

এই বিষয়ে কল্যাণ বলেন, তভারতে এই ছবি খুবই ইতিবাচক। ১৬,২১২ জন নতুন মহিলা ফুটবলার এসেছে। তা থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে ভারতের মহিলা ফুটবল সঠিক পথেই এগোচ্ছে। মহিলা ফুটবলারদের জন্য ভাল পরিবেশ ও পরিকাঠামোর ব্যবস্থা করেছে ফেডারেশন। তারই প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে। ভারতে 'ইন্ডিয়ান উওমেন্স লিগ' শুরু হয়েছে। এই প্রতিযোগিতার ফলেই আরও বেশি মহিলা ফুটবলে আগ্রহ দেখাচ্ছেন। মহিলা ফুটবলকে আরও প্রত্যন্ত এলাকায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য চলতি মরসুম থেকে 'ইন্ডিয়ান উওমেন্স লিগ ২' শুরু করেছে ফেডারেশন।

১৭ বছরের ক্রিকেট কেরিয়ারে ইতি, এ বার সময় দেবেন শুধু মেয়েকে

নিজস্ব প্রতিবেদন: দু'বছর আগে কমনওয়েলথ গেমসে নিজের মেয়েকে ভিলেজে রাখার অনুমতি পাচ্ছিলেন না প্রথমে। শেষ পর্যন্ত আদায় করে নিয়েছিলেন মেয়েকে কাছে রাখার অধিকার। আর সেই মেয়েকে নিয়ে ভারতীয় দলের মহিলা ক্রিকেটারদের ছবি সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হয়ে গিয়েছিল। বাচ্চা মেয়েটি ফতিমা। আর তাঁর লড়াকু মায়ের নাম বিসমা মারুফ। যিনি পাকিস্তানের হয়ে ১৭ বছর ক্রিকেট খেলেছেন। নেতৃত্বও দিয়েছেন। এ বার অবসর নিলেন। তিন বছরের মেয়েকে নিয়েই সময় কাটানোর ভাবনা বিসমার।

১৭ বছরের কেরিয়ার শেষে বিসমার মেয়েদের ক্রিকেটে পাকিস্তানের হয়ে এক দিনের এবং টি-টোয়েন্টিতে সব থেকে বেশি রানের মালিক। খেলেছেন ২৭৬টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ। কেরিয়ারে কোনও শতরান না থাকলেও ৯৯ রানে আউট হওয়ার যন্ত্রণা রয়েছে। এক দিনের ক্রিকেটে ৩৩৬৯ রান করেছেন বিসমা। টি-টোয়েন্টিতে করেছেন ২৮৯৩ রান। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ৩৩টি অর্ধশতরান রয়েছে তাঁর।

৩২ বছরের বিসমা তিন বছর আগে মা হয়েছিলেন। তার পর যে তিনি আবার ক্রিকেটে ফিরবেন এমনটা আশা করেননি অনেকেই। কিন্তু বিসমা ফিরেছিলেন। পাকিস্তানের মতো দেশে মাতৃত্বের পর খেলায় ফিরে আসার ঘটনা খুবই কম। কিন্তু বিসমা হারতে চাননি। সমস্ত প্রতিকূলতাকে জয় করে ফিরে এসেছিলেন। এ কাজে তাঁকে সাহায্য করেছিল বোর্ডও। ১৯৯১ সালের ১৮ জুলাই লাহোরে এক কাশ্মীরী পরিবারে জন্ম বিসমার। বাড়ির লোক কখনওই ক্রিকেট খেলায় মত দেননি। তাঁরা চেয়েছিলেন, মেয়ে পড়াশুনো করে ডাক্তার হোক।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**